ফাতেমা (রাঃ) সম্পর্কে ১৫০টি শিক্ষণীয় ঘটনা

পিস পাবলিকেশন-ঢাকা
Peace Publication-Dhaka

ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা সম্পর্কে শিক্ষণীয় ১৫০টি ঘটনা

পিস পাবলিকেশন

৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা সম্পর্কে শিক্ষণীয় ১৫০টি ঘটনা

মূল
মুস্তফা মুহাম্মদ আবুল মাআতী

অনুবাদক
শাঈখ আবদুর রহমান বিন মোবারক আলী

পিস পাবলিকেশন
৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা সম্পর্কে
১৫০টি শিক্ষণীয় ঘটনা

প্রকাশক

পিস পাবলিকেশন

৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা

০১৭১৫-৭৬৮২০৯, ; ০২-৯৫৭১০৯২

প্রকাশকাল : অক্টোবর – ২০১৩ ইং

দ্বিতীয় সংস্করণ : এপ্রিল ২০১৬

মূল্য : ১৩০.০০ টাকা ।

www.peacepublication.com

peacebdinfo@gmail.com

www.pathagar.com

গ্রন্থকারের ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। যিনি পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু। তিনি পবিত্র এবং বিচার দিনের মালিক। হে আল্লাহ! আমরা শুধুমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন কর। যে সরল পথে তুমি তাদেরকে অফুরন্ত অনুগ্রহ দান করেছ, যারা এ পথে চলেছে। আর যারা শাস্তি প্রাপ্ত নয় এবং পথ ভ্রষ্টও নয়।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোনো প্রভু নেই। তিনি এক, তার কোনো শরীক নেই। তিনি সকল এককের এক। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেননি এবং তিনিও কাউকে জন্ম দান করেননি। আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

পরকথা এই যে, এ কিতাবে এমন একজন মহিয়সী নারী প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে, যিনি ছিলেন আহলে বাইতের একজন সদস্য এবং রাসূল ﷺ-এর কন্যা। রাসূল ﷺ তাঁকে আহলে বাইয়াতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রিয় বলে আখ্যায়িত করেছেন। আবার এ সুসংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি জান্নাতে প্রবেশ করবেন এবং জান্নাতী নারীদের নেত্রী মনোনীত হবেন।

ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূল ﷺ-এর কাছে এতই প্রিয় ছিলেন যে, তাঁর আনন্দে তিনি আনন্দিত হতেন এবং তাঁর দুঃখে তিনি কষ্ট পেতেন।

সুতরাং আমরা এই গ্রন্থে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর জীবন, তার ফযীলত, তাঁর সন্তান-সন্ততি এবং রাসূল ﷺ-এর জীবনে তার অবদান সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে এ নন্দিত জীবনী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার তাওফীক দান করুন এবং প্রতিটি মুসলিম নারীর জীবনে তা বাস্তবায়ন করার তাওফীক দান করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের কর্মকে আপনার পক্ষ থেকে কবুল করেন নিন। আমীন ॥

www.pathagar.com

অনুবাদকের কথা

ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা **সম্পর্কে শিক্ষণীয় ১৫০টি ঘটনা** বইটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করতে পেরে মহান আল্লাহর দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া আদায় করছি। দরূদ ও সালাম পেশ করছি বিশ্বনবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবাগণের ওপর।

পুরুষদের মধ্যে যেমন অনেকে উচ্চমর্যাদা অর্জন করেছিলেন তেমনি নারীদের মধ্যেও অনেকে উচ্চমর্যাদা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

নারীদের মধ্যে যারা মর্যাদাবান হয়েছিলেন তাদের মধ্যে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন অন্যতম। তিনি বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদরের কন্যা ছিলেন। তার জীবনীতে আমাদের জন্য অনেক শিক্ষণীয় জিনিস রয়েছে। ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন বহুমখী প্রতিভার অধিকারী একজন মহিলা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই তাঁর অনেক গুণাগুণ বর্ণনা করেছেন।

আরবি ভাষায় লিখিত **ফাতেমা** রাদিয়াল্লাহু আনহা **সম্পর্কে শিক্ষণীয় ১৫০টি ঘটনা** গ্রন্থটিতে লেখক ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর জীবনের বিভিন্ন দিক ও ঐতিহাসিক ঘটনা উপস্থাপন করেছেন। আমরা বাংলা ভাষাভাষি পাঠকদের জন্য বইটি অনুবাদ করেছি। আশা করি পাঠকসমাজ বইটি পড়ে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা সম্পর্কে অবগত হয়ে সেই আদর্শে নিজ জীবন গঠন করে ইহ ও পারলৌকিক সাফল্য লাভে ধন্য হবে, ইনশাআল্লাহ।

শাইখ আবদুর রহমান বিন মোবারক আলী
আরবি প্রভাষক
আলহাজ মুহাম্মদ ইউসুফ মেমোরিয়াল দারুল হাদীস মাদরাসা,
সুরিটোলা, ঢাকা- ১০০০

www.pathagar.com

সূচিপত্র

১. ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর বংশ পরিচয় ১৩
২. তার পিতা-মাতার সর্বশেষ সন্তান.....১৩
৩. ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর জন্ম.....১৪
৪. নামকরণ ১৫
৫. পাঁচ বছর বয়সে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা ১৫
৬. কন্যাদের বিবাহ.....১৬
৭. ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা ও অহী ১৭
৮. ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা ও তার পিতার কষ্ট.....১৭
৯/১. ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং অবরোধ.....১৯
৯/২. ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা ও তাঁর বোনের বিবাহ বিচ্ছেদ ২০
১০. তার বোনের জন্য সুসংবাদ.....২০
১১. মায়ের ইন্তেকাল ২১
১২. পিতার কাছে হিজরত ২২
১৩. বদরের যুদ্ধের দিন ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা ২৩
১৪. রুকাইয়ার ইন্তেকাল ২৩
১৫. ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর বিবাহ ২৪
১৬. ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর মোহর.....২৪
১৭. আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর বিবাহ.....২৫
১৮. ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর মোহর সম্পর্কে অপর বর্ণনা ২৫

www.pathagar.com

১৯. যারা ফাতেমাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিল ২৬
২০ ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর বিবাহের প্রস্তাবের ক্ষেত্রে কিছু সাহাবীদের পরামর্শ ২৮
২১. আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শুকরিয়া জ্ঞাপনমূলক সিজদা ২৯
২২. ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর ঘরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ৩০
২৩. ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দ্বারা বাড়ির কাজ ৩২
২৪. ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর বাড়িতে বরযাত্রীকে খাওয়ানো ৩২
২৫. বিবাহের দিন ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর পোশাক ৩২
২৬. ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর ওলীমা ৩৩
২৭. ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর বাসর রাত্রি ৩৪
২৮. তাদের উভয়ের বাসরের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দোয়া ৩৫
২৯. এ সম্পর্কে অপর বর্ণনা ৩৫
৩০. বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা ৩৬
৩১. বিবাহের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খুতবা ৩৬
৩২ নব দম্পত্তির থাকার সুব্যবস্থা ৩৮
৩৩. ফাতেমা ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে ঘুম থেকে জাগ্রতকরণ ৩৮
৩৪. দুনিয়া মুহাম্মদ ও তাঁর বংশধরদের জন্য নয় ৩৯
৩৫. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর বংশধর ৩৯
৩৬. নাতীদের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রসিকতা ৪০
৩৭. হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু ও পানির পাত্র ৪০
৩৮. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা ৪১
৩৯. আল্লাহ স্বয়ং ফাতেমার সন্তুষ্টে সন্তুষ্ট ৪১
৪০. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সফরে যাওয়া ও ঘরে ফেরা ৪২
৪১. তার আত্মমর্যাদাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আত্মমর্যাদা ৪২
৪২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাদৃশ্যতা ৪৩
৪৩. এ সংক্রান্ত আরেক বর্ণনা ৪৩
৪৪. তিনি জান্নাতে নারীদের নেত্রী হবেন ৪৪

www.pathagar.com

৪৫. তিনি সকল নারীদের নেত্রী ৪৪
৪৬. তার মর্যাদার প্রমাণ..... ৪৫
৪৭. তার চেয়ে বেশি সত্যের ওপর অটল আর কেউ ছিল না..... ৪৫
৪৮. জীবন যাপনে দুঃখে কষ্টে উত্তম ধৈর্যধারণ ৪৫
৪৯. অপর এক বর্ণনা ৪৬
৫০. এ সংক্রান্ত আরো বর্ণনা..... ৪৭
৫১. সাংসারিক জীবন যাপন ৪৮
৫২. পবিত্রতা অর্জন..... ৪৮
৫৩. ফাতেমার অসিয়ত.....৪৯
৫৪. ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর বংশধরদের জন্য জাহান্নাম হারাম ৫০
৫৫. ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর হাশরকাল..... ৫০
৫৬. ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর সন্তান-সন্ততি..... ৫০
৫৭. হাসান ও হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর আকিকা ৫১
৫৮. হাসান ও হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নামকরণ.....৫১
৫৯. হাসান ও হুসাইন আমার নাতী ৫২
৬০. ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা -এর বংশধরের প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ভালোবাসা..... ৫৩
৬১. ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর সন্তান-সন্ততিকে ভালোবাসার মর্যাদা..... ৫৩
৬২. আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসা..... ৫৪
৬৩. জান্নাতে সে আমার সাথে থাকবে..... ৫৪
৬৪. কিয়ামতের দিন ফাতেমা, হাসান ও হুসাইনের অবস্থান..... ৫৫
৬৫. হাসান ও হুসাইন দুজন সুগন্ধি ফুল..... ৫৫
৬৬. হাসান ও হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপহার ৫৬
৬৭. হাসান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সদৃশ.....৫৬
৬৮. জান্নাতী যুবকদের নেতা..... ৫৭
৬৯. হাসান ও হুসাইনের ব্যাপারে সুসংবাদ ৫৮
৭০. ফেরেশতা কর্তৃক জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান.....৫৯
৭১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মিম্বার থেকে অবতরণ.....৫৯

www.pathagar.com

৭২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামায অবস্থায় তাদের খেলাধুলা ৬০
৭৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বগলের তলে রাখলেন ৬১
৭৪. সাদকার খেজুর ভক্ষণ ৬১
৭৫. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করেন ৬২
৭৬. হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মাঝে মুষ্টিযুদ্ধ ৬২
৭৭. অপর এক বর্ণনা ৬২
৭৮. তারা দুজনে কিয়ামতের দিন একত্রিত হবেন ৬৩
৭৯. হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর জন্ম, বয়স ও মৃত্যু ৬৩
৮০. লালন-পালনের ব্যাপারে স্বপ্ন ৬৩
৮১. কতই না উত্তম বাহন ৬৪
৮২. হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দু'আ ৬৪
৮৩. আলী ও মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মাঝে দ্বন্দ্ব ৬৫
৮৪. হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পেটে চুম্বন ৬৬
৮৫. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিঠে আরোহণ ৬৭
৮৬. শিশুটি কোথায়? ৬৮
৮৭. হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর জ্ঞান ৬৮
৮৮. পিতার হত্যার ব্যাপারে হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খুতবা ৬৯
৮৯. আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মধ্যে সন্ধি ৭০
৯০. দুনিয়া বিমুখতা ৭২
৯১. একটি কালো গোলাম ও হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু ৭২
৯২. গোলামটির নিকট সবচেয়ে মহৎ ব্যক্তি ৭২
৯৩ তাওয়াক্কুল ৭৩
৯৪. নিজ ছেলে ও ভাতিজার প্রতি হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর উপদেশ ৭৩
৯৫. উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সমর্থনে হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু ৭৪
৯৬. ইবনে আব্বাস এবং হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু ৭৪
৯৭. হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক মানুষের প্রয়োজন পূরণ ৭৪
৯৮. হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দানশীলতা ৭৫

www.pathagar.com

৯৯. তাদের বংশধর ৭৫
১০০. হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর জন্ম ও তার হায়াত ৭৬
১০১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে চুম্বন ও দু'আ ৭৬
১০২. অপর একটি বর্ণনা ৭৭
১০৩. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে হাসাতেন ৭৭
১০৪. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চুম্বন করার স্থান ৭৮
১০৫. হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর লালা চোষণ ৭৮
১০৬. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে সাদৃশ্যতা ৭৯
১০৭. জান্নাতবাসীদের একজন ৭৯
১০৮. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিঠের ওপর খেলাধুলা ৭৯
১০৯. হুসাইন আমার থেকে আমি হুসাইন থেকে ৮০
১১০. হুসানই রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কান্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কষ্টানুভব ৮০
১১১. ভাই হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রতি হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর উপদেশ ৮১
১১২. হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হত্যার ব্যাপারে ভবিষ্যত বাণী ৮১
১১৩. মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মতই তাকে হত্যা করবে ৮১
১১৪. ইরাকের মাটিতে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মৃত্যুর সংবাদ ৮২
১১৫. ফুরাতের তীরে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু নিহত ৮৩
১১৬. কারবালার প্রান্ত দিয়ে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অতিক্রম ৮৪
১১৭. উম্মে সালামা এবং ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর স্বপ্ন ৮৫
১১৮ .হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হত্যার কারণে জিনদের কান্না ৮৫
১১৯. কারামতসমূহ ৮৬
১২০. যুদ্ধ শুরুর পূর্বে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ভাষণ ৮৭
১২১. যায়নাব ও তার ভাইকে হত্যা ৮৭
১২২. ইরাকে যাত্রা ও সাহাবীদের নিষেধাজ্ঞা ৮৮
১২৩. হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হত্যাকারীর পরিণাম ৮৯
১২৪. রক্তের বৃষ্টি ৯০
১২৫. হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সন্তান-সন্ততি ৯১

www.pathagar.com

১২৬. উহুদ যুদ্ধে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর অংশগ্রহণ ৯২
১২৭. স্বামীর জন্য সাজগোজ এবং দ্বীনী জ্ঞান..... ৯৩
১২৮. মাটির পিতা..... ৯৪
১২৯. আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আরো একটি বিবাহের প্রস্তাব ৯৫
১৩০. ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা ঘরের দরজায় নকশা করা পর্দা ৯৬
১৩১. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে উপদেশ..... ৯৬
১৩২. ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর দ্বারা উদাহরণ প্রদান..... ৯৭
১৩৩. ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর আবু জাহেলে নির্যাতন . ৯৮
১৩৪. ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে শিক্ষা প্রদান ৯৯
১৩৫. ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে নামাযের জন্য ডাকাডাকি ৯৯
১৩৬. কাজের লোক প্রার্থনা..... ১০০
১৩৭. ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর বাড়িতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিয়া প্রেরণ ... ১০০
১৩৮. পারিবারিক সমস্যা সমাধানে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে নির্বাচন.....১০১
১৩৯. পিতার নৈকট্যে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা ১০২
১৪০. অধিকাংশ মানুষই তর্ক প্রিয়..... ১০৩
১৪১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অসুস্থতার সময় ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা ১০৩
১৪২. মৃত্যুকালীন সময় ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে আনন্দ প্রদান..... ১০৪
১৪৩. হে যুহরা! তুমি কান্না করো না..... ১০৬
১৪৪. পিতার মৃত্যুতে কন্যা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর শোক প্রকাশ..... ১৪৪
১৪৫. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওয়ারিস ও ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা ১০৭
১৪৬. হে ফাতেমা! তুমি কি রাগ করেছ?..... ১০৮
১৪৭. মৃত্যুর পূর্বে শেষ গোসল..... ১০৯
১৪৮. স্বামীর প্রতি ওসিয়ত ১০৯
১৪৯. আসমা বিনতে উমাইসের প্রতি ওসিয়ত ১১০
১৫০. ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর মৃত্যু.....১১০

www.pathagar.com

১.

ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর বংশ পরিচয়

ফাতেমাতুয যোহরা রাদিয়াল্লাহু আনহা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুয়াত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মা ছিলেন অত্যন্ত অভিজাত এবং গম্ভীর চরিত্রের অধিকারী। সম্মানিত বংশের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ দূরদর্শী ব্যক্তিত্বের অধিকারী। এ সব কারণে জাহেলী যুগে তাঁকে তাহিরা নামে ডাকা হতো। আর তাকে কুরাইশ রমণীদের নেত্রী হিসেবে অভিহিত করা তো।

যখন লোকেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অস্বীকার করল তখন তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর ঈমান আনলেন। যখন লোকেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মিথ্যা বলল, তখন তিনি তাঁকে সত্য হিসেবে মনে প্রাণে মেনে নিলেন। যখন লোকেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সব কিছু হতে বঞ্চিত করল। তখন তিনি তাঁর ধন-সম্পদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য উজাড় করে দিলেন। আল্লাহ তায়ালা এ মহিয়সী, সহনশীল ও দানশীল নারীকে সৌন্দর্যময় চরিত্র উপহার দিলেন। আর এ মহিয়সী নারী হলেন ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর সম্মানিতা মাতা আর তাঁর পিতা হলেন সমস্ত রাসূলগণের নেতা, সর্বশেষ নবী এবং মুত্তাকীনদের নেতা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অতএব এ বংশধারা অত্যন্ত সম্মানিত বংশ। আর এ মর্যাদাবান পিতা অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি।

২.

পিতা-মাতার সর্বশেষ সন্তান

ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন তাঁর পিতা-মাতার সর্বশেষ সন্তান। স্বাভাবিক কারণেই শেষ সন্তানকে বেশি সহানুভূতি করা হয়। এজন্য ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অত্যন্ত প্রিয়ভাজন। ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা যখন খুশি হতেন তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খুশি হতেন। আর যখন ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা অসন্তুষ্ট হতেন তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অসন্তুষ্ট হতেন।

জ্ঞাতব্য যে, বাড়িতে তিনি একাই কাজ-কর্ম করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ওহুদ যুদ্ধে আঘাতপ্রাপ্ত হন তখন ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর বাবার ক্ষত স্থানে ব্যান্ডেজ করেছেন এবং সার্বক্ষণিক সেবায় আত্ম-নিয়োগ করেছেন।

www.pathagar.com

অতঃপর ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা যখন বয়সপ্রাপ্ত তথা বালেগা হলেন, তখন অনেকেই তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিল। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বিবাহের ব্যাপারে প্রস্তাব পাঠালেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর জন্য আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন।

৩.

ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর জন্ম

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৌভাগ্য নিয়ে তাঁর বাড়ি ফিরে আসলেন। তাঁর সামনে যে ঘটনা ঘটেছিল তিনি তা আল্লাহর অনুগ্রহে প্রতিহত করলেন এবং এর ফলে কুরাইশ গোত্রগুলোর মধ্যে আসু যুদ্ধ তিরোহিত হয়ে গেল। আর ঘটনা হলো যে, কাবার মধ্যে হাজরে আসওয়াদকে তাঁর যথাস্থানে কে রাখবে সে ব্যাপারে দ্বন্দ্ব দেখা দিল। এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন একটি সুদৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন যাতে সকল সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। তিনি তার চাদরটি জমিনের ওপর প্রসারিত করলেন এবং হাজরে আসওয়াদটি নিজ হাতে ধরলেন এবং তা কাপড়ের ওপর রাখলেন। আর প্রত্যেক গোত্রের নেতাকে যথার্থভাবে নির্দেশ করলেন তারা যেন কাপড়ের পার্শ্ব ধরে এবং তা বহন করে যথা স্থানে নিয়ে যায়। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ পালন করল। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে একে তাঁর নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করলেন। এ সবাই খুশি হলো। কেননা, একাজটি এমন এক যুবক সমাধান করে দিয়েছেন যাকে সবাই আল-আমীন হিসেবে জানে এবং সবাই তাকে সম্মান ও বিশ্বাস করে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘটমান ঘটনাটি ভাবতে ভাবতে নিজ গৃহে পদার্পণ করলেন। হঠাৎ করে তিনি ঘরের মধ্যে নড়াচড়ার শব্দ পেলেন তখন তাকে এ সংবাদ দেয়া হলো যে, তাঁর স্ত্রী খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা একটি সুন্দর ফুটফুটে কন্যা সন্তান প্রসব করেছেন। তখন তাঁর বাবা তাকে দুই হাতের মাঝে তুলে নিলেন এবং স্বীয় স্ত্রীর উদ্দেশ্যে মৃদু হাসলেন এবং বললেন : আমি এ সন্তানের নাম রাখলাম ফাতেমা। খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর এ কষ্টের মাঝে বেশি হাসলেন না। ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন যায়নাব, রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমের পর চতুর্থ। আর এ ঘটনা ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পূর্বে ২০ শে জমাদিস সানী রোজ শুক্রবার।

www.pathagar.com

৪.

নামকরণ

ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা-এর নামকরণ করা হয়েছিল ইলহামের মাধ্যমে। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অদৃশ্য থেকে এ নাম রাখার ব্যাপারে আদিষ্ট হয়েছিলেন। এ মর্মে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তার নাম ফাতেমা এই জন্য রাখা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাকে জাহান্নামের এবং তার মাঝে পর্দা করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে সংরক্ষণ করেছেন।

তার নাম যোহারা রাখা হয়েছে এ জন্য যে, তিনি ছিলেন মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পুষ্প। আর তার ওপর বুতুল অর্থাৎ সাহসী। তিনি ছিলেন আল্লাহর কাছে অতুলনীয় তার সাথে মারইয়াম বিনতে ইমরানের সাথে অধিক সাদৃশ্য রয়েছে। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন জান্নাতী রমণীদের মধ্যে উত্তম হলো ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা এবং মারইয়াম বিনতে ইমরান।

৫.

পাঁচ বছর বয়সে ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা

ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা-এর প্রাথমিক বছরগুলো এমন এক গৃহে অতিবাহিত হয় যেখানে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ সম্মিলিতভাবে ভালোবাসা ও শান্তি-শৃংখলা মজবুত করেছেন। যেখানে ছিল ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা-এর আরো তিন বোন এবং ভাই কাসেম ও আবদুল্লাহ। ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা ছিলেন ছোট কন্যা।

ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা-এর দুই ভাই কাসেম ও আবদুল্লাহর ইন্তিকালের সময় তার পিতা-মাতার চেহারায় ভীষণ কষ্টের ছাপ দেখে তিনি অত্যন্ত বেদনাও মর্মাহত হলেন। তাদের দু'জনের ইন্তেকালের পরে খাদিজা রাদিআল্লাহু আনহা অবশিষ্ট চার কন্যার সাথে ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা-এর পিতার অত্যন্ত স্নেহভাজন আলী ইবনে আবু তালেব রাদিআল্লাহু আনহা-কে লালন-পালন করলেন। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তাঁর চাচা আবু তালেবের কাছ থেকে এজন্য নিয়েছিলেন যে তার চাচার পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল বেশি এবং সে তুলনায় সম্পদ ছিল নিতান্তই কম। ফলে আলী রাদিআল্লাহু আনহা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সন্তানদের মতো একজন হয়ে গেলেন। ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা যখন তার চারিদিকের সব কিছু সম্পর্কে

www.pathagar.com

বুঝতে ও জানতে শুরু করলেন তখন তিনি তাঁর পিতার অনুপস্থিতির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কিছু দিন পরে ফিরে আসেন তখন তাঁর মাতা খাদিজা তাকে অত্যন্ত আনন্দের সাথে স্বাগত জানাতেন, আবার মাঝে মাঝে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দিতেন। এমনিভাবে একদিন ছোট ফাতেমা তাঁর পিতা সম্পর্কে জানতে চাইলে তাকে বলা হলো, তার পিতা আল্লাহ তায়ালার ইবাদত-বন্দেগি করার জন্য হেরা পর্বতের গুহায় অবস্থান করছেন।

ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা অধিকাংশকে আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে পেলেন না। তিনি তার বাড়িতে কোনো মূর্তি দেখেননি। তার সম্প্রদায়ের লোকেরা যেসব মূর্তির পূজা অর্চনা করত তিনি তার পিতা-মাতাকে তা কখনো করতে দেখেননি। তার পিতা-মাতা কখনো মূর্তির সামনে সিজদা করেননি। তার পিতা-মাতা ঐ সব পাথরের নিকটবর্তী হননি যার পূজা-অর্চনা তার সম্প্রদায়ের লোকেরা করত। তার পিতা মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ দ্বীনে হানীফকে গ্রহণ করে নিলেন।

৬.

কন্যাদের বিবাহ

ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন অত্যন্ত সৌভাগ্যবর্তী নারী। তিনি তার অন্য বোনদের কাছে ছিলেন অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী। তার বড় বোন যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর বিবাহ হয় তার খালাত ভাই আস ইবনে রাবীর সাথে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মতো মক্কা নগরীতে তার উপাধিও ছিল আল-আমীন। বিবাহের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত হলো এবং অনেক আনন্দ হলো। ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর কাছে এ কথা সুস্পষ্ট মনে হলো যে, যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা তার দ্বিতীয় মা। অল্প সময়ের মধ্যে যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা বাড়ি থেকে দূরে চলে গেলেন (স্বামীর বাড়ি চলে গেলেন)। ফলে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর বড় ধরনের আনন্দের মধ্যে দুঃখ-কষ্ট নেমে আসল।

এভাবে কিছু দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। বাড়িতে আরেকটা আনন্দ ঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। লোকজনের অনেক ভীড়, আলোচনা সমালোচনার আসর বসেছে। আবদুল উযযা ইবনে আবদুল মুত্তালিবের দু'ছেলে উতবা এবং উতাইবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুই মেয়েকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠাল। তারা

www.pathagar.com

দু'জন ছিল রাসূল ﷺ-এর চাচাত ভাই। আর এ বিবাহের প্রস্তাব রাসূল ﷺ-এর কাছে পেশ করেন তাঁর চাচা আবু তালেব। আর তিনি ছিলেন কুরাইশদের মধ্যে বয়োঃবৃদ্ধ লোক। রাসূল ﷺ ও খাদিজা রাদিআল্লাহু আনহা উভয়ে তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন, যখন তিনি তার দুই মেয়ের সাথে পরামর্শ করলেন এবং তারা দু'জন চুপ থাকলেন। অর্থাৎ তারা এ বিবাহে রাজি আছেন। কিছু দিনের মধ্যে তাদের বিবাহের আকদ সংঘটিত হলো। তাদের বিবাহের পর ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা বড় একাকী বাড়িতে দিন যাপন করতে লাগলেন।

৭.

ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা ও অহী

রাসূল ﷺ যেদিন কাঁপতে কাঁপতে ঘরে এসে বলেছিলেন যে, আমাকে কম্বল দ্বারা আবৃত কর।। আমাকে কম্বল জড়িয়ে দাও। সে দিন তাঁর পিতা-মাতার দুঃখ-কষ্ট পাঁচ বছরের ছোট ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা পর্যবেক্ষণ করেননি। খাদিজা রাদিআল্লাহু আনহা তখন রাসূল ﷺ-কে তাঁর দু'বাহুতে জরিয়ে নিলেন এবং তিনি রাসূল ﷺ-কে অভয় দান করলেন। অতঃপর তিনি রাসূল ﷺ-কে নিয়ে ওয়ারাকা ইবনে নাওফেলের কাছে গিয়ে এ সম্পর্কে জানতে চাইলেন। অতঃপর খাদিজা রাদিআল্লাহু আনহা ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা -এর পিতা সুসংবাদ দিলেন অর্থাৎ তিনি মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল আর তাঁর কাছে যিনি এসেছিলেন তিনি হলেন অহী বাহক ফেরেশতা জিবরাঈল আলাইহিস সালাম। যিনি সমস্ত নবীদের কাছে অহী নিয়ে আগমন করেন।

৮.

ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা ও তার পিতার কষ্ট

পাঁচ বছরের ছোট ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা বুঝতে পারেননি যে, তার পিতার এসব কি ঘটতে যাচ্ছে। এক ও একক আল্লাহর কাছ থেকে তাঁর নিকট কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁর ওপর এক কঠিন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, যাকে বলা হয় নবুয়ত ও রিসালাত। ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা যতটুকু বুঝতে পারলেন তা হলো, তিনি দেখলেন যে, তাঁর পিতা ও তাঁর সম্প্রদায়ের

www.pathagar.com

লোকদের মাঝে সম্পর্কের এক ব্যতিক্রমধর্মী পরিবর্তন ঘটেছে। কিছুকাল আগেও যিনি ছিলেন কুরাইশদের চোখের মণি, যাকে তারা সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত বলে জানত তারা তাঁর পরামর্শে সান্তনা লাভ করত, তাঁর কথা তারা অতি মনযোগ দিয়ে শ্রবণ করত। তাহলে আজ কি কেন এমন হলো? একদিন তাঁর পিতা বাইতুল্লাহর উদ্দেশ্যে বের হলে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা ও তাঁর পিছে পিছে বের হলেন। ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ অবস্থায় পেলেন যে, তিনি কাবার দিকে মুখ করে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করার জন্য দাঁড়িয়েছেন। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদায় অবনত হলেন তখন লোকদের মধ্য হতে একজন তাঁর পিতার কাছে গেল আর বাকিরা পাহারা দিচ্ছিল। যখন ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা তার দিকে তাকালেন তখন তিনি বুঝতে পারলেন এ হলো উকবা ইবনে আবু মুয়ীত। এ লোকটি গোপনে তার পিতার নিকটবর্তী হওয়ায় ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা খারাপ কিছুর আশঙ্কা পোষণ করলেন।

অতঃপর ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা দেখলেন, ঐ লোকটি তার হাত থেকে কিছু একটা তার সিজদারত পিতার মাথার ওপর ছুঁড়ে মারল। তখন ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা দ্রুত সেদিকে এগিয়ে গেলেন এবং দেখলেন ঐ লোকটি তার সিজদারত পিতার পবিত্র মাথার ওপর মরা উটের পঁচা নাড়ি-ভুড়ি রেখে দিয়েছে। ফলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাথা ও পিঠ নোংরা হয়ে গেল। এ কাজ করার পর তারা পরস্পর আনন্দ-হাসিতে ফেটে পড়ল।

অতঃপর ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর পিতার মাথার ওপর থেকে এ কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দিলেন এবং ওদেরকে গাল-মন্দ করতে লাগলেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ শেষ করলেন এবং ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে তার দু'হাতের মাঝে আঁকড়ে ধরলেন এবং তাকে ভয় থেকে সান্ত্বনা দিলেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'হাত তুলে ওদের জন্য বদদোয়া করলেন। যখন তারা এটা দেখল তখন তাদের হাসি দূর হয়ে গেল এবং তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দোয়াকে ভীষণ ভয় পেল। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আল্লাহ! এসব কুরাইশ নেতাদের ফায়সালার ভার তোমার কাছে সমর্পনকরলাম।

এদের সংখ্যা ছিল সাতজন আর তাদের মধ্যে ছিল উকবা ইবনে আবু মুয়ীত ও উমাইয়া ইবনে খালফ অন্যতম। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি দেখেছি যে, এরা সবাই বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছে।

www.pathagar.com

৯/১.

ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা এবং অবরোধ

ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা -এর কাছে এ প্রশ্নটি অত্যন্ত শক্ত হয়ে দাড়াল যখন তিনি দেখলেন যে, তার মা তার বোনদেরসহ তাকে বহন করে শিয়াবে আবু তালিবের দিকে কেন যাচ্ছে। ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা আরো দেখলেন যে, তার আশে পাশে যারা আছেন তারা সবাই তার বাবার গোত্র বনু হাশিমের এবং আবু তালিবের সন্তান।

কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা বুঝতে পারলেন যে, তারা অবরুদ্ধ। তাদের সাথে সর্বপ্রকার ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ। ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা -এর পার্শ্বস্ত লোকদের ক্ষুধা প্রবল আকার ধারণ করল এবং তিনি নিজেও অত্যাধিক ক্ষুধায় আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। এমন কি তিনি গাছের পাতা খেতে বাধ্য হলেন। এ ভাবে তিনটি বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। যদি গোপনে তাদের কাছে কোনো খাদ্য না আসতো তাহলে অনেকে ক্ষুধায় মৃত্যুবরণ করত। ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা এটা জানতে পারলেন, যে লোক তাঁদের কাছে গোপনে খাদ্য প্রচার করেন তিনি হলেন তার খালু হাকাম ইবনে হিযাম ইবনে খুয়াইলিদ।

এরই মধ্যে ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা -এর বয়স আটের কাছাকাছি। তখন তাঁর কাছে অনেক প্রশ্নের উত্তর সুস্পষ্ট হতে লাগল যে, তাঁর পিতা তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট এক নতুন ধর্ম নিয়ে এসেছেন। আর এ দ্বীন একক সত্তার অধিকারী মহান প্রভুর একত্ববাদের দিকে আহ্বান জানাচ্ছে। যিনি আসমান ও জমিনের একচ্ছত্র অধিপতি। তাঁর ইবাদত ব্যতীত অন্যের ইবাদত বর্জন করতে আহ্বান জানাচ্ছে। এ এমন এক দ্বীন যা উত্তম চরিত্র, উত্তম বন্ধুত্ব, ক্ষমা, পবিত্রতা ও আমানতদারির দিকে আহ্বান করা হচ্ছে কিন্তু যখন তাঁর পিতা তাদেরকে এ কল্যাণের দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন তখন তারা তাকে নির্যাতন চালাচ্ছে? ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা-এর কোনো উত্তর খুঁজে পেলেন না, তবে তিনি তার ওপর ঈমান আনলেন যা তার পিতা নিয়ে এসেছেন। আর এর মাঝে রয়েছে সীমাহীন দুঃখ কষ্ট আর নির্যাতন।

www.pathagar.com

৯/২.
ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা ও তাঁর বোনের বিবাহ বিচ্ছেদ

দেখতে দেখতে বন্দি জীবনের তিনটি বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা সকলের সাথে আনন্দ করতে ছিলেন যখন তাদের কাছে সে চুক্তিপত্র সম্পর্কে সংবাদ পৌঁছল। কুরাইশ বনী হাশিম গোত্রের মাঝে যে চুক্তিপত্র সাক্ষরিত হয়েছিল। তার আনন্দ আরো বৃদ্ধি পেল যখন তিনি জানতে পারলেন যে, তার পিতা তাদেরকে এ সংবাদ দিচ্ছেন যে, চুক্তিপত্রে আল্লাহর নাম ব্যতীত সব লেখা মাটিতে খেয়ে ফেলেছে।

মুসলমানদের কাছে যখন এ সংবাদ পৌঁছলো তখন মুমিনদের বিশ্বাস আরো বৃদ্ধি পেল। ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা যখন তাঁর বড় বোন রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমের চোখে পানি দেখলেন তখন তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। কেননা তার কানে এ সংবাদ পৌঁছল যে, আবু লাহাবের দুই ছেলে উতবা ও উতাইবা তার দুই বোনকে কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের পরামর্শেক্রমে তালাক দিয়েছে। আর এ বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছিল বাসর রাত উদযাপনের পূর্বে।

১০.
তার বোনের জন্য সুসংবাদ

দুই বোনের তালাকের পর ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা তাঁর বড় বোন যায়নাব রাদিআল্লাহু আনহা-এর ব্যাপারে ভীষণ চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়লেন। কিন্তু যখন তিনি জানতে পারলেন যে, তার খালাত ভাই আস ইবনে রাবী (যায়নাব রাদিআল্লাহু আনহা স্বামী) কুরাইশদের সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং বলেছেন যে, আল্লাহর শপথ আমি কখনও আল-আমীন তথা মুহাম্মদের মেয়েকে তালাক প্রদান করব না। তখন তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা-এর আনন্দ তখন আরো বেড়ে গেল যখন তিনি জানতে পারলেন যে, বনী উমাইয়া গোত্রের যুবকদের নেতা উসমান ইবনে আফফান তার পিতার কাছে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং তার বোন রুকাইয়াকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছেন। বিবাহের আনন্দঘন অনুষ্ঠান উদযাপিত হলো ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা অধিক আনন্দ পেলেন। কিন্তু যখন তিনি জানতে পারলেন যে, তার বোন তার স্বামীর সাথে দ্বীনের স্বার্থে হাবশায় হিজরত করছেন তখন তিনি নতুন করে কষ্ট অনুভব করলেন।

www.pathagar.com

১১.

মায়ের ইন্তেকাল

ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা-এর বয়স পনের বছর পূর্ণ হলো এবং তাঁর পিতা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুয়তের দশটি বছর পার হয়ে গেল। তিনি ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রথম দিকের ধারাবাহিক প্রচার প্রসারের সময়কার মুসলিম নারী, ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা দেখেছেন তাঁর মা খাদিজা রাদিআল্লাহু আনহা তাঁর পিতাকে দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে সাহায্য সহায়তা করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি (মুহাম্মাদ) তাঁর চাচা আবু তালেবের কাছ থেকে অনেক সাহায্য সহযোগিতা লাভ করেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুয়তের দশম বছরে ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা এবং তাঁর পিতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর এক চরম বিপদ নেমে আসল। কেননা এ বছর ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা-এর মাতা খাদিজা রাদিআল্লাহু আনহা ইন্তেকাল করেন। ফলে তার কাছে বিষয়টা অত্যন্ত চিন্তার কারণ হয়ে দাড়াল।

খাদিজা রাদিআল্লাহু আনহা-এর ইন্তেকালের একমাস অতিবাহিত হওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচা আবু তালিব ইন্তেকাল করেন। ফলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুঃখ-কষ্ট চিন্তা দ্বিগুন বেড়ে গেল। কেননা আবু তালিব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সর্বাবস্থায় সাহায্য করতেন। তাছাড়া রুকাইয়া রাদিআল্লাহু আনহা তখন হাবশায় ছিলেন। যায়নাব (রাতার স্বামী আস ইবনে রাবী রাদিআল্লাহু আনহা-এর কাছে ছিলেন। বাড়িতে ফাতেমা (রা) ও উম্মে কুলসুম রাদিআল্লাহু আনহা ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। আবদুল্লাহ ইবনে উমাইর রাদিআল্লাহু আনহু-এর হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদিজা রাদিআল্লাহু আনহা-কে অত্যধিক ভালোবাসতেন। তার পর তিনি আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা-কে বিবাহ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদিজার ইন্তেকালের পরেও তাকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ওপর অত্যন্ত দয়াশীল ছিলেন। ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা তার মায়ের কথা খুবই মনে করতে লাগল। তিনি যে তার মাকে কতটা মনে করতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় একটি ঘটনার মাধ্যমে। ঘটনাটি হলো, তিনি একদিন তার পিতাকে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার মা কোথায়? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন তোমার মা মণি-মুক্তা খচিত ঘরের মধ্যে অবস্থান করছেন।

www.pathagar.com

১২.

পিতার কাছে হিজরত

ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা-এর বয়স যখন আঠারো বছর তখন তিনি মক্কায় নিজ বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। তার পিতা মদিনায় হিজরত করেন। তাঁর বোন উম্মে কুলসুম রাদিআল্লাহু আনহা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশক্রমে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু গচ্ছিত সম্পদ নিজ নিজ মালিকের কাছে পৌঁছে দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিজরতের পর তিনি হিজরত করেন। এরপর হিজরত করেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পালিত পুত্র যায়েদ ইবনে হারেস রাদিয়াল্লাহু আনহু যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাড়ি ঘর দেখাশুনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে উরাইকিত যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মক্কা থেকে হিজরতের পথে পথপদর্শকের কাজ করতে চাইল তখন তিনি তার দুই দাস যায়েদ ইবনে হারেস ও আবু রাফেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে পাঠিয়ে দিলেন। আর তাদের সাথে ছিল দু'টি উট এবং পাঁচশত দিরহাম। যাতে করে তারা দু'জন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দু'মেয়ে ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা ও উম্মে কুলসুম (রা) এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রী সাওদা বিনতে যামআ রাদিআল্লাহু আনহা ও উসামা ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে নিয়ে আসতে পারে। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মেয়ে রুকাইয়া ইতোপূর্বে তার স্বামীর সাথে হিজরত করেছেন। অপরদিকে যায়নাব রাদিআল্লাহু আনহা তাঁর স্বামী আস ইবনে রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে মক্কায় থেকে গেলেন। তাদের সাথে আরো যারা হিজরত করেছিলেন তারা হলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিচালিকা উম্মে আয়মান, যায়েদ ইবনে হারেসার স্ত্রী, আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু, আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু-এর পরিবার নিয়ে আর তাদের সাথে ছিলেন যুবাইর ইবনে আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর স্ত্রী উল্লেখ্য যে, তখন তার গর্ভে ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিআল্লাহু আনহু।

www.pathagar.com

১৩.

বদরের যুদ্ধের দিন ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা

আল্লাহ তায়ালা বদরের দিনকে 'ইয়াওমুল ফুরকান' তথা সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্যকারী দিন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এ দিনে আল্লাহর সাহায্যে মুসলমানরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়। অর্থাৎ কাফিরদের মুকাবেলায় মুসলমানরা বিজয় লাভ করায় তারা অত্যন্ত খুশি হন। তবে সবচেয়ে বেশি খুশি হন ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা।

১৪.

রুকাইয়ার ইন্তেকাল

বদর যুদ্ধে জয় লাভের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় ফিরে আসলেন। ফিরে এসে তিনি জয়ের কারণে মুসলমানদের থেকে যে আনন্দ খুশি প্রত্যাশা করেছিলেন তা তিনি মোটেও পেলেন না। কিছু চিন্তা বিজয়ের আনন্দকে বিনষ্ট করে দিয়েছে। আর তা হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মেয়ে ও উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর স্ত্রী রুকাইয়ার ইন্তেকাল। তিনি ঈমানের জন্য দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়ার পর পুনরায় তিনি মদিনায় হিজরত করেন অর্থাৎ প্রথমে তিনি হাবশায় হিজরত করেন, অতঃপর যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করেন তখন তিনিও মদিনায় হিজরত করেন। এ দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়ার কারণে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ইহকাল ত্যাগ করেন।

আর এ ধরনের বিপদ পর্যায়ক্রমে সব নবীদের ওপর আল্লাহ পরীক্ষাস্বরূপ দিয়েছেন। যাতে তাদের দুনিয়ার সকল কাজ আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে সাধিত হয়। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মেয়ে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর কাছে প্রবেশ করলেন এবং তার মানসিকতাকে প্রফুল্ল করে তুললেন।

www.pathagar.com

১৫.

ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর বিবাহ

দ্বিতীয় হিজরীর মাঝামাঝি সময়ে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে রমযান মাসে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর বিবাহ সংঘটিত হয় । তখন ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর বয়স মাত্র পনের বছর পাঁচ মাস বা ছয় মাস। আর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে তার রাত্রিযাপন হয় একই বছরের যিলহজ্ব মাসে।

কেউ কেউ বলেন, ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর বিবাহ হয় রজব মাসে আবার কেউ কেউ বলেন, সফর মাসে। বিবাহের সময় আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বয়স ছিল একুশ বছর পাঁচ মাস। ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর ইন্তেকালের আগে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আর কোনো বিবাহ করেননি।

জাফর ইবনে মুহাম্মদ বলেন, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা কে দ্বিতীয় হিজরী সনের সফর মাসে বিবাহ করেন এবং হিজরতের বাইশ মাসের মাথায় যিলহজ্ব মাসে ফাতেমার সাথে রাত্রি (বাসর রাত) উদযাপিত করেন। আবু আমর বলেন, বদর যুদ্ধের পরে তাদের বিবাহ হয়। অন্যরা বলেন, আয়েশা (রা) -এর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে রাত্রিযাপনের চার মাস পনের দিন পরে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর বিবাহ হয়। বিবাহের সাত মাস পরে তাদের বাসর রাত হয়।

১৬.

ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর মোহর

মুসতাদরিকে হাকিম, বায়হাকী ও ইবনে ইসহাক আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তোমার কি কিছু আছে (মোহরের জন্য)? আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি বললাম, না, আমার কাছে কিছুই নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি বদর যুদ্ধের গণিমত থেকে যে বর্মটি পেয়েছিলে তা কি করেছ?

মুসাদ্দাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এমন এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেন, যিনি কুফাতে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর কাছে শুনেছেন। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি ফাতেমাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, তুমি বদরের যুদ্ধে গনীমত হিসেবে যা কিছু পেয়েছ তা কোথায়? আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তা আমার কাছে আছে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তা ফাতেমাকে মোহর হিসেবে প্রদান কর।

www.pathagar.com

১৭.

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর সাথে ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা -এর বিবাহ

ইমাম ত্বরানী (রহ) বিশ্বস্ত সূত্রে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ছিলাম এমন সময় তিনি বললেনঃ আল্লাহ তায়ালা এ মর্মে আমাকে নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, আমি যেন ফাতেমাকে আলীর সাথে বিবাহ দেই।

বায়হাকী আল-খতীব ও ইবনে আসাকির আনাস ইবনে মালেক হতে বর্ণনা করেন। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বসা ছিলাম, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে অহী নাযিল হতে লাগল। অহী নাযিল শেষ হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আনাস! তুমি কি জান! আরশের মালিক তথা আল্লাহর পক্ষ থেকে কি বার্তা নিয়ে জিবরাঈল আমার কাছে আগমন করেছে? আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ে ভালো জানেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ আমাকে আলীর সাথে ফাতেমাকে বিবাহ দিতে নির্দেশ দিয়েছেন।

১৮.

ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা -এর মোহর সম্পর্কে অপর বর্ণনা

ইসহাক দুর্বল সনদে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যখন তিনি ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা কে বিবাহ করলেন তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, হে! আলী তুমি এর (ফাতেমার) মোহরকে উত্তমভাবে আদায় কর।

আবু ইয়ালা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে দুর্বল সনদে বর্ণনা করেন। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তাঁর মেয়ে ফাতেমাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলাম। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তার একটি বর্ম এবং আরো কিছু দ্রব্য-সামগ্রী বিক্রি করে চারশত আশি দিরহাম পেলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলীকে নির্দেশ দিলেন যে, এগুলোর এক-তৃতীয়াংশ দ্বারা মোহর দিতে, অপর এক-তৃতীয়াংশ দ্বারা কাপড় ক্রয় করতে এবং বাকি অংশ দ্বারা মেহমানদারী করতে।

www.pathagar.com

ইবনে আবু খাইসামা উলইয়া ইবনে আহমার আল ইয়াশকারী হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -কে বিবাহ করেন তখন তার কাছে ছিল মাত্র ৪৮০ দিরহাম। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুই তৃতীয়াংশ দ্বারা মোহর আদায় করতে বললেন।

ইবনে সা'আদ হতে বর্ণিত তিনি উলইয়া ইবনে আহমার হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু চারশত আশি দিরহামে একটি উট বিক্রি করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলীকে বললেন- এর দুই-তৃতীয়াংশ দ্বারা মোহর আদায় কর এবং এক-তৃতীয়াংশ দ্বারা দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয় কর।

১৯.

যারা ফাতেমাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিল

ইমাম ত্বরানী ইবনে আবু খাইসামা ও ইবনে হিব্বান তার সহীহ ইবনে হিব্বানে ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ালা আল আসলামীর সূত্রে বর্ণনা করেন। আর ইমাম বাযযার মুহাম্মাদ ইবনে সাবিত ইবনে আসলামার সূত্রে বর্ণনা করেন। তারা উভয়ই দুর্বল। তারা দু'জন আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন।

ইবনে আবু খাইসামা ও ইমাম ত্বরানী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেন। ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদিন ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট আগমন করলেন এবং তাকে বললেন, কোন জিনিস আপনাকে নিষেধ করছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মেয়ে ফাতেমাকে বিবাহ করতে। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সাথে তাকে বিবাহ দিচ্ছেন না। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আপনার সাথে বিবাহ দিচ্ছেন না, আর কার সাথে ফাতিমাকে বিবাহ দিবেন? আপনি তার কাছে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি, ইসলাম গ্রহণে আপনি অগ্রবর্তী। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শোনার পর আবু বকর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মেয়ে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর গৃহে গেলেন এবং তাঁকে বললেন, হে আয়েশা! তুমি যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে স্বাভাবিক অবস্থায় দেখবে তখন তুমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলবে যে, আমি ফাতেমাকে বিবাহ করতে চাই। সম্ভবত: আল্লাহ আমার জন্য বিষয়টি অতি সহজ করে দিবেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে আসলেন আর আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় দেখতে পেলেন। তখন তিনি তাঁর

www.pathagar.com

কাছে গেলেন এবং আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যা বলেছিলেন তিনি তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পেশ করলেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কিছু না বলে জরুরি কাজে বাহিরে চলে গেলেন। তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা-এর কাছে আসলেন, তখন আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বললেন, হে আমার পিতা! আপনি যা বলেছিলেন তা আমি তার কাছে পেশ করেছি।

অপরদিকে ইয়াহইয়া বলেন, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসলেন এবং তাকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ! আপনি জানেন যে, আমি আপনার সাথীদের মধ্যে প্রথম এবং ইসলাম গ্রহণের দিক দিয়েও প্রথম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে কি হয়েছে? আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমার সাথে ফাতেমাকে বিবাহ দেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কথায় নীরব থাকলেন। অথবা বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। অতঃপর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু উমরের কাছে ফিরে আসে এবং তাকে বললেন, আমি নিজে ধ্বংস হয়েছি এবং অপরকেও ধ্বংস করেছি। তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, কেন কি হয়েছে? আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মেয়ে ফাতেমাকে বিবাহ করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিলাম আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো বলেন, অতঃপর ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার মেয়ে হাফসা রাদিআল্লাহু আনহা-এর কাছে গেলেন এবং তাকে বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তোমার নিকট আসবেন তখন তুমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলবে, আমি ফাতেমার ব্যাপারে বিবাহের প্রস্তাব দিচ্ছি। সম্ভবত আল্লাহ আমার জন্য এ বিষয়টি সহজ করে দিবেন। অতঃপর যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাফসার কাছে আগমন করলেন তখন তিনি তাঁর কাছে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কথা পেশ করলেন অর্থাৎ ওমর কর্তৃক ফাতেমাকে বিবাহের প্রস্তাবের কথা। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কিছু না বলে প্রয়োজনে বাহিরে চলে গেলেন।

ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো বলেন, অতঃপর ওমর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসলেন এবং তাঁর সামনে বসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ! আমি আপনার সাথী, আমি প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাতে কি হয়েছে? তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আপনি আমার সাথে ফাতেমাকে বিবাহ দেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন অর্থাৎ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন।

www.pathagar.com

২০.

বিবাহের প্রস্তাবের ক্ষেত্রে কিছু সাহাবীদের পরামর্শ

ইমাম ত্ববরানী ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বিবাহের বয়সে উপনীত হলেন। তখন তার জন্য একাধিক প্রস্তাব আসতে থাকল। কিন্তু প্রতিটি প্রস্তাব তিনি ফিরিয়ে দিতে লাগলেন। এমতাবস্থায় একদিন সাদ ইবনে মুয়ায রাদিয়াল্লাহু আনহু আলী এর সাথে সাক্ষাত করে বললেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মেয়ে ফাতেমার জন্য তোমাকেই নির্ধারণ করে রেখেছেন। অতঃপর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এ হতে পারে না। কেননা, আমিতো নিঃস্ব দুনিয়াতে আমার তো কিছুই নেই, কি দিয়ে আমি বিবাহ করব? তাছাড়া আমি তো তার পরিবারেরই একজন সদস্য। তিনিই আমাকে নিজ হাতে গড়ে তুলেছেন। আমার মাঝে তো এমন কোনো গুণ বিদ্যমান নেই, যার কারণে তিনি আমার সাথে তাঁর আদরের মেয়েকে বিবাহ দেবেন। তবে একটি গুণ আছে যে, আমি ছোটদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম।

তখন সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমার দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস যে, তিনি শুধু তোমার প্রস্তাবেরই অপেক্ষা করছেন। সুতরাং তুমি গিয়ে প্রস্তাব পাঠাও। আলী (রা) বললেন, আমি গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কি বলব? সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তুমি গিয়ে তাঁকে বলবে যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ রাদিয়াল্লাহু আনহা এর বিবাহের প্রস্তাবের জন্য এসেছি।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এরপর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গেলেন। আর তা ছিল আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পক্ষে খুবই কঠিন এক ব্যাপার। ফলে তিনি গিয়ে কোন কথা বলতে পারছিলেন না। এ অবস্থা দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, হে আলী! তোমার কোনো প্রয়োজন আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ এর বিবাহের প্রস্তাবের জন্য এসেছি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটু হালকা আওয়াজে বললেন, মারহাবা।

রাবী বলেন, অতঃপর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সাদ ইবনে মুয়ায রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে ফিরে আসেন এবং যা কিছু আলাপ-আলোচনা হয়েছে সবকিছু খুলে বললেন।

www.pathagar.com

তখন সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার সাথে ফাতেমাকে বিবাহ দেবেনই।

ইমাম নাসাঈ বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আনসারদের একটি দল আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলছিলেন, আমরা চাই আপনি ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। ফলে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এ প্রস্তাব পেশ করেন।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, আনসাররা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলেছিলেন, যদি আপনি ফাতেমাকে বিবাহ করে নিতেন, তবে কতইনা উত্তম হতো। অতঃপর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসলেন, কিন্তু কিছু বলতে পারছিলেন না। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে ইবনে আবু তালেব! তোমার কি কিছু প্রয়োজন? আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি আল্লাহর রাসূলের মেয়ে ফাতেমার জন্য প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। এ কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মারহাবা–স্বাগতম। আর তিনি এর বেশি কিছু বলেননি। এরপর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সেই আনসারী সাহাবীদের দলের কাছে ফিরে যান। কেননা. তারা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর জন্যই অপেক্ষা করছিল। অতঃপর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সবকিছু খুলে বললেন। তখন তারা বললেন, তোমার প্রস্তাব গ্রহণ করার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্ষেত্রে এতটুকুই যথেষ্ট।

২১.

আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু -এর শুকরিয়া জ্ঞাপনমূলক সিজদা

হিজরীর অষ্টম বছরে আলী ইবনে আবি তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -কে বিবাহের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট প্রস্তাব দেন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব দ্রুততার সাথে প্রস্তাবে সাড়া দেন। এমতাবস্থায় আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের জন্য সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। অতঃপর যখন তিনি সিজদা থেকে মাথা তুলেন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য উত্তমভাবে দুআ করে দেন।

দোয়াটি হলো–

بَارَكَ اللّٰهُ لَكُمَا وَعَلَيْكُمَا وَاَسْعَدُ حَيْتَكُمَا وَاَخْرَجَ مِنْكُمَا الْكَثِيْرَ الطَّيِّبَ

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদের ওপর বরকত দান করুন এবং তোমাদের নতুন জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করুন। আর তোমাদের থেকে অনেক পবিত্র (আত্মা) বের করুন।

www.pathagar.com

২২.

ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর ঘরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যখন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর ব্যাপারে বিবাহের প্রস্তাব দেন, তখন তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে যে বাক্য দ্বারা উত্তর প্রদান করেন সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তা শোনলেন। তখন তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করেছেন এবং তিনি তোমার সাথে ফাতেমাকে বিবাহ দিবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কেননা, তিনি সত্য দ্বীনসহ অবতীর্ণ হয়েছেন। সুতরাং তিনি ওয়াদা ভঙ্গও করতে পারেন না, আবার মিথ্যাও বলতে পারেন না। আমি ধারণা পোষণ করছি যে, আগামীকালই তিনি তোমার সাথে বিবাহ দিতে পারেন। যদি তাই হয়, তবে অবশ্যই তুমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার পরিবারকে নিয়ে কোথায় বসবাস করব? তখন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এটা ছিল আমার প্রথম আবেদনের চেয়েও বেশি কঠিন অথবা তিনি বলেন, আমি আমার এ সমস্যা সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে কিছু বলতে পারব না। তখন সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি তোমাকে যা বলছি সেভাবে কর।

অতঃপর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট চলে গেলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার পরিবারকে নিয়ে কোথায় বসবাস করব? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ যদি চান তবে রাত্রে এসো–তোমার উত্তর পেয়ে যাবে। তারপর তিনি যখন রাত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গমন করলেন তখন তিনি বললেন, তোমার কাছে সাদকা করার মতো কিছু আছে? আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমার ঘোড়া ও আমার শরীর তথা একটি জীর্ণ-শীর্ণ বর্ম আছে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঘোড়াটা তোমার কাজে আসবে; সুতরাং তোমার বর্মটা বিক্রি করে ফেল।

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বাজারে গেলেন এবং বর্মটি ৪৮০ দিরহামে বিক্রি করে দিলেন। তারপর তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসলেন এবং তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট পেশ করলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা হতে এক অংশ গ্রহণ করলেন। অতঃপর বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন, হে বিলাল! এ পবিত্র জিনিসে সবাইকে অংশগ্রহণ করাও।

www.pathagar.com

ইবনে সাবেত বলেন, অতঃপর বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু তা হতে তিন মুষ্টি গ্রহণ করলেন। তারপর তিনি প্রথমে উম্মে আইমানের কাছে গেলেন এবং বললেন, এ পবিত্র বস্তু থেকে এক অংশ গ্রহণ কর। এভাবে তিনি মহিলাদের মাঝে তা যথাসম্ভব ভাগ বণ্টন করে দিলেন। অতঃপর যখন এ আয়োজন সমাপ্তী করা হলো, তখন তাদেরকে আমাদের বাড়িতে উঠালেন।

বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীসে বর্ণিত আছে যে, অতঃপর যখন তাদের বিবাহ সুসম্পন্ন হয়ে যায় তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন, হে আলী! নববধূর জন্য তো ওয়ালীমার আয়োজন করা আবশ্যক। সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, অতঃপর আমার নিকট একটি ভেড়া ছিল তা দিয়ে এবং আনসারদের মধ্য হতে এক সা করে শষ্য উত্তোলন করে তা দিয়ে ওয়ালীমার আয়োজন করা হলো।

ইমাম আহমদ একটি উত্তম সনদে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -কে বিবাহ দেন, তখন তার সাথে একটি তুশক, একটি আঁশ ভর্তি বালিশ, দুটি জাতা কল, একটি মশক ও দুটি কলস দিয়ে পাঠিয়েছিলেন।

দাউলাবী আসমা বিনতে উমাইস রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন আমরা ফাতেমা বিনতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর জন্য প্রস্তুত করে দেই, তখন তাদের সাথে একটি করে আঁশ ভর্তি বিছানা ও বালিশও ছিল।

ইমাম আহমদ তার মানাকীব গ্রন্থে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে একটি তোশক, একটি মশক এবং একটি আঁশ ভর্তি বালিশ দ্বারা প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন।

আবু বকর ইবনে ফারেস জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আলী এবং ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর বাসর রাত্রের বিছানাটি ছিল ভেড়ার রুম দিয়ে তৈরি।

www.pathagar.com

২৩.

ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর দ্বারা বাড়ির কাজ

যামরাতা ইবনে হাবীব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়ির ভেতরের কাজ নিজ কন্যা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর মাধ্যমে সম্পাদন করতেন। আর বাড়ির বাহিরের কাজ আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মাধ্যমে সম্পাদন করতেন।

২৪.

ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর বাড়িতে বরযাত্রীকে খাওয়ানো

ইমাম ত্বরানী মুসিলম ইবনে খালেদ আয যানজী এর সূত্রে যাবের (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা আলী ইবনে আবু তালেব ও ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর বিবাহের দিন উপস্থিত হলাম। আর তখন এমন একটি বিবাহ উপভোগ করলাম, যা থেকে উত্তম বিবাহ অন্য কোথাও দেখিনি। সেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কিসমিস ও খেজুর দ্বারা আপ্যায়ন করলেন। ফলে আমরা তা পরিতৃপ্ত হয়ে খেলাম।

২৫.

বিবাহের দিন ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর পোশাক

আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -কে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে বিবাহের জন্য প্রস্তুত করে দেন, তখন তার সাথে একটি তোশক এবং একটি বালিশ প্রেরণ করেছিলেন, যা তিনি এই বিবাহের জন্য সংগ্রহ করেছিলেন। আর তাদের বিছানাটি ছিল দুই ভাজে ভাজ করা।

আসমা বিনতে উমাইস রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -কে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর জন্য প্রস্তুত করে দেই। তখন তার সাথে তাদের বিছানা ও বালিশও প্রস্তুত করে দেই, যার ভেতর শুধুমাত্র আঁশ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এরপর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -কে বিবাহের জন্য ওলীমার আয়োজন করেন, যা ছিল সে সময়ের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ওলীমা। এ ওলীমার কারণে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এক ইহুদীর কাছে কিছু যবের বিনিময়ে নিজের বর্ম বন্ধক রেখেছিলেন।

www.pathagar.com

২৬.

ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর ওলীমা

আসমা বিনতে উমাইস রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -কে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর জন্য প্রস্তুত করে দিয়েছিলাম। আর তাঁর সাথে তাদের জন্য আঁশের তৈরি একটি বিছানা ও একটি বালিশও প্রস্তুত ছিল। এরপর ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর বিবাহতে যে ওলীমা খাওয়ানো হয়, সেটিই ছিল সে সময়ের সবচেয়ে উত্তম ও মর্যাদাপূর্ণ ওলীমা। এ সময় আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তার বর্মটি এক ইহুদীর কাছে কিছু যবের বিনিময়ে সাময়িকভাবে বন্ধক রাখেন।

অন্য এক বর্ণনায় আসমা বিনতে উমাইস রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর বিবাহতে ওলীমা খাওয়ান। আর সে ওলীমা ছিল সে সময়ের সবচেয়ে উত্তম ওলীমা। সে সময় আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর বর্মটি একজন ইহুদীর কাছে বন্ধক রাখেন। আর তিনি এক সা খেজুর ও যব দ্বারা ওলীমা পালন করেন।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে ডেকে বললেন, আমি আমার মেয়েকে আমার চাচাতো ভাইয়ের সাথে বিবাহ দিয়েছি। আর আমার নিকট এটা অত্যন্ত পছন্দনীয় যে, আমার উম্মতের মধ্যে যেন খাবার খাওয়ানো একটি সুন্নাত বা নিয়মে পরিণত হয়। অতএব তুমি ৪টি অথবা ৫টি ছাগল নিয়ে আস এবং তা আমার পক্ষ হতে সকলকে আপ্যায়নের ব্যবস্থা কর, যাতে করে সকল আনসার ও মুহাজিররা এ থেকে কিছু-খেতে পায়। এরপর যখন তুমি এ কাজ সমাপ্ত করবে তখন তা আমার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে।

অতঃপর বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু চলে গেলেন এবং তিনি যা যা বলছিলেন, তাই করলেন। পরিশেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে রাখলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে একটু আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে বললেন, সকল লোকদেরকে আবারো এক এক চামচ করে দাও, কিন্তু একজনকে ডিঙ্গিয়ে অপরজনকে দিতে যেয়ো না এবং একজনকে দুই চামচ করে দিয়ো না। ফলে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথামতো সকলকে আবারো এক চামচ করে দিলেন এবং বাকি

www.pathagar.com

অংশটুকু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ফিরত দিলেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে থুথু নিক্ষেপ করলেন এবং বরকত দিলেন। তারপর বললেন, হে বিলাল! এগুলো তুমি তোমার মাতাদেরকে (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীদেরকে) দিয়ে আসো এবং তাদেরকে দিও তারা যেন এগুলো পরস্পর খেয়ে নেয়।

২৭.

ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর বাসর রাত্রি

ইমাম ত্বরানী আসমা বিনতে উমাইস রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন আমরা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -কে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর জন্য প্রস্তুত করে দেই, তখন আমরা তার বাড়িতে একটি বিছানা, আঁশ ভর্তি একটি বালিশ, একটি কলস ও একটি জগ ছাড়া আর কিছুই পাইনি। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ অবস্থাতেই ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -কে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে প্রেরণ করেন এবং আর কোনো কথা বলেননি। অথবা শুধুমাত্র এ কথা বলেছেন যে, আমার কাছে না আসা পর্যন্ত তুমি তোমার পরিবারের সাথে মিলিত হবে না।

অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন এবং বললেন, আমার ভাই আছ কি? তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পাত্র দ্বারা পানি আনতে বললেন। অতঃপর তিনি বিসমিল্লাহ পাঠ করলেন এবং তার ভিতর ফুঁ দিয়ে বললেন, مَا شَاءَ اللهُ। অর্থাৎ আল্লাহ যা চান তাই হয়। আর তিনি এ কথা বলতে বলতে উক্ত পানি দ্বারা তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর বুকের ওপর ও চেহারায় মাসাহ করলেন। এরপর ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা কে ডাকলেন। তিনি এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমনে লজ্জাবণত অবস্থায় দাঁড়ালেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -কে অনুরূপ করলেন, যে রকমটি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর ক্ষেত্রে করেছিলেন। তারপর ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা কে বললেন, مَا شَاءَ اللهُ অর্থাৎ আল্লাহ যা চান তাই হয়। এরপর তিনি ফাতেমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, জেনে রেখ! আমি কিন্তু তোমাকে আমার পরিবারের মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তির সাথে তোমাকে বিবাহ দিয়েছি।

www.pathagar.com

২৮.

তাদের উভয়ের বাসরের জন্য নবী ﷺ -এর দোয়া

বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন। অতঃপর রাসূল ﷺ কিছু পানি আনতে নির্দেশ দিলেন এবং তিনি তা দ্বারা অযু করলেন। এরপর সে অবশিষ্ট পানি হতে কিছু পানি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ওপর ছিটিয়ে দিলেন এবং বললেন, -اَللّٰهُمَّ بَارِكْ بَيْنَهُمَا وَبَارِكْ لَهُمَا فِيْ بَنَاتِهِمَا

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আপনি এদের উভয়ের মাঝে বরকত দান করুন এবং তাদের সন্তানদের মাঝেও বরকত দান করুন।

২৯.

এ সম্পর্কে অপর বর্ণনা

আসমা বিনতে উমাইস রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, অতঃপর রাসূল ﷺ পর্দার আড়াল থেকে অথবা দরজার আড়াল থেকে একটি কালো ছায়া দেখতে পেলেন। তখন তিনি ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -কে জিজ্ঞেস করলেন, কে এটা? তখন তিনি বললেন, আসমা। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আসমা বিনতে উমাইস? আমি বললাম, হ্যাঁ। যখন কোনো যুবতীর বাসর হয়, তখন একজন নারীর প্রয়োজন হয় যে তার নিকট থাকবে। কেননা, এ সময় তার অনেক কিছুর প্রয়োজন পড়তে পারে। ফলে সে তার দ্বারা সেসব সমস্যা মিটিয়ে নিতে পারবে।

এরপর রাসূল ﷺ তাদের জন্য দোয়া করলেন। অতঃপর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কে বললেন, সাবধান! এ কিন্তু তোমার পরিবার। এরপর তিনি বের হয়ে যান এবং নিজ ঘরে ফিরে যান। এরপর তিনি কোনো দিন পর্দার আড়াল ব্যতীত আর তাদেরকে ডাকেনকি।

www.pathagar.com

৩০.

বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা

ইয়াহইয়া বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -কে বললেন, আমার নিকট কিছু পানি নিয়ে আস। ফলে তিনি একটি পানি ভর্তি পাত্র নিয়ে আসলেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -কে বললেন, দাঁড়াও; ফলে তিনি দাঁড়লেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মাথা ও বুকের ওপর পানি ছিটিয়ে দিলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! আমি তার ব্যাপারে এবং তার বংশধরের ব্যাপারে তোমার নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি চাইলে আমি তাকে তা সংগ্রহ করে দিলাম। অতঃপর তিনি তাতে তার হাত ভিজালেন এবং আমার মাথা ও বুকের মধ্যভাগে পানি ছিটিয়ে দিলেন। অতঃপর বললেন, হে আল্লাহ! আমি তার পক্ষ হতে এবং তার বংশধরদের পক্ষ হতে তোমার নিকট বিতাড়িত শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এরপর তিনি আমাকে একটু পিছিয়ে যেতে বললেন। ফলে আমি একটু পিছিয়ে গেলাম। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভিজা হাত দ্বারা আমার দুই কাঁদে পানি ছিটিয়ে দিলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তার পক্ষ হতে এবং তার বংশধরদের পক্ষে বিতাড়িত শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তারপর তিনি আমাকে বললেন, এখন তুমি বিসমিল্লাহি ওয়াল বারাকাতু বলে তোমার পরিবারের কাছে প্রবেশ কর।

৩১.

বিবাহের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর খুতবা

ফাতেমা ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর বিবাহতে মুহাজিরদের মধ্যে আবু বকর, ওমর, উসমান, তালহা ও যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া আনসারদের মধ্য হতেও অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। যখন লোকেরা বিবাহের মজলিসে উপস্থিত হলো, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর বিলম্ব না করে বিবাহের খুৎবা পাঠ করতে শুরু করেন। এভাবে যে,

www.pathagar.com

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْمَحْمُوْدُ بِنِعْمَتِهِ الْمَعْبُوْدِ بِقُدْرَتِهِ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ الْمُصَاهَرَةَ نَسَبًا لَاحِقًا وَاَمْرًا مُفْتَرَضًا وَحُكْمًا عَادِلًا وَخَيْرًا جَامِعًا اَوْ شَجَّ بِهَا الْاَرْحَامَ وَاَلْزَمَهَا لِلْاَنَامِ-

অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। তিনি তাঁর অনুগ্রহ দ্বারা প্রশংসিত, নিজ ক্ষমতার দ্বারা উপাস্য। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা বৈবাহিক সূত্রের আত্মীয়তাটাকে বংশের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। আর এটা হচ্ছে একটি আবশ্যক, ন্যায়সঙ্গত বিষয়, যাতে সব ধরনের উপকার বা কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এর দ্বারা রেহেম বিদীর্ণ করা হয়, যা মানবজাতির জন্য অতি আবশ্যক।

এরপর রাসূল ﷺ একটি কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا وَّكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا-

তিনি ঐ সত্তা, যিনি পানি থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর মানুষকে বংশ সম্পর্কীয় ও বিবাহ সম্পর্কীয় বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। আর তোমার প্রতিপালক সবকিছুই করতে সক্ষম। (সূরা ফুরকান : আয়াত-৫৪)

আমি সাক্ষী যে, আমি ফাতেমাকে আলীর সাথে ৪০০ ভরি স্বর্ণের বিনিময়ে বিবাহ সম্পাদন করলাম, যদি সে এই প্রতিটি সুন্নতের ওপর এবং আবশ্যক বিষয়ের (মোহরানা) ওপর সন্তুষ্ট থাকে। আল্লাহ তোমাদেরকে মিলিয়ে দিন এবং তোমাদের মাঝে বরকত দান করুন। আর তিনি তোমাদেরকে উত্তম বংশধর প্রদান করুন।

অতঃপর ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা -কে তাঁর স্বামীর বাড়িতে উঠিয়ে দেয়া হয়।

www.pathagar.com

৩২.

নব দম্পত্তির থাকার সুব্যবস্থা

ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা -কে বিবাহ দেয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেকে স্থির রাখতে সক্ষম হলেন না। বিবাহের প্রথম রাতে আলী ও ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা যে ঘরে অবস্থান করলেন, তখনও তিনি সে ঘরে আছেন। আর সে ঘরটি ছিল তাদের এই এক প্রতিবেশি হারেস ইবনে নুমান রাদিআল্লাহু আনহু -এর ঘর। এমতাবস্থায় হারেস রাদিআল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসলেন এবং বললেন, আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, আপনি নাকি ফাতেমাকে এখানেই রেখে দিতে চান? এটা হচ্ছে আমার জায়গা, যা বনী নাজ্জার গোত্রের বাড়িসমূহের খুবই নিকটবর্তী। হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম, আমি ও আমার সবই তো আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের জন্য। কাজেই আপনি এ সম্পদ থেকে পছন্দানুযায়ী যা ইচ্ছা গ্রহণ করুন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি সত্যই বলেছ। আল্লাহ তোমার ওপর বরকত দান করুন। অতঃপর ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা -কে সেই প্রতিবেশির ঘরেই স্থিতি লাভ করালেন।

৩৩.

ফাতেমা ও আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু -কে ঘুম থেকে জাগ্রতকরণ

যতদিন পর্যন্ত ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিবেশি ছিলেন, ততদিন পর্যন্ত প্রত্যেহ সুবহে সাদিকের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বাড়িতে যেতেন। অতঃপর যখন ফজরের নামাযের জন্য আযান দেয়া হতো, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বাড়ির দরজায় শব্দ করতেন এবং বলতেন, হে বাড়ির অধিবাসী! তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। এখন তোমরা পবিত্রতা অর্জন কর।

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো সফর থেকে বাড়ি ফিরতেন, তখন প্রথমে তিনি মসজিদে উঠতেন এবং সেখানে দুই রাকাত নামায আদায় করতেন। তারপর তিনি ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা -এর বাড়িতে যেতেন এবং সেখানে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতেন। এরপর নিজ স্ত্রীদের বাড়িতে যেতেন।

www.pathagar.com

৩৪.

দুনিয়া মুহাম্মদ ও তাঁর বংশধরদের জন্য নয়

মুহাম্মদ ইবনে কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সফরে বের হলেন। তখন তার সাথে ছিল আলী ইবনে আবু তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহু এমতাবস্থায় তাদের অনুপস্থিতিতে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা দুটি বালা, একটি গলার হার ও দুটি কানের দুল তৈরি করলেন। এরপর তা ঘরের মধ্যে রেখে দেন।

অতঃপর যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর থেকে ফিরে আসলেন, তখন তিনি ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর ঘরে প্রবেশ করলেন এবং সেগুলো দেখতে পেলেন। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেকটা রাগান্বিত হয়ে ঘর থেকে বের হয়ে মিম্বারে দাঁড়িয়ে এ সম্পর্কে বক্তৃতা পেশ করেন।

এরপর যখন ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বিষয়টি জানতে পারলেন, তখন এগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে প্রেরণ করতে ইচ্ছা পোষণ করলেন। ফলে তিনি একজন বাহকের মাধ্যমে তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য বলেন, বাহককে বলে দিলেন তুমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলবে, আপনার মেয়ে আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং এগুলো আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করতে বলেছেন।

এরপর যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর কাছে গেলেন। তখন তিনি বললেন, তুমি এটা কি করেছ? ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা তা স্বীকার করলেন। তখন তিনি বললেন, দুনিয়াটা মুহাম্মদ ও মুহাম্মদের বংশের জন্য নয়। তবে যদি আল্লাহর পক্ষ হতে উত্তম কোনো কিছু এসে যায়, তবে তা ভিন্ন কথা।

৩৫.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর বংশধর

ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর বাড়ি সৎ বংশধরদের দ্বারা সৌভাগ্যমণ্ডিত হয়েছিল এবং পরবর্তীতে তাদের রিযিকও বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাদের ঘর থেকে যেসব সন্তান জন্ম লাভ করে তারা হলেন,

১. হাসান ২. হুসাইন ৩. মুহসীন ৪. যায়নাব ও
৫. উম্মে কুলসুম

www.pathagar.com

এদের আগমনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যধিক আনন্দে আনন্দিত হয়েছিলেন। বর্ণিত রয়েছে যে, যখন হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু জন্মগ্রহণ করেন, তার পিতা তার নাম রেখেছিল হারব। কিন্তু যখন তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আনা হয়, তখন তিনি জিজ্ঞেস করেন, এর নাম কি রাখা হয়েছে? তখন বলা হলো, হারব। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না! বরং তার নাম হচ্ছে হাসান।

৩৬.

নাতীদের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর রসিকতা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা -এর সন্তানদের সাথে প্রচুর খেলা করতেন, কৌতুক করতেন ও হাসি-তামাশা করতেন। কখনো কখনো তিনি নামায অবস্থায় তাদেরকে তার এক কাঁধে উঠাতেন। আবার কখনো কখনো তারা কাধ থেকে না নামা পর্যন্ত সিজদা দীর্ঘায়িত করতেন। তাছাড় যখন তিনি ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা এর বাড়িতে যেতেন, তখনও তিনি তার সন্তানদেরকে তাদের পিতা-মাতার সামনে উত্তমভাবে আদর করতেন।

৩৭.

হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু ও পানির পাত্র

কোনো এক রাতে হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু পানি খেতে চাইলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে মশক হতে পাত্রে পানি নিলেন। হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু পানি নেয়ার জন্য হাত বাড়ালেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পানি না দিয়ে হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট হতে শুরু করলেন। তখন ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি না আপনার নিকট অধিক প্রিয় তাহলে আমাকে আগে দিলেন না কেন? জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিশ্চয় হাসান সবার আগে পানি চেয়েছে তাই তাকে আগে দিলাম।

www.pathagar.com

৩৮.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা

ইমাম ত্বরানী (রহ) সহীহ সনদে বর্ণনা করেন, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা -এর নিকট গিয়ে দেখলেন তারা দু'জন একত্রে বসে হাসাহাসি করছেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখে তারা চুপ হয়ে গেলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বললেন, তোমাদের কী হলো উভয়ে হাসতেছিলে আর আমাকে দেখে থেমে গেলে? ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা আগে ভাগেই উত্তর দিলেন, হে আমার বাবা ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন তোমার নিকট সেই আমার চেয়ে প্রিয় ব্যক্তি। আর আমি বলি, না, আমি হলাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট তোমার চেয়ে প্রিয় ব্যক্তি। একথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দিলেন এবং বললেন, হে বৎস (আলী)! পুত্র হিসেবে তোমার প্রতি আমার সহানুভূতি রয়েছে কিন্তু সে (ফাতেমা) আমার নিকট তোমার চেয়ে অধিক প্রিয়।

* আবুল কাসেম আল বাগাবী উসামা বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার পরিবার পরিজনের মধ্য থেকে সবচেয়ে প্রিয় মুখটি হলো ফাতেমার।

* ইমাম ত্বরানী (রহ) আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। আলী (রা) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললেন, আমাদের (আমি ও ফাতেমা) মধ্যে আপনার নিকট অধিক প্রিয় কে? আমি না ফাতেমা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ফাতেমাই তোমার চেয়ে বেশি প্রিয়। আর তুমি অনেক বেশি পছন্দের।

৩৯.

আল্লাহ স্বয়ং ফাতেমার সন্তুষ্টে সন্তুষ্ট

ইমাম ত্বরানী হাসান সনদে ইবনে সুন্নী তার "মু'জামাহ" গ্রন্থে এবং আবু সাঈদ নিশাপুরী তাঁর "আশ শারফ" গ্রন্থে উল্লেখ করেন, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন যার প্রতি তুমি সন্তুষ্ট হও। পক্ষান্তরে তিনি তার প্রতি রাগান্বিত হন, যার প্রতি তুমি রাগান্বিত হও।

www.pathagar.com

৪০.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সফরে যাওয়া ও ঘরে ফেরা

ইমাম আহমদ, ইমাম বায়হাকী (রহ) তার "শুয়াব" নামক গ্রন্থে আলোচনা করেন যে, সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো সফরে গমন করতেন তখন সবশেষে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর নিকট হতে বিদায় নিতেন। আর যখন সফর হতে প্রত্যার্বতন করতেন তখন সর্বপ্রথম তাঁর (ফাতেমা) সাথে দেখা করতেন।

আবু ওমর আবু সা'লাবা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো সফর বা যুদ্ধ হতে ফিরতেন তখন তিনি সর্বপ্রথম মসজিদে যেতেন এবং নামায আদায় করতেন তারপর ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর নিকট গমন করতেন।

৪১.

তার আত্মমর্যাদাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আত্মমর্যাদা

ইমাম ত্বরানী বর্ণনা করেন। আসমা বিনতে উমাইশ রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী আমাকে যখন বিবাহের প্রস্তাব দেন (ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর স্ত্রী থাকা অবস্থায়) এ খবর ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর নিকট পৌঁছলে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট এসে বললেন, আসমা বিনতে উমাইশ আলী ইবনে আবু তালেবকে বিবাহ করতে যাচ্ছে। এ কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তাঁর (আসমা) কী হলো যে, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কষ্ট দেয়।

ইমাম ত্বরানী (রহ) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, একদা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু জাহেলের মেয়েকে বিবাহ করতে প্রস্তাব দেন। এ কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তুমি যদি তাকে (আবু জাহেলের মেয়েকে) বিবাহ কর তাহলে আমার মেয়ে ফাতেমাকে তোমার কাছ থেকে ফিরিয়ে নেব। আল্লাহর শপথ! তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর শত্রুর মেয়েকে একই ব্যক্তির অধীনে রাখবেন না"।

www.pathagar.com

৪২.

রাসূল ﷺ -এর সাথে সাদৃশ্যতা

ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর চালচলন এবং আচার-আচরণ রাসূল ﷺ-এর সাথে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন।

ইমাম মুসলিম (রহ) বর্ণনা করেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমরা মেয়ে লোকেরা রাসূল ﷺ-এর চলা-ফেরা, উঠা-বসা কিছুই ধারণ করতে পারিনি। তবে এক্ষেত্রে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন অগ্রগামী। তিনি রাসূল ﷺ-এর মতো করে হাঁটতেন।

ইমাম আবু দাউদ, নাসায়ী এবং তিরমিযী (রহ) বর্ণনা করেন এবং ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ-এর চলা-ফেরা, উঠা-বসা, কথা-বার্তায় ফাতেমার চেয়ে বেশি সাদৃশ্য আর কারো মাঝে দেখি নাই।

৪৩.

এ সংক্রান্ত আরেক বর্ণনা

ইবনে হিব্বান (রহ) আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণনা করেন, তিনি (আয়েশা) বলেন, রাসূল ﷺ-এর কথা বার্তার সাথে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর মতো কথা বার্তার সাদৃশ্য আর কারো দেখিনি। যখন ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূল ﷺ-এর নিকট আসতেন তখন রাসূল ﷺ তাঁর জন্য দাড়াতেন, তাঁকে চুমু দিতেন, স্বাগত জানাতেন এবং তাঁর হাত ধরে বসিয়ে দিতেন। অনুরূপ নবী ﷺ ও যখন ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর নিকট যেতেন তখন তিনিও উঠে দাঁড়াতেন, চুমু খেতেন, স্বাগত জানাতেন এবং হাত ধরে বসার স্থানে বসিয়ে দিতেন। যে অসুখে রাসূল ﷺ ইন্তেকাল করেন সে অসুখের সময় ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূল ﷺ-এর নিকট প্রবেশ করলে রাসূল ﷺ তাঁকে চুপি চুপি কিছু বললেন, যা শুনে তিনি কাঁদতে লাগলেন। অতঃপর আবার ডেকে নিয়ে চুপি চুপি আরো কিছু বললেন। তখন তিনি হাসতে লাগলেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি মনে মনে ভাবলাম নিশ্চয় এ মহিলার বিশেষ কোনো মর্যাদা রয়েছে সমগ্র মানব জাতির ওপর। এটা জেনে তিনি কাঁদতে ছিলেন আর যখন প্রকাশ হয়ে গেল তখন তিনি হাসতে ছিলেন। রাসূল ﷺ-এর ইন্তেকালের

www.pathagar.com

পরে আমি তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, প্রথমে আমাকে বললেন যে, তিনি (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মারা যাবেন, তাই আমি কাঁদতেছিলাম। তারপর তিনি (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তাঁর পরিবারের মধ্য হতে তার সাথে সর্বপ্রথম আমি একত্রিত হবো অর্থাৎ আমি সর্বপ্রথম মারা যাব একথা শুনে হেসেছিলাম।

ইমাম আহমদ ও ইমাম আবু ইয়ালা সহীহ সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেন। ইমাম তিরমিযী ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর কথা উল্লেখ না করে বর্ণনা করেন। তিনি মরিয়ম (আ)-এর কথা উল্লেখ করেন।

৪৪.

তিনি জান্নাতে নারীদের নেত্রী হবেন

আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হাসান, হুসাইন জান্নাতে যুবকদের নেতা হবেন।

আর ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা জান্নাতে নারীদের নেত্রী হবেন। তবে মরিয়ম বিনতে ইমরান ব্যতীত।

ইমাম ত্বরানী (রহ) তার কাবীর গ্রন্থে সহীহ সনদ সূত্রে বর্ণনা করেন। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জান্নাতে মরিয়ম বিনতে ইমরানের পর নারীদের নেত্রী হবে ফাতেমা ও খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা তার পর হবে আসিয়া বিনতে মাযাহীম। কোনো কোনো বর্ণনায় ওয়াসিয়া শব্দ বর্ণিত হয়েছে।

৪৫.

তিনি সকল নারীদের নেত্রী

ইমাম ত্বরানী সহীহ সনদে বর্ণনা করেন। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আসমানের একজন ফেরেশতা যে আমার সাথে কখনো সাক্ষাত করেননি। আমার সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলেন। তাকে অনুমতি দেয়া হলো সে ফেরেশতা আমাকে সুসংবাদ দেয় বা খবর দেয় যে, ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা আমার উম্মতের নারীদের নেত্রী হবে।

www.pathagar.com

৪৬.

তার মর্যাদার প্রমাণ

তার পিতা নবী ﷺ দ্বারা স্বাভাবিকভাবে তার মর্যাদা প্রমাণিত হয়।
ইমাম ত্বরানী (রহ) বর্ণনা করেন। আবু আইয়ূব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -কে উদ্দেশ্য করে বলেন, নবীদের মধ্যে সর্বোত্তম নবী হলো তোমার পিতা।
ইমাম ত্বরানী সহীহ সনদে অন্যত্র বর্ণনা করেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার (ফাতেমার) পিতা নবী ﷺ-কে এর চেয়ে উত্তম মানুষ আর কাউকে দেখিনি।

৪৭.

তার চেয়ে বেশি সত্যের ওপর অটল আর কেউ ছিল না

আবু ইয়ালা সহীহ সনদে বর্ণনা করেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁর (ফাতেমার) পিতা নবী ﷺ থেকে অধিক সত্যবাদী আর কাউকে কখনো দেখিনি।

৪৮.

জীবন যাপনে দুঃখে কষ্টে উত্তম ধৈর্যধারণ

আবু ইয়ালা (রহ) সহীহ সনদে বর্ণনা করেন, আবু শায়বা (রহ) বর্ণনা করেন। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার মাকে বললাম, মুহাম্মদ ﷺ-এর কন্যা ফাতেমা আমার ও তোমার জন্য খানা পানি পান করানো, ময়দা পিষানোসহ যাবতীয় কাজের জন্য যথেষ্ট।
ইমাম ত্বরানী নির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণনা করেন। তবে তার সনদে উবাইদা বিন হুমাইদ নামক ব্যক্তিকে তিনি নির্ভরযোগ্য আবার দুর্বল বা যঈফ উভয়টিই বলেছেন, আমি রাসূল ﷺ -এর নিকট বসেছিলাম এমন সময় ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা নবী ﷺ সামনে আসলেন। রাসূল ﷺ তাঁকে বললেন, হে ফাতেমা! কাছে আস, ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা কাছে আসল। নবী ﷺ আবার বললেন, মা ফাতেমা আরো কাছে আস। তিনি রাসূল ﷺ-এর একেবারে

www.pathagar.com

সামনে এসে দাঁড়ালেন। ইমরান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি তাঁর চেহারায় অভুক্তের বিবর্ণ ছায়া দেখলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে গিয়ে দু'হাত প্রশস্ত করে ধুলায় ধূসরিত করে মাথা উত্তোলন করে আল্লাহর নিকট দু'আ করলেন। হে আল্লাহ! ক্ষুধা মিটিয়ে দাও, প্রয়োজনপূর্ণ করে দাও, দুর্দশা দূরীভূত করে দাও, ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদকে অভুক্ত রেখ না। আমি তার চেহারায় ক্ষুধার জন্য চেহারা মলিন দেখেছি। এরপর তাঁর চেহারা হতে বিবর্ণতা দূর হয়ে রক্তিম হলো। ইমরান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, পরবর্তীতে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি (ফাতেমা) বলেন, এরপর আমি আর কখনো ক্ষুধার জন্য কষ্ট পাইনি।

৪৯.

অপর এক বর্ণনা

ইমাম আহমদ (রহ) উত্তম সনেদ বর্ণনা করেন। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি কোনো এক রাতে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -কে উদ্দেশ্য করে বলেন, অনেকদিন হলো তোমার কষ্টের কথা আমার নিকট অভিযোগ করে আসছ এখন তো আল্লাহ তোমার পিতাকে গনীমত হিসেবে অনেক যুদ্ধ বন্দি দিয়েছেন তাঁর কাছে একজন খাদেম প্রার্থনা করো।

ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আল্লাহর কসম! আটা পিশতে পিশতে হাতে দাগ হয়ে গেছে। অতঃপর একদিন ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট আসলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি জন্য এখানে এসেছ? ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, কিছু চাইতে এসেছি। তবে বলতে লজ্জা লাগছে। এরপর তিনি ফিরে গেলেন।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তুমি কী করলে? তিনি বললেন, তাঁর (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট চাইতে সংকোচবোধ করছি। তারপর তারা উভয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসলেন। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ! কাজের লোক না থাকায় আমি নিজে কষ্টের মধ্যে আছি। ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, আমি আটা পিশতে পিশতে হাতে দাগ পড়ে গেছে। আল্লাহ তো আপনাকে অনেক যুদ্ধ বন্দি দান করেছেন। সেখান থেকে আমাদেরকে একজন খাদেম দান করুন।

www.pathagar.com

এ কথা শুনে নবী ﷺ বলেন, আল্লাহর শপথ! আহলে সুফফাগণ ক্ষুধায় উপবাস করছে, তাদের জন্য খরচ করার কিছু জুটছে না। তাদের না দিয়ে তোমাদের দেব? আমি এগুলো বিক্রি করে এর দাম দিয়ে আহলে সুফফাদের জন্য খরচ করব। একথা শুনে তাঁরা উভয়ে ফিরে গেলেন।

তারপর রাসূল ﷺ তাদের বাড়ি গেলেন। এমতাবস্থায় তারা দু'জন একটি পুরাতন চাদরের নিচে শুয়েছিলেন, যার দ্বারা মাথা ঢাকলে পা প্রকাশ পেত এবং পা ঢাকলে মাথা প্রকাশ পেত। তাঁরা উভয়ে রাসূল ﷺ-কে দেখে উঠে পড়লেন। রাসূল ﷺ বললেন, উঠতে হবে না তোমরা তোমাদের জায়গাতেই থাক। তারপর বললেন, আমি কী তোমাদেরকে এমন কিছু শেখাব না? তোমরা যা চেয়েছিলে তা তার চেয়ে উত্তম হবে। তারা বললেন, হ্যাঁ আল্লাহর রাসূল। তখন নবী ﷺ বললেন, আমি তোমাদের এমন দুটি কথা শেখাব যা জিবরাঈল (আ) আমাকে শিখিয়েছেন আর তা হলো- তোমরা প্রত্যেক নামাযের পর ১০ বার করে 'সুবহানাল্লাহ' 'আল হামদুলিল্লাহ' 'আল্লাহু আকবার' পড়বে। আর যখন বিছানায় শয়ন করতে যাবে তখন ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ', ৩৩ বার 'আল হামদুলিল্লাহ' এবং ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবার' পড়বে।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহর শপথ! রাসূল ﷺ এ দু'আ শেখানোর পর আমরা কখনো এ দু'আ পড়া বাদ দেইনি। অর্থাৎ নিয়মিত আমল করতাম। রাবী বলেন, ইবনেল কাওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে জিজ্ঞাসা করেন, সিফফীনের যুদ্ধের রাতেও এ দু'আ পড়েছিলেন? তিনি বলেন, হে ইরাকবাসী! আল্লাহ তোমাদের হেনস্থা করুন। না সেই রাতে পড়িনি।

৫০.

এ সংক্রান্ত আরো বর্ণনা

ইমাম ত্বরানী (রহ) হাসান সনদে বর্ণনা করেন। রাসূল ﷺ একদা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর বাড়িতে আগমন করে বললেন, আমার ছেলেরা কোথায়? (আরব দেশে অনেক ক্ষেত্রে নাতীদেরকেও ছেলে সম্বোধন করার রেওয়াজ ছিল)। অর্থাৎ হাসান হুসাইন কোথায়? ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আজ আমাদের ঘরে খাবারের কিছু নেই, তাই আলী বললো, আমি এদের নিয়ে যাই নচেৎ তারা তোমার নিকট কান্নাকাটি করবে। তাই সে তাদের নিয়ে

www.pathagar.com

ওমুক ইহুদীর নিকট গেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সেদিকে গেলেন এবং দেখলেন হাসান-হুসাইন খেলা করছে। আর তাদের হাতে আধা খাওয়া খেজুর রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে আলী! গরম বেশি হওয়ার আগেই তাদেরকে বাড়িতে নিয়ে যাওনি কেন? আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, সকালে খাওয়ার মতো আমাদের ঘরে কিছুই নেই। আপনি যদি একটু বসতেন তাহলে ফাতেমার জন্য কিছু খেজুর সংগ্রহ করে নিতাম। তারপর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তার থলেতে কিছু খেজুর সংগ্রহ করে নিলেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের একজনকে কাঁধে নিয়ে এবং আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আরেকজনকে কাঁধে নিয়ে বাড়িতে ফিরে আসেন।

৫১.

সাংসারিক জীবন যাপন

ইমাম আহমদ (রহ) বর্ণনা করেন আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু সকালের নামাযে বিলম্ব করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, তোমার কী হয়েছে নামাযে বিলম্ব করলে? বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর নিকট দিয়ে আসতে ছিলাম তিনি আটা পিশতে ছিলেন আর তখন তাঁর বাচ্চা কাঁদতেছিলো। আমি তাঁকে বললাম, তুমি যদি চাও তোমার আটা আমি পিশে দেই। তুমি তোমার বাচ্চাকে শান্ত করো। অথবা তোমার বাচ্চাকে আমার কাছে দাও আমি শান্ত করি। আর তুমি আটা পিশতে থাক। ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমার সন্তানের প্রতি তোমার চেয়ে আমার দয়া বেশি। এজন্যই আমার দেরি হলো, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

৫২.

পবিত্রতা অর্জন

ইমাম আহমদ (রহ) প্রসিদ্ধ এক সনদে বর্ণনা করেন। উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি অসুস্থতায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি তার সেবা যত্ন করতেছিলাম। একদিন সকালে তাঁকে এমন অবস্থায় দেখলাম পুরো অসুস্থের সময় তাঁকে এরূপ আর কখনো দেখিনি। তিনি

www.pathagar.com

(ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা) বলেন, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কোনো এক প্রয়োজনে বাহিরে ছিলেন। ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, হে আমার মা! আমার গোসলের জন্য পর্দার ব্যবস্থা করুন। আমি তার কথায় তা ব্যবস্থা করলে তিনি এমনভাবে গোসল করলেন যে, এভাবে আর কখনো গোসল করতে দেখিনি। গোসল করার পর বললেন, হে আমার মা! আমাকে নতুন কাপড় দিন, আমি দিলাম, তিনি তা পরিধান করলেন। তারপর বললেন, মা ঘরের মাঝে বিছানা করে সেখানে আমাকে নিয়ে চল। আমি তাই করলাম। তিনি তাঁর গালের নিচে হাত দিয়ে কেবলামুখী হয়ে শয়ন করলেন। তারপর বললেন, মা এখন আমার মৃত্যু হবে। আমি পবিত্রতা অর্জন করেছি তাই কেউ যেন আমাকে অনাবৃত না করে। উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালমা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, ঐ স্থানেই তার মৃত্যু হয়। এরপর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আসলে তাকে ব্যাপারগুলো জানালাম।

৫৩.

ফাতেমার অসিয়ত

আবু নাঈম বর্ণনা করেন। ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি আসমা রাদিআল্লাহু আনহা-কে বলেন, নবীগণ মৃত্যুবরণ করার পর তাদের মুখের কাপড় সরিয়ে মানুষেরা দেখে এবং প্রশংসা করে এ জাতীয় কাজ আমার পছন্দ নয়। আসমা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মেয়ে, আমি আপনাকে এমন একটি জিনিস দেখাব যা আমি হাবশা (ইথিওপিয়া) তে দেখেছিলাম। তিনি একটি কাঁচা খেজুর ডাল চাইলেন। তাঁকে ডাল দেয়া হলো, তিনি তা হতে পাতা ছাড়ালেন সেটা পুঁতে তার একটি কাপড় রাখলেন। এটা দেখে ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, কতই না সুন্দর ব্যবস্থাটা। কেননা, নারী ও পুরুষের পার্থক্য বুঝা যাবে (অর্থাৎ নারীদের কাপড় ঝুলালে বুঝা যাবে নারীর লাশ আর পুরুষের কাপড় ঝুলালে বুঝা যাবে পুরুষের লাশ)।

তিনি আরো বলেন, যখন আমি মারা যাব তখন আপনি ও আলী আমাকে গোসল দিবেন। সেখানে যেন অন্য কেউ প্রবেশ না করতে পারে। আর এরূপ নিশানা টাঙ্গিয়ে দিবেন। যখন ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা মৃত্যুবরণ করেন তখন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আসমা রাদিআল্লাহু আনহা গোসল দেয়ার পর তাঁর আদেশ মতো নিশানা টাঙ্গানো হয়। যাতে অন্য কোনো মানুষ তাকে দেখতে না পারে।

www.pathagar.com

৫৪.

ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর বংশধরদের জন্য জাহান্নাম হারাম

ইমাম ত্বরানী তার আল কাবীর নামক গ্রন্থে একটি নির্ভরযোগ্য সনদে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় ফাতেমার জন্য সুখ-সাচ্ছন্দ্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে এবং তাঁর থেকে তাঁর বংশধর থেকে জাহান্নামকে হারাম করে দেয়া হয়েছে।

৫৫.

ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর হাশরকাল

এ মর্মে বর্ণনা রয়েছে যে, হাশরের ময়দানে সকল মানুষ চক্ষু অবনমিত করে দাঁড়িয়ে থাকবে। আর ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা তখন জান্নাতে প্রবেশ করবেন।

৫৬.

ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর সন্তান-সন্ততি

লাইস ইবনে সাদ বলেন, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -কে বিবাহ করেন। আর তাদের ঘর থেকে হাসান, হুসাইন ও মুহাসসিন নামে তিনজন ছেলে এবং যায়নাব, উম্মে কুলসুম ও রুকাইয়া নামে তিনজন মেয়ে জন্মগ্রহণ করেন। মুহাসসিন এবং উম্মে কুলসুম পূর্ণবয়স্ক হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন।

আবু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, উম্মে কুলসুম বিনতে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যুর পূর্বেই জন্মগ্রহণ করেন। আর তাকে আবদুল্লাহ ইবনে জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে বিবাহ দেন। অতঃপর তার কাছেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

৫৭.

হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমা -এর আকিকা

ইমাম আবু দাউদ বলেন, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর একটি করে ভেড়া আকিকা দেন।

www.pathagar.com

ইমাম নাসাঈ বলেন, দুটি করে ভেড়া আকীকা দেন।

ইমাম তিরমিযী (র) আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর জন্য একটি বকরি আকিকা দেন এবং বলেন, হে ফাতেমা! তার অর্থাৎ হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মাথা মুণ্ডন কর এবং তার চুলের ওজনের সমপরিমাণ রৌপ্য সাদকা কর। অতঃপর তিনি মাথা মুণ্ডন করেন এবং তা ওজন করেন। তারপর দেখা গেল যে, তার চুল দুই দিরহাম বা তার চেয়ে কিছু পরিমাণ বেশি হয়েছে। অতঃপর তিনি তা সাদকা করে দেন।

ইমাম ত্বরানী জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর জন্য আকিকা দেন এবং সপ্তম দিনে খাতনা করেন।

৫৮.

হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু -এর নামকরণ

ইমাম আহমদ এবং ইবনে হিব্বান আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু জন্মগ্রহণ করে, তখন আমি তার নাম রাখি হারব। অতঃপর তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে নিয়ে আসা হলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, তার নাম কি রাখা হয়েছে? আমি বললাম, আমি তার নাম রেখেছি হারব। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না– বরং তার নাম হলো হাসান।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এরপর যখন হুসাইন জন্মগ্রহণ করে, তখন আমি তার নাম রাখি হারব। অতঃপর তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নিয়ে আসা হলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, তার নাম কি রাখা হয়েছে? আমি বললাম, আমি তার নাম রেখেছি হারব। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না– তার নাম হুসাইন।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এরপর যখন তৃতীয় সন্তান জন্মলাভ করে, তখন আমি তার নাম রাখি হারব। অতঃপর তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নিয়ে আসা হলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, তার নাম কি রাখা হয়েছে? আমি বললাম, আমি তার নাম রেখেছি হারব। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না– বরং তার নাম মুহাসসিন। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি এদের নাম হারুন (আ)-এর সন্তানদের নামের সাথে মিল রেখে নাম রেখেছি। কেননা, তাদের নাম ছিল শাবার, শুবাইর ও মুবাশশির।

www.pathagar.com

৫৯.

হাসান ও হুসাইন আমার নাতী

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভালোবাসা, তাঁর পিতা-মাতার ভালোবাসা এবং সকল মুসলমানাদের ভালোবাসার মাধ্যমে হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু অতি উত্তমভাবে লালিত-পালিত হয়ে আসছিলেন। এমনকি তারা দুই ভাই আহলে বাইতের মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসার স্থান দখল করে নেন।

ইবনে আবু শাইবা ও ইমাম ত্বরানী আবু হাযেম থেকে, তিনি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে আল্লাহ! আমি এদেরকে অত্যন্ত ভালোবাসি। কাজেই তুমিও তাদেরকে ভালোবাস। আর যারা তাদেরকে কষ্ট দেবে তাদের প্রতি রাগান্বিত হও। এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বুঝিয়েছেন।

ইবনে আসাকীর ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হাসান ও হুসাইন হলো জান্নাতের যুবকদের নেতা। অতএব ,যে ব্যক্তি তাদেরকে ভালোবাসবে সে যেন আমাকেই ভালোবাসল। আর যে ব্যক্তি এদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করল, সে যেন আমার প্রতিই বিদ্বেষ প্রকাশ করল।

অন্য এক বর্ণনায় ইবনে আসাকীর ইয়ালা ইবনে মুররা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হাসান ও হুসাইন উভয়ে আমার বংশ থেকে আমার নাতী।

৬০.

ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর বংশধরের প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ভালোবাসা

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যারা হাসান ও হুসাইনকে ভালোবাসে আমিও তাদেরকে ভালোবাসি। আর যাকে আমি ভালোবাসি, আল্লাহও তাকে ভালোবাসেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভালোবাসল, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তাদেরকে কষ্ট দেয়, সে যেন আমাকেই কষ্ট দেয়। আর যে ব্যক্তি আমাকে কষ্ট দেয়া

www.pathagar.com

সে যেন আল্লাহকেই কষ্ট দেয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে কষ্ট দেয়, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে, সেখানে তার জন্য তৈরি করে রাখা রয়েছে চিরস্থায়ী শাস্তি ।

ইমাম ত্বরানী তার 'আল কাবীর' নামক গ্রন্থে উসামা ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হাসান ও হুসাইন তারা দুজন জান্নাতী যুবকদের নেতা। হে আল্লাহ! আমি তাদেরকে ভালোবাসি, কাজেই তুমিও তাদেরকে ভালোবাস।

ইমাম আহমদ, ইবনে মাজাহ, ত্বরানী, হাকেম ও বাইহাকী আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি হাসান ও হুসাইনকে ভালোবাসল, সে যেন পক্ষান্তরে আমাকেই ভালোবাসল। আর যে ব্যক্তি হাসান ও হুসাইনকে কষ্ট দিল, যে যেন আমাকেই কষ্ট দিল।

৬১.

ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর সন্তান-সন্ততিকে ভালোবাসার মর্যাদা

ইমাম ত্বরানী আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি এই দুইজনকে অর্থাৎ হাসান ও হুসাইন এবং তাদের পিতা-মাতাকে ভালোবাসবে, সে কিয়ামতের দিন আমার মর্যাদায় উপনীত হবে।

ইমাম ত্বরানী আরো বর্ণনা করেন। সালমান ফারেসি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি হাসান ও হুসাইনকে ভালবাসবে, আমিও তাকে ভালোবাসব। আর যাকে আমি ভালোবাসব, আল্লাহও তাকে ভালোবাসবেন। আর যাকে আল্লাহ ভালোবাসবেন, আল্লাহ তায়ালা তাকে সুখ-শান্তিময় জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করবে, আমিও তার সাথে শত্রুতা পোষণ করব। আর আমি যার ওপর শত্রুতা পোষণ করব, আল্লাহও তার প্রতি শত্রুতা পোষণ করবেন। অতঃপর সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে, সেখানে সে চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করবে।

অন্য এক বর্ণনায় ইমাম ত্বরানী ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি আমাকে ভালোবাসতে চায় সে যেন এই দুই জনকে ভালোবাসে। অর্থাৎ হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু কে।

www.pathagar.com

৬২.

আহলে বাইতের প্রতি ভালোবাসা

ইমাম ত্বরানী থেকে হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ার স্বার্থে আমাদেরকে ভালোবাসবে, সে দুনিয়ার সাথি হয়ে যাবে। তখন সে প্রত্যেক অসৎ ও অবাধ্যাচরণমূলক কাজকে ভালোবাসতে শুরু করবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য আমাদেরকে ভালোবাসবে, সে ব্যক্তি ও আমরা কিয়ামতের দিন এভাবে থাকব। এমতাবস্থায় তিনি হাতের তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করেন।

৬৩.

জান্নাতে সে আমার সাথে থাকবে

ইমাম তিরমিযী (রহ) বর্ণনা করেন। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রশ্ন করা হলো যে, আহলে বাইতের মধ্যে আপনার কাছে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি কে? তখন তিনি বলেন, হাসান ও হুসাইন। রাবী বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে বলতেন, আমার ছেলে দুটিকে নিয়ে এসো। অতঃপর তিনি তাদেরকে জড়িয়ে ধরতেন এবং স্নেহ আদর করতেন।

ইমাম আহমদ আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ও হুসাইনকে তার হাত দ্বারা ধরলেন এবং বললেন, যে ব্যক্তি আমাকে, এ দুজনকে এবং এদের পিতা-মাতাকে ভালোবাসবে, কিয়ামতের দিন সে আমার স্তরে আমার সাথে অবস্থান করবে।

৬৪.

কিয়ামতের দিন ফাতেমা, হাসান ও হুসাইনের অবস্থান

ইমাম ত্বরানী এবং ইবনে আসাকীর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি, ফাতেমা, হাসান এবং হুসাইন কিয়ামতের দিন একই সাথে অবস্থান করবো।

www.pathagar.com

৬৫.

হাসান ও হুসাইন দুজন সুগন্ধি ফুল

ইমাম তিরমিযী সহীহ সূত্রে ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এবং ইমাম নাসাঈ আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হাসান ও হুসাইন হলো দুনিয়াতে আমার নিকট দুটি সুগন্ধিযুক্ত ফুলস্বরূপ।

আবু হাসান ইবনে যাহহাক ইয়ালা ইবনে মুররা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা হাসান ও হুসাইন উভয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসছিল। তখন একজন অপরজনের আগে এসে পৌঁছল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাধে হাত রাখলেন। অতঃপর জড়িয়ে ধরলেন, এমনকি নিজের পেটের সাথে মিলিয়ে নিলেন। তারপর তাদের দুজনকে চুম্বন করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! আমি এদেরকে ভালোবাসি। কাজেই তুমিও তাদেরকে ভালোবাস।

ইমাম ত্বরানী আবু আইয়ুব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে উপস্থিত হলাম। তখন হাসান ও হুসাইন তার সামনে অথবা হুজরার মধ্যে খেলা ধুলা করছিল। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি এদেরকে ভালোবাসেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কেন আমি এদেরকে ভালোবাসব না? এরা তো দুনিয়াতে আমার নিকট দুটি সুগন্ধিময় ফুল, যা থেকে আমি ঘ্রাণ গ্রহণ করে থাকি।

৬৬.

হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা -এর জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর উপহার

ইমাম ত্বরানী তার 'আল কাবীর' গ্রন্থে যায়নাব বিনতে আবু রাফে রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণনা করেন। একদিন ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর মৃত্যুর নিকটবর্তী সময় তার দুই ছেলেকে নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে আগমন করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এরা তো আপনার ছেলে। অতএব আপনি এদের জন্য কিছু ওয়ারিশ রেখে যান। তখন তিনি বললেন, হাসানের জন্য আমার সম্মান, মর্যাদা, শ্রদ্ধা ও নেতৃত্ব রেখে গেলাম। আর হুসাইনের জন্য আমার সাহসিকতা, দানশীলতাকে রেখে গেলাম।

www.pathagar.com

ইবনে আসাকীর মুহাম্মদ ইবনে উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু রাফে থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন। একদা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা তার দুই ছেলেকে নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসলেন। অতঃপর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এদের দুজনকে কিছু উপহার দিন। তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ! হাসানের জন্য আমার উপহার হচ্ছে আমার বুদ্ধিমত্তা ও আমার নেতৃত্ব। আর হুসাইনের জন্য আমার পক্ষ থেকে উপহার হলো আমার ক্ষমতা, সাহসিকতা ও দানশীলতা।

৬৭.

হাসান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সদৃশ

ইমাম বুখারী (রহ.) উকবা ইবনে হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এক সময় আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আসরের নামায পড়ে মসজিদ থেকে বাইরে চলে যাবার সময় হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু -কে দেখতে পান, তিনি অন্য ছেলেদের সাথে খেলাধুলা করছেন। তিনি তাঁকে কাঁধে তুলে নিলেন এবং বললেন, আমার পিতার কসম! হাসান দেখতে প্রায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর মতো। তিনি তাঁর পিতা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর মতো নন। [এ সময় আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু নিকটেই ছিলেন] তিনি এ কথা শুনে মৃদু হাসছিলেন।

ইমাম ত্বরানী ইসমাঈল ইবনে আবু খালিদ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আবু জুহাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে শুনেছি যে, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখেছি। তিনি ছিলেন হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর সদৃশ্যপূর্ণ।

অন্য বর্ণনায় আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, চেহারার আকৃতির দিক থেকে হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সবচেয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ইবনে ইসহাক আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সবচেয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ইমাম তিরমিযী ও ইবনে হিব্বান আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হাসানের চেহারা বুক থেকে মাথা পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল এবং এর নিচ থেকে হুসাইনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল।

www.pathagar.com

৬৮.

জান্নাতী যুবকদের নেতা

ইবনে সাদ ও হাকেম হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জিবরাঈল আমার কাছে এসেছিলেন এবং এ সুসংবাদ প্রদান করেছেন যে, হাসান ও হুসাইন উভয়ে জান্নাতী যুবকদের নেতা।

ইবনে আসাকীর বর্ণনা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, একদা ফেরেশতা আমার নিকট আসল এবং আমাকে সালাম দিল। আর তিনি ছিলেন এমন ফেরেশতা, যে ইতোপূর্বে আর কখনো দুনিয়াতে অবতরণ করেননি। অতঃপর তিনি আমাকে সুসংবাদ দান করলেন যে, হাসান ও হুসাইন উভয়ে জান্নাতী যুবকদের নেতা হবেন এবং ফাতেমা জান্নাতী মহিলাদের নেত্রী হবেন।

ইমাম আহমদ ও ইবনে আসাকীর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হাসান ও হুসাইন ঈসা ইবনে মারইয়াম ও ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া ব্যতীত সকল জান্নাতী যুবকদের নেতা হবেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আর ফাতেমা মারইয়াম বিনতে ইমরান ব্যতীত সকল জান্নাতী মহিলাদের নেতা হবেন।

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, একদা হাসান ও হুসাইন মসজিদে প্রবেশ করল। তখন জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, যারা জান্নাতী দুই নেতাকে দেখতে ভালোবাস, তারা যেন এদের দুজনকে স্বচক্ষে দেখে নেয়। কেননা আমি এ কথাটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি।

ইমাম ত্বরানী তার 'আল কাবীর' নামক গ্রন্থে এবং আবু নাঈম তার 'ফাযায়েলুস সাহাবা' নামক গ্রন্থে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -কে বলেন, আমাকে ছাড়া এমন কোনো নবী আসেনি যাদের সন্তান নবী হিসেবে মনোনীত হয় নি। তবে তোমার দুই ছেলে ইয়াহইয়া এবং ঈসা ব্যতীত সকল জান্নাতী যুবকদের নেতা হবে।

www.pathagar.com

৬৯.

হাসান ও হুসাইনের ব্যাপারে সুসংবাদ

ইমাম ত্ববরানী তার 'আল কাবীর' নামক গ্রন্থের মধ্যে হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে রাত্রি যাপন করলাম। অতঃপর আমি তাঁর কাছে এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, হে হুযাইফা! তুমি কি দেখতে পাচ্ছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, ইনি হচ্ছেন একজন ফেরেশতা। যিনি আর কখনো পৃথিবীতে অবতরণ করেননি। তিনি আমাকে সুসংবাদ প্রদান করেছেন যে, হাসান ও হুসাইন দুজনই জান্নাতী যুবকদের নেতা হবেন।

হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তখন আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর চেহারা মুবারক অন্যান্য দিনের থেকে অনেকটা আনন্দময় দেখলাম। অতঃপর বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো আপনার চেহারা মুবারক খুবই আনন্দময় দেখতে পাচ্ছি। তখন তিনি বললেন, কেনইবা আমি আনন্দিত হব না? এইমাত্র জিবরাঈল আমার কাছে আগমন করেছিল। তিনি আমাকে সুসংবাদ দান করেছেন যে, হাসান ও হুসাইন উভয়ে জান্নাতী যুবকদের নেতা হবে এবং তাদের পিতা তাদের থেকে উচ্চাসনে আদিষ্ট হবে।

ইমাম তিরমিযী (র) একটি সহীহ সূত্রে আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হাসান ও হুসাইন হচ্ছে জান্নাতী যুবকদের নেতা।

৭০.

ফেরেশতা কর্তৃক জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান

ইমাম তিরমিযী হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা আমার মা আমাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য পাঠালেন। ফলে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে আগমন করলাম এবং তাঁর সাথে মাগরিবের নামায আদায় করলাম। অতপর ঈশার নামাযও আদায় করলাম। এরপর রাসূল যখন নফল নামায সমাপ্ত করলেন, তখন তিনি আমার কথা শুনতে পেলেন। ফলে তিনি বললেন, কে? হুযাইফা? আমি

www.pathagar.com

বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, কি সমস্যা? আল্লাহ তোমাকে ও তোমার মাকে মাফ করে দিন। কিছুক্ষণ পূর্বে আমার নিকট একজন ফেরেশতা আগমন করেছিলেন, যিনি এই রাত্রির পূর্বে আর কখনো অবতরণ করেননি। তিনি এ সংবাদ দিয়েছেন যে, তার প্রতিপালক ঘোষণা করেছেন যে, আলীর ওপর যেন শান্তি বর্ষিত হয়। আর তিনি এ সুসংবাদ নিয়ে এসেছেন যে, ফাতেমাকে জান্নাতী মহিলাদের নেতা এবং হাসান ও হুসাইনকে জান্নাতী যুবকদের নেতা বানানো হবে।

৭১.

রাসূল ﷺ -এর মিম্বার থেকে অবতরণ

ইবনে আবু শাইবা, ইমাম আহমদ এবং চার ইমাম বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন রাসূল ﷺ খুতবা প্রদান করছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি দেখতে পেলেন যে, হাসান ও হুসাইন লাল জামা গায়ে দিয়ে হোঁচট খেতে খেতে হেঁটে হেঁটে আসছিলেন। এ অবস্থা দেখে রাসূল ﷺ মিম্বার থেকে নেমে তাদের দুজনকে দুই পাশে তুলে নিলেন। এরপর মিম্বারে আরোহণ করেন এবং বলেন, আল্লাহ সত্যিই বলেছেন। তিনি বলেন, إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

অর্থাৎ নিশ্চয় তোমার মাল ও তোমার সন্তান-সন্ততি ফিতনাস্বরূপ।

(সূরা তাগাবুন: ১৫)

আমি এ বাচ্চা দুটিকে হোঁচট খেতে খেতে আসতে দেখি। ফলে আমি ধৈর্য ধারণ করতে না পেরে আমার আলোচনাকে স্থগিত রাখতে বাধ্য হই।

৭২.

রাসূল ﷺ -এর নামায অবস্থায় তাদের খেলাধুলা

ইবনে হিব্বান আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ নামায আদায় করতেন। এমতাবস্থায় হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পিছনে লাফালাফি করতেন। একদিন এ কারণে নামায পড়াতে বিলম্ব হয়ে গেলে রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা কি এদের পিতা-মাতার কাছে অভিযোগ

www.pathagar.com

করতে চাও? তবে শুনে রাখ, যে ব্যক্তি আমাকে ভালোবাসে, সে যেন এদের দুজনকে ভালোবাসে।

ইমাম আহমদ আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে এশার নামায আদায় করছিলাম। যখন আমরা সিজদায় গেলাম, তখন হাসান ও হুসাইন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে লাফালাফি করতে শুরু করে দিল। অতঃপর যখন তিনি মাথা উত্তোলন করলেন, তখন তিনি তাদেরকে পেছন থেকে অতি কোমলতার সাথে আকড়ে ধরলেন এবং মাটিতে স্থির করে বসালেন। অতঃপর যখন তিনি নামায সমাপ্ত করলেন, তখন তিনি তাদেরকে তার রানের ওপর বসালেন। রাবী বলেন, তারপর আমি দাঁড়ালাম এবং বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এদেরকে তাদের মায়ের কাছে দিয়ে আসি? অতঃপর আমি তাদেরকে একটু আদর করলাম। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দুজনকে বললেন, তোমরা তোমাদের মায়ের কাছে যাও। রাবী বলেন, এরপর তারা হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় তাদের মায়ের নিকট চলে গেল।

৭৩.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বগলের তলে রাখলেন

সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইবনে রূমী ইয়ামামী ও আব্বাস ইবনে আবদুল আযীম (রহ) ইয়াস তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি তাঁর শুভ্র খচ্চরটিকে টেনে হেঁচড়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কামরা পর্যন্ত নিয়ে গেলাম। এর ওপর আরোহী ছিলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ও হুসাইন। একজন সম্মুখে, একজন পশ্চাতে।

সহীহ মুসলিমের অপর বর্ণনায় বারা ইবনে আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু -কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম --এর ঘাড়ের ওপর সওয়ার হতে দেখেছি। তিনি বলছেন, হে আল্লাহ! আমি একে ভালোবাসি, তুমিও তাঁকে ভালোবাস।

www.pathagar.com

৭৪.

সাদকার খেজুর ভক্ষণ

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খেজুর কাটার মৌসুম এসে গেলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে যাকাতের খেজুরসমূহ নিয়ে আসা হতো। এক লোক তার খেজুর নিয়ে আসত, আরেকজনও খেজুর নিয়ে আগমন করত। এমনিভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে খেজুরের স্তূপ পড়ে যেত। একদিন হাসান ও হুসাইন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে খেজুর নিয়ে খেলা করতে করতে তাঁদের একজন একটি খেজুর মুখে তুলে নিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রতি লক্ষ্য করেন। অতঃপর তার মুখ থেকে তা বের করে বললেন, তুমি কি জান না, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বংশধররা সদকার খেজুর খায় না।

৭৫.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করেন

ইমাম বুখারী ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ও হুসাইনের ওপর দু'আ করে ক্ষমা চাইতেন এবং বলতেন, তোমাদের পিতা [ইবরাহীম (আ)]-ও এটি পাঠ করে ইসমাঈল ও ইসহাকের ওপর দু'আ পড়ে ক্ষমা চাইতেন। দু'আটি হলো,

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ-

অর্থাৎ, আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমার দ্বারা প্রত্যেক শয়তান, বিষাক্ত প্রাণী এবং প্রত্যেক কুদৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৭৬.

হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু -এর মাঝে মুষ্টিযুদ্ধ

ইবনে আরাবী আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে মুষ্টিযুদ্ধে লিপ্ত হন। এমতাবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই হলো হাসান। তখন ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তাকে হাসান বলবেন না। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জিবরাঈল (আ) আমাকে বলে গেছেন যে, এ হলো হুসাইন।

www.pathagar.com

৭৭.

অপর এক বর্ণনা

আবুল কাসেম আল বাগাবী ও হারেস ইবনে আবু উসামা জাফর ইবনে মুহাম্মদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা হাসান ও হুসাইন উভয়ে পরস্পর মুষ্টিযুদ্ধে লিপ্ত হয়। তখন বিষয়টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অবগত করা হলো। প্রতিউত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এই হচ্ছে হাসান। তখন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, সে তো হুসাইন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জিবরাঈল আমাকে বলে গেছেন, সে হচ্ছে হুসাইন।

৭৮.

তারা দুজনে কিয়ামতের দিন একত্রিত হবেন

ইমাম সালাফী আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, (কিয়ামতের দিন) প্রত্যেক নবীকে চতুষ্পদ প্রাণীর ওপর আরোহন করা অবস্থায় উত্তোলন করা হবে। সৎ লোকদেরকে তাদের উটের ওপর চড়িয়ে উত্তোলন করা হবে। ফাতেমার সন্তানদ্বয়কে তাদের আযবা ও কাসওয়া নামক উটের ওপরে চড়িয়ে উত্তোলন করা হবে। আর আমি বুরাকের ওপর বসে উত্তিত হব, যার পদক্ষেপ হবে দৃষ্টির শেষ সীমানা পর্যন্ত। আর বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু -কে জান্নাতী কোনো একটি উটের ওপর আরোহন করা অবস্থায় উত্তোলন করা হবে।

৭৯.

হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর জন্ম, বয়স ও মৃত্যু

হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু তৃতীয় হিজরীর রমযানের মাঝামাঝিতে জন্মগ্রহণ করেন। আবু আমর বলেন, এটাই সবচেয়ে অধিক বিশুদ্ধতম মত।

ইমাম আদ দাওলাবী বলেন, হিজরতের চার বছর ছয় মাস পর শনিবারের দিন গত রাতে জন্মগ্রহণ করেন।

আর তাকে দুধ পান করান আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর স্ত্রী উম্মে ফযল রাদিয়াল্লাহু আনহা তার ছেলে কাসামের সাথে। কেউ বলেন, তিনি চার বছর পর্যন্ত লালন-পালন করেন। আবার কেউ বলেন, তিনি তাকে পাঁচ বছর লালন-পালন করেন। আর তিনি মৃত্যুবরণ করেন ৫০ অথবা ৫১ হিজরী সনে।

www.pathagar.com

৮০.

লালন-পালনের ব্যাপারে স্বপ্ন

আবুল কাসেম আল বাগাবী ও ইমাম আদ দাওলাবী কাবুস ইবনে মাখারেক থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন উম্মে ফাযল বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি স্বপ্নে আপনার বাড়ির একজন সদস্যকে আমার বাড়িতে অবস্থান করতে দেখেছি। তখন রাসূল ﷺ বললেন, তোমার স্বপ্নটি অতি উত্তম স্বপ্ন। অতএব তুমি ফাতেমার সন্তানটিকে নিয়ে যাও। অতঃপর তিনি কাসামের ভাগের দুধ দ্বারা লালিত-পালিত হতে থাকে।

৮১.

কতই না উত্তম বাহন

ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, উসামা ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাকে ও হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু -কে একসাথে কোলে তুলে নিয়ে বলতেন, "হে আল্লাহ! আমি এদের উভয়কে খুব ভালবাসি। তুমিও তাদেরকে ভালোবাস।"

ইমাম বুখারীর অপর বর্ণনায় এসেছে যে, বারা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে দেখেছি তিনি হাসান ইবনে আলীকে স্কন্ধের ওপর নিয়ে বলছিলেন, হে আল্লাহ! আমি একে ভালোবাসি, তুমিও তাকে ভালোবাস।

অপর হাদীসে রয়েছে যে, উসামা ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাকে ও হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু -কে একসাথে কোলে নিয়ে বলতেন, "হে আল্লাহ! আমি এদের উভয়কে ভালোবাসি। তুমিও তাদেরকে ভালোবাস।" অথবা রাসূল ﷺ অনুরূপ বলেছেন।

ইমাম তিরমিযী ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন রাসূল ﷺ হাসান ও হুসাইনকে তাঁর কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি বলল, হে বালক! তুমি যার ওপর আরোহণ করেছ তিনি কতই না উত্তম বাহন। এ কথা শুনে রাসূল ﷺ বললেন, তিনি কতই না প্রশংসিত আরোহী!

www.pathagar.com

৮২.

হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু -এর জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দু'আ

ইবনে হিব্বান উসামা ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং তাঁর উরুর ওপর বসালেন। আর অপর উরুর ওপর হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু -কে বসালেন। অতঃপর বললেন, হে আল্লাহ! আমি এদের ওপর দয়া করেছি। সুতরাং আপনিও এদের ওপর দয়া করুন।

ইমাম দাওলাবী মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে লুতাইবা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু -কে সামনে অগ্রসর হতে দেখলেন। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তুমি তাকে নিরাপত্তা দান কর এবং তার থেকে অপরকে নিরাপদ রাখ।

৮৩.

আলী ও মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু -এর মাঝে দ্বন্দ্ব

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যত বাণী করেছিলেন যে, অচিরেই আল্লাহ তায়ালা দুটি দলের মাঝে মিমাংসা করে দেবেন। আর তাদের ঝগড়া বিবাদ হবে খিলাফত নিয়ে এবং অন্য কোনো বড় ধরনের কারণে নয়। পরবর্তীতে দেখা গেল যে, হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর দল ও মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর দলের মাঝে সেই ঝগড়াটি শুরু হয়েছিল এবং আল্লাহ তায়ালা তা মিমাংসা করে দিয়েছিলেন।

সহীহ বুখারীতে হাসান বাসরী (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু পাহাড়ের মতো সৈন্যদল নিয়ে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর মুকাবিলায় উপস্থিত হন। আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি এমন সব সৈন্য বাহিনী দেখছি যারা প্রতিপক্ষকে হত্যা না করে ফিরে যাবে না। মুয়াবিয়া আল্লাহর শপথ! যিনি উভয়ের (আমর ও মুয়াবিয়া) মধ্যে উত্তম ছিলেন– আমরকে বললেন, যদি এ পক্ষের লোকেরা অপর পক্ষের লোকদেরকে এবং অপর পক্ষের লোকেরা এ পক্ষের লোকদেরকে হত্যা করে, তাহলে কে তাদের বিষয়-আশয়, স্ত্রী-পুত্র ও ধন-সম্পদ রক্ষা করবে? অতঃপর তিনি কুরাইশ বংশের আবদু শামস গোত্রের দু'জন ব্যক্তি আবদুর

www.pathagar.com

রহমান ইবনে সামুরা ও আবদুল্লাহ ইবনে আমির ইবনে কুরাইযকে হাসান ইবনে আলীর নিকট প্রেরণ করলেন এবং বললেন, তোমরা উভয়েই তাঁর কাছে যাও এবং সন্ধির প্রস্তাব পেশ কর। তাঁর সাথে কথা বলে সন্ধির আহ্বান জানাও। তারা তাঁর নিকট আসেন এবং তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনা করে সন্ধির প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। হাসান ইবনে আলী তাদেরকে বলেন, আমরা আবদুল মুত্তালিবের বংশধর। আমরা অনেক টাকা-পয়সা পেয়েছি এবং আমাদের এ লোকেরা রক্তপাতে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। তারা বলেন, তিনি (মুয়াবিয়া) আপনার কাছে এই এই প্রস্তাব রেখেছেন এবং আপনার নিকট শান্তির প্রস্তাব করেছেন বিনয়ের সাথে। তিনি (হাসান ইবনে আলী) বলেন, তাহলে এ প্রস্তাবের দায়িত্ব কে নিবে? তারা বলেন, আমরা এর দায়িত্ব নিব। তিনি যে বিষয়েই জিজ্ঞেস করেন, এর দায়িত্ব কে নিবে। তার উত্তরে তারা বলেন, আমরা এর দায়-দায়িত্ব নিব। এরপর তিনি তাঁর (মুয়াবিয়ার) সাথে সন্ধি করলেন।

হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, আমি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু -কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মিম্বারের ওপর দেখেছি এবং হাসান ইবনে আলী তাঁর পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি একবার লোকদের দিকে এবং আর একবার হাসানের দিকে তাকাচ্ছিলেন আর বলছিলেন, আমার এই সন্তান একদিন নেতা হবে এবং আশা করা যায়, আল্লাহ তার দ্বারা মুসলিমদের দু'টি বড় দলের ঝগড়া-বিবাদ মিমাংসা করে দিবেন। ইমাম বুখারী (রহ) বলেন, আলী ইবনে আবদুল্লাহ বলেছেন : এ হাদীসের মাধ্যমেই আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর কাছে হাসান বসরী (রহ) শুনেছেন বলে আমাদের কাছে প্রমাণিত হয়েছে।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদিন নবী (সা) আলীর পুত্র হাসানকে ঘরের বাইরে নিয়ে এলেন এবং তাকে নিয়ে মিম্বারে আরোহণ করলেন। তারপর বললেন, আমার এ পুত্র (দৌহিত্র) নেতা হবে এবং সম্ভবত এর দ্বারাই আল্লাহ মুসলিমদের দু'টি বিবাদমান দলের মধ্যে সমঝোতা করবেন।

www.pathagar.com

৮৪.

হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু -এর পেটে চুম্বন

ইমাম আহমদ তার মানাকীব গ্রন্থে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখেছি যে, তিনি হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর জিহ্বা ও ঠোঁটের পার্শ্ববর্তী স্থানে চুষছিলেন। আর এতে হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু কোনোরূপ কষ্ট অনুভব করছিলেন না।

আবু সাঈদ আল আরাবী আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন থেকে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তার অর্থাৎ হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর সাথে এরূপ ভালোবাসা প্রকাশ করতে দেখেছি তখন থেকে আমি এ ব্যক্তিকে সর্বদা সবেচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি হিসেবে জেনেছি। আমি দেখেছি যে, একদা হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর হুজরার মধ্যে অবস্থান করছিলেন। তখন তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাড়ির মধ্যে তার আঙ্গুলগুলো ঢুকিয়ে খেলা করছিলেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জিহ্বা হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর মুখে এবং হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর জিহ্বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখে প্রবেশ করিয়েছিলেন। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আল্লাহ! আমি তাকে ভালোবাসি; সুতরাং তুমিও তাকে ভালোবাস। আর আমি তাকেও ভালোবাসি, যে তাকে ভালোবাসে।

ইবনে হিব্বান আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। একদা তিনি দেখতে পেলেন যে, হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু মদিনার রাস্তার একটি অংশ দিয়ে হাঁটছেন। তখন তিনি তাকে বললেন, আপনি কি আপনার পেটটি প্রকাশ করবেন? অর্থাৎ পেটের ওপর থেকে কাপড় উঠাবেন? আপনার ওপর আমার পিতা-মাতা কোরবান হোক! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আপনার পেটের যে স্থানে চুম্বন করতে দেখেছি, আমিও সে স্থানে চুম্বন করব। অতঃপর তিনি তার পেট থেকে কাপড় উঠালেন। ফলে তিনি সে স্থানে চুম্বন করলেন।

৮৫.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পিঠে আরোহণ

ইবনে আবু দুনিয়া ও আবু বকর আশ শাফেঈ আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কে দেখেছি যে,

www.pathagar.com

একদা তিনি রাসূল ﷺ -এর কাছে আসলেন এবং তার পিঠে আরোহণ করলেন। তখন তিনি ছিলেন সিজদাবনত অবস্থায়। অতঃপর যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি নিজে না নেমেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাকে নামাননি। এরপর যখন রাসূল ﷺ রুকূতে গেলেন, তখন তিনি রাসূল ﷺ পায়ের নিচ দিয়ে আনন্দ করছিলেন। এমনকি তখন তিনি দুই পায়েরে খালি জায়গা দিয়ে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে আসা-যাওয়া করছিলেন।

আবু সাঈদ আল আরাবী সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী ﷺ -এর কাছে আসলেন। আর তখন তিনি ছিলেন সিজদাবনত অবস্থায়। অতঃপর তিনি তার পিঠে আরোহণ করলেন। তারপর রাসূল ﷺ তাকে নিজ হাতে ধরলেন এবং দাঁড়িয়ে গেলেন। তারপর যখন তিনি রুকূতে চলে গেলেন, তখন তিনি আবারো তার পিঠের ওপর আরোহণ করলেন। অতঃপর যখন তিনি দাঁড়ালেন, তখন তিনি তাকে হাত দিয়ে নামিয়ে দিলেন। তারপর তিনি চলে গেলেন।

৮৬.

শিশুটি কোথায়?

ইবনে আবু ওমর (রহ) আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, দিনের এক প্রহরে আমি রাসূল ﷺ --এর সাথে রওনা দিলাম। তিনি আমার সাথে কোনো কথা বলেননি। আমিও তাঁর সাথে কথা বলছিলাম না। অবশেষে বনূ কাইনুকা-এর বাজারে পৌঁছলেন। তারপর তিনি ফিরে চললেন এবং ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর গৃহে প্রবেশ করলেন। বললেন, এখানে কি শিশু আছে, এখানে কি শিশু আছে। অর্থাৎ– হাসান। আমরা অনুমান করলাম যে, তাঁর মা তাকে ধরে রেখেছেন গোসল করানো এবং সুগন্ধিযুক্ত মালা পরানোর জন্য। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই হাসান দৌড়ে চলে এলেন এবং তাঁরা পরস্পরকে গলায় জড়িয়ে ধরলেন। সে সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে আল্লাহ! আমি তাঁকে ভালোবাসি, তুমিও তাঁকে ভালোবাসো আর ভালোবাস সে সব ব্যক্তিকে যে তাঁকে পছন্দ করে।

www.pathagar.com

৮৭.

হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু -এর জ্ঞান

ইবনে আবু দুনিয়া তার আল ইয়াকীন নামক গ্রন্থে মুহাম্মদ ইবনে বাশার আল ইয়ারবুয়ী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তার ছেলে হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু -কে বললেন, ঈমান এবং ইয়াকীনের মধ্যে কয়টি পার্থক্য? তিনি বললেন, চারটি পার্থক্য। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, সেগুলো কি? বর্ণনা করো। তখন তিনি বললেন, ইয়াকীন হচ্ছে- যা আপনি চোখে দেখতে পান। আর ঈমান হচ্ছে- যা আপনি শুনতে পান। আর আমি একে সত্য বলে স্বীকার করি। অতঃপর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তুমি সত্যই বলেছ। আল্লাহ তোমার জ্ঞান আরো বাড়িয়ে দিন।

৮৮.

পিতার হত্যার ব্যাপারে হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু -এর খুতবা

ইমাম আদ দাওলাবী যায়েদ ইবনে হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন তার পিতা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু -কে হত্যা করা হলো তখন তিনি জনসাধারণের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ দান করেন। ভাষণের শুরুতেই তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন। অতঃপর বললেন, আজ এই রাত্রিতে এমন এক ব্যক্তির জান কবজ করা হয়েছে, যার মতো ব্যক্তি ইতোপূর্বে আসেনি এবং পরবর্তীতেও আসবে না। একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ব্যক্তিকে কোনো একটি ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তারপর তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম তার ডান দিক থেকে এবং মিকাইল আলাইহিস সালাম তার বাম দিক থেকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এ যুদ্ধে বিজয় দান করেন। ঐ যুদ্ধে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর বাহিনী অনেক গনীমতের মাল অর্জন করেন। আর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ঐ যুদ্ধ থেকে ৭০০ দিরহাম ভাগে পান। ফলে তিনি এ দ্বারা নিজের পরিবারের জন্য একটি খাদেম রাখার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন।

এরপর হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হে লোক সকল! যে ব্যক্তি আমাকে চিন, সে তো চিনই। আর যে ব্যক্তি আমাকে চিন না, সে যেন চিনে রাখো যে, আমি হলাম হাসান ইবনে আলী। আমি এমন এক ব্যক্তির সন্তান, যার প্রতি

www.pathagar.com

আল্লাহ সন্তুষ্ট। আমি এমন একজন ব্যক্তির সন্তান, যার পিতা জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত। আমি এমন এক ব্যক্তির সন্তান, যিনি ভীতি প্রদর্শনকারী। আর আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত এক দায়ীর সন্তান। আর আমি ঐ আহলে বাইতের একজন সদস্য যাদের কাছে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আগমন করেন এবং ঊর্ধলোকে চলে যান। আমি ঐ আহলে বাইতের সদস্য, যাদের থেকে অপবিত্রতাকে দূরে সরিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তাদের যথাযথ পবিত্র রাখা হয়েছে। আর আমি ঐ আহলে বাইতের সদস্য আল্লাহ তায়ালা যাদেরকে ভালোবাসা সকল মুসলিম জাহানের ওপর ওয়াজিব করে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

قُلْ لَّآ اَسْاَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى وَمَنْ يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهٗ فِيْهَا حُسْنًا-

বল, আমি এর বিনিময়ে তোমাদের কাছ থেকে আত্মীয়তার ভালোবাসা ব্যতীত অন্য কোনো বিনিময় চাই না। যে উত্তম কাজ করে আমি তার জন্যে এর মধ্যে কল্যাণ বর্ধিত করি। (সূরা শুরা : আয়াত-২৩)

সুতরাং আমাদের উচিত আহলে বাইতকে মনে প্রাণে ভালোবাসা।

৮৯.

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর মধ্যে সন্ধি

সালেহ ইবনে ইমাম আহমদ বলেন, আমি আমার পিতার কাছ থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু নব্বই হাজার সৈন্য নিয়ে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে বের হন। অতঃপর যখন তিনি শামের নিকটবর্তী হলেন, তখন মুয়াবিয়ার কাছে একটি শান্তি চুক্তি প্রেরণ করলেন। আর তা হলো-

১. তার পরে কে খিলাফতে আরোহণ করবে?

২. মদিনাবাসী, হিজাজবাসী ও ইরাকবাসীদের থেকে একজন করে এমন প্রতিনিধি নিয়োগ করতে হবে, যারা তার পিতার সময়ও দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল এবং অন্যান্য সময়ও দায়িত্বে ছিল।

অতঃপর তাদের মাঝে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভবিষ্যত বাণী পূর্ণ হলো। তিনি বলেছিলেন, আমার এ পুত্র (দৌহিত্র)

www.pathagar.com

নেতা একজন হবে এবং সম্ভবত এর দ্বারাই আল্লাহ মুসলিমদের দু'টি বিবাদমান দলের মধ্যে সমঝোতা করাবেন।

এরপর ঐ দিন থেকে সাত মাস পর্যন্ত অর্থাৎ হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মৃত্যু পর্যন্ত আর কোনো রক্তপাত সংঘটিত হয়নি। আর তাদের এই চুক্তিটি হয়েছিল ৪১ হিজরি সনের রবিউল আওয়াল মাসের ৫ দিন বাকি থাকতে। অতঃপর সেই চুক্তিনামাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাড়িতে সংরক্ষণ রাখা হলো।

আবু ইয়াসার আদ দাওলামী বলেন, হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু ৪১ হিজরি সনের রবিউল আওয়াল মাসে কুফায় গমন করেন এবং তার পিতার হত্যাকারী আবদুর রহমান ইবনে মুলজিমকে হত্যা করে প্রতিশোধ নেন। বলা হয়ে থাকে যে, হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে তরবারী দ্বারা আঘাত করেছিলেন। তখন সে তার হাত দ্বারা প্রতিহত করার চেষ্টা করলে তার হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তারপর তিনি তাকে হত্যা করে ফেলেন।

অতঃপর তিনি মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দিকে রওয়ানা হন। কিন্তু পথিমধ্যেই কুফার কোনো একটি স্থানে উভয়ের সাথে সাক্ষাত ঘটে এবং তাদের মাঝে একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অতঃপর তিনি বাইয়াত গ্রহণ করেন। আর তখন ছিল ৪১ হিজরীর রবিউল আওয়াল মাসের ৫ দিন বাকি।

উল্লেখ থাকে যে, হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে সমঝোতা স্বাক্ষর করে এক লক্ষ দিরহাম গ্রহণ করেছিলেন। আর তার খিলাফতের সময়কাল ছিল মাত্র ছয় মাস পাঁচ দিন।

হাফেজ আবু নাঈম শু'বা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেন, তখন আমি-সেখানে উপস্থিত ছিলাম। রাবী বলেন, চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে যাওয়ার পর তিনি জনসাধারণদের মধ্যে একটি ভাষণ দান করেন। অতঃপর প্রথমে তিনি আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর দুরূদ পাঠ করেন। অতঃপর বলেন, নিশ্চয় আমার সাথে সাক্ষাত করাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিচক্ষণতার কাজ। আর বিশৃংখলা ও বিপর্যয় সৃষ্টি করাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় নির্বুদ্ধিতার কাজ। নিশ্চয় এটি এমন এক বিষয়, যার কারণে আমার মাঝে ও মুয়াবিয়ার মাঝে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। আর তা আমার কারণেই হয়েছে। যদি আমি বিষয়টি তার ওপর ছেড়ে দেই, তবে সেই এটি পাওয়ার হকদার। আর যদি আমার জন্য রেখে দেই, তবে তা

www.pathagar.com

আমি তার জন্য ত্যাগ করলাম। এভাবে তিনি উম্মতকে একটি সমঝোতায় ফিরিয়ে আনেন এবং একটি অনিবার্য রক্তপাত থেকে বাঁচিয়ে দেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَإِنْ أَدْرِىْ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِيْنٍ-

অর্থাৎ আমি জানি না হয়তো এটা তোমাদের জন্য একটি পরীক্ষা এবং কিছু কালের জন্য জীবনোপভোগ মাত্র। (সূরা আম্বিয়া : আয়াত-১১১)
এরপর তিনি মিম্বার থেকে নেমে পড়েন।

৯০.

দুনিয়া বিমুখতা

হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উন্নত চরিত্রের দ্বারা এবং সাহাবীদের কাছ থেকে শিক্ষার দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত হন। তিনি বলেন, আমি লজ্জাবোধ করি যে, আমি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করব। অথচ তার ঘরে অর্থাৎ বাইতুল্লায় যাওয়ার সময় আমি পায়ে হেঁটে যাব না। অতঃপর তিনি পায়ে হেঁটে মদিনা থেকে মক্কা আগমন করেন এবং হজ্জ সমাপন করেন।

৯১.

একটি কালো গোলাম ও হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

একদিন হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু এক গোলামকে দেখলেন যে, সে একটি রুটি থেকে এক লুকমা খাচ্ছে। তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে গোলাম! তুমি এটা কি করছ? গোলামটি উত্তর দিল, আমি লজ্জবোধ করি যে, আমি একাকী খাব কিন্তু কাউকে খাওয়াতে পারব না। তখন হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ঠিক আছে, তুমি এখানেই থাক এবং আমি না আসা পর্যন্ত এখান থেকে চলে যেও না। অতঃপর তিনি তার মনিবের কাছে গিয়ে তার থেকে গোলামটিকে কিনে নিলেন এবং সাথে করে সেই প্রাচীরটিও কিনে নিলেন, যে প্রাচীরের পাশে বসে সে এ কাজটি করছিল। অতঃপর তিনি তাকে মুক্ত করে এবং তাকে সে প্রাচীরটির মালিক বানিয়ে দেন। তখন গোলামটি বলল, হে আমার মালিক! আমি তো এই প্রাচীরটি ঐ ব্যক্তির জন্য দান করে দিয়েছি, যিনি আমাকে তা দান করেছেন।

www.pathagar.com

৯২.

গোলামটির নিকট সবচেয়ে মহৎ ব্যক্তি

গোলামটি মুক্তি পাওয়ার পর একদিন সাথিদেরকে বলছিল, হে আমার সাথিগণ! আমি কি আমার দৃষ্টিতে দেখা সবচেয়ে মহৎ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদেরকে সুসংবাদ দেব না? আমার নিকট সবচেয়ে মহৎ ব্যক্তি হচ্ছেন তিনিই, যিনি তার চোখে দুনিয়াকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করেন, অথচ তিনি একজন সুলতানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে রিযিক হিসেবে যা প্রাপ্ত হন না তা কামনা করেন না, আবার যা প্রাপ্ত হন তার থেকে বেশিও কামনা করেন না। আর তিনি কখনো অশ্লীল কথাবার্তা শ্রবণ করেন না এবং তার মাঝেও অপর কোনো ব্যক্তির মাঝে বিবাদ হলে তিনি তা কর্ণপাত করেন না।

রাবী বলেন, এর দ্বারা তিনি হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর দিকে ইঙ্গিত করেন।

৯৩.

তাওয়াক্কুল

বর্ণিত রয়েছে যে, একদিন আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমার নিকট গরিবরা ধনীদের থেকে বেশি প্রিয় এবং সুস্থ ব্যক্তি থেকে অসুস্থ ব্যক্তি বেশি প্রিয়। অতঃপর হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহ তায়ালা আবু যরের ওপর রহম বর্ষণ করুন। আর বলি যে, যে ব্যক্তি সৌন্দর্যের ওপর নির্ভরশীল, সে যেন এটা ধারণা না করে যে, তার সৌন্দর্য কখনো পরিবর্তন হবে না; বরং আল্লাহ তা পরিবর্তন করে দিতে পারেন। আর এটা হচ্ছে আল্লাহর ফায়সালার ওপর সন্তুষ্ট থাকার একটি অংশ বিশেষ।

তিনি আরো বলতেন যে, তুমি তোমার শরীর নিয়ে দুনিয়াতে অবস্থান কর এবং তোমার অন্তর নিয়ে আখিরাতে থাক অর্থাৎ সর্বদা আখিরাতকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা কর।

www.pathagar.com

৯৪.

নিজ ছেলে ও ভাতিজার প্রতি হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু -এর উপদেশ

একদা হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু তার ছেলে এবং ভাতিজাকে উপদেশ প্রদান করে বলেন, হে আমার ভাইয়ের ছেলে! তোমরা ইলম শিক্ষা গ্রহণ কর। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তা মুখস্ত করতে সক্ষম হবে না, তবে সে তা লিপিবদ্ধ করে রাখে এবং সে তার বাড়িতে সংরক্ষণ করে রেখে দেবে।

৯৫.

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর সমর্থনে হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

একদা হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর বাড়িতে আগমন করেন। তখন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু গৃহবন্দি অবস্থায় ছিলেন। তখন তারা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করার জন্য তরবারী নিয়ে এসেছিলেন। তাদের হাতে তরবারী দেখে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের কাছ থেকে রক্তপাতের আশঙ্কা পোষণ করছিলেন। ফলে তিনি তাদের বিষয়ের ওপর কসম করেন, যাতে তারা তাদের ঘরে ফিরে যায় এবং আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর অন্তর প্রশান্ত লাভ করে। কেননা, তিনি তখন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর ওপর এ আশঙ্কা পোষণ করছিলেন যে, তিনি তাদেরকে এ বিষয়টি নিয়ে যুদ্ধ করার জন্য পাঠাতে পারেন।

৯৬.

ইবনে আব্বাস এবং হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

একদিন ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর জন্য দুটি বাহন সংগ্রহ করেন। অতঃপর যখন তিনি বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করতে বের হন, তখন লোকেরা তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাদের দুজনকে ঘিরে ফেলে। আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহর কসম! সৌন্দর্যের দিক থেকে মহিলারাও তার সাথে দাঁড়াতে পারবে না। অর্থাৎ তারা মহিলাদের থেকে অধিক সুন্দর ছিলেন।

www.pathagar.com

৯৭.

হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কর্তৃক মানুষের প্রয়োজন পূরণ

আবু বকর আল বাকের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদা এক ব্যক্তি হুসাইন ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর নিকট আগমন করল। অতঃপর তার কাছে তার প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করল। কিন্তু তখন তিনি ইতেকাফ অবস্থায় ছিলেন। ফলে তিনি ওজর পেশ করে তাকে ফিরিয়ে দিলেন।

অতঃপর লোকটি হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু -কাছে গেল এবং তার প্রয়োজনের কথা তুলে ধরলেন। তখন তিনি তা পূরণ করে দিয়ে বলেন, আমার নিকট কারো প্রয়োজন পূরণ করে দেয়াটা এক মাস ইতেকাফ করা থেকে উত্তম।

৯৮.

হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু -এর দানশীলতা

হারমালা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসামা ইবনে যাইদ আমাকে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর নিকট (কূফাতে) প্রেরণ করে বললেন, আলী তোমাকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমার সঙ্গীকে (আমার সাথে যোগদান করতে) কিসে নিষেধ করেছে? তুমি তখন বলবে যে, তিনি আপনাকে বলে পাঠিয়েছেন, যদি আপনি সিংহের মুখেও পড়েন, তবুও আমি আপনার সাথে থাকা পছন্দ করতাম। কিন্তু এ ক্ষেত্রে (মুসলিমদের পরস্পর বিবাদে) আমি অংশগ্রহণ করতে চাইনি। (হারমালা আরো বলেন, আমি যখন এ সংবাদ নিয়ে কূফায় আলীর নিকট পৌঁছলাম) আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাকে কিছুই প্রদান করলেন না। কাজেই আমি হাসান, হুসাইন ও ইবনু জা'ফর-এর নিকট গেলাম এবং তাঁরা আমার বাহনটি (উট) (প্রচুর মাল দ্বারা) বোঝাই করে দিলেন।

৯৯.

তাদের বংশধর

মুহাম্মদ ইবনে সাঈদ তার 'তাবাকাত নামক' গ্রন্থে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর সাথে মুহাম্মদে আসগার, জাফর, হামযা, ফাতেমা, বড় মুহাম্মদ, যায়েদ, হাসান, উম্মে হাসান, উম্মুল খায়ের, ইয়াকুব, কাসেম, আবু বকর ও আবদুল্লাহকে হত্যা করা হয়।

www.pathagar.com

অপর একটি বর্ণনায় বর্ণিত আছে যে, হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর সাথে কাসেম ও আবু বকরকে হত্যা করা হয়েছিল।

মুহাম্মদ ইবনে ওমর বলেন, হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর সাথে যারা মৃত্যুবরণ করেন, তাদের সাথে ১৫ জন পুরুষ এবং ৮ জন নারী ছিল। তাদের মধ্যে ছিল– বড় আলী, ছোট আলী, জাফর, ফাতেমা, সকিনা, উম্মে হাসান, আবদুল্লাহ, কাসেম, যায়েদ, আবদুর রহমান, আহমাদ, ইসমাঈল, হুসাইন, আকীল এবং হাসান। লেখক বলেন, তিনি আর উল্লেখ করেন নি।

১০০.

হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু -এর জন্ম ও তার হায়াত

হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু চতুর্থ হিজরীতে, মতান্তরে ষষ্ঠ অথবা সপ্তম হিজরীতে শাবান মাসের পাঁচ দিন বাকি থাকতে জন্মগ্রহণ করেন।

জাফর ইবনে মুহাম্মদ বলেন, হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর জন্মের মাঝে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু গর্ভে আসার মধ্যে মাত্র এক তুহুর তথা এক হায়েয সমপরিমাণ সময় পার্থক্য ছিল।

ইমাম হাফিয (রহ.) বলেন, ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহু হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু -কে দশ মাসের মাথায় জন্ম দান করেন। অতঃপর রাসূল রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে তাহনীক করান এবং তার কানে আযান দেন। তারপর তার জন্য দু'আ করেন এবং তার নাম রাখেন হুসাইন।

বর্ণিত আছে যে, ৬১ হিজরীর আশুরা দিবসে শুক্রবার দিন ইরাকের কারবালা নামক স্থানে তিনি শাহাদত বরণ করেন। তখন তার বয়স ছিল ৫৬ বছর। অপর বর্ণনায় রয়েছে, ৫৬ বছর ৫ মাস।

১০১.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু -কে চুম্বন ও দু'আ

আবু ওমর আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আমার দু'চোখ দিয়ে দেখেছি এবং দু'কান দিয়ে শুনেছি যে, একদিন রাসূল (সা) হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর হাত ধরলেন এবং কোলে তুলে নিলেন, এমনকি তার পা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের বুকের ওপর ঠেকালেন। অতঃপর তাকে চুম্বন করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! আমি তাকে ভালোবাসি। অতএব তুমিও তাকে ভালোবাস।

www.pathagar.com

১০২.

অপর একটি বর্ণনা

খাইছামা ইবনে সুলাইমান ইবনে হায়দা এবং আবু হাসান ইবনে যাহহাক সহীহ সূত্রে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরলেন এবং বনী কাইনুকার বাজারে নিয়ে গেলেন। অতঃপর যখন আমারা ফিরে আসব তখন তিনি মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং সেখানে বসে পড়লেন। অতঃপর হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু পাথরে হোঁচট খেতে খেতে আসলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাড়িতে আঙ্গুল প্রবেশ করে খেলা করতে লাগলেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মুখ হা করালেন এবং নিজের মুখ তার মুখের মধ্যে প্রবেশ করালেন। তারপর বললেন, হে আল্লাহ! আমি একে ভালোবাসি, সুতরাং তুমিও তাকে ভালোবাস। আর আমি তাকেও ভালোবাসি, যে তাকে ভালোবাসে।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এ ঘটনা অবলোকন করতে করতে আমার দুচোখে পানি এসে গিয়েছিল।

১০৩.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু -কে হাসাতেন

আবু বকর ইবনে আবু শাইবা (রহ.) ইয়ালা আল আমেরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন যে, একদিন তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে এক দাওয়াত খাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হন। তখন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু রাস্তার পাশে দুটি ছেলের সাথে খেলাধুলা করছিলেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলের সামনেই তাকে চুম্বন করলেন, ফলে তিনি হেসে দিলেন। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এক হাত দ্বারা তার থুতনীতে এবং অপর হাত দ্বারা তার ঘাড়ের পেছনের দিকে জড়িয়ে ধরলেন। অতঃপর তার মাথা উত্তোলন করলেন এবং তার মুখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিজের মুখ রাখলেন। অতঃপর তিনি তাকে চুম্বন করলেন এবং বললেন, হুসাইন আমার থেকে এবং আমি হুসাইন থেকে। সুতরাং যে ব্যক্তি হুসাইনকে ভালোবাসবে, আল্লাহও তাকে ভালোবাসবেন। আর হুসাইন হচ্ছে আমার বংশধরদের মধ্যে একজন।

www.pathagar.com

১০৪.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর চুম্বন করার স্থান

ইবনে আবু আসেম (রহ.) আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু -কে হত্যা করা হয়, তখন তার মাথা নিয়ে ইবনে যিয়াদের কাছে আসা হয়। অতঃপর তার পুরুষাঙ্গ কেটে তার মুখে পুঁতে দেয়া হয় এবং বলা হয়, হাসান তো পুরুষাঙ্গহীন। তখন আমি মনে মনে বললাম, তোমাদের ধ্বংস হোক! আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তার এ স্থানেই চুম্বন করতে দেখেছি।

১০৫.

হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু -এর লালা চোষণ

ইমাম ত্বরানী তার মুযামুল কাবীর গ্রন্থে কাবুস ইবনে আবু যাবইয়ান হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর দুই পা ফাঁক করলেন এবং তার লজ্জাস্থানে চুম্বন করলেন।

ইবনে হিব্বান আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন যে, একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জিহ্বা দ্বারা হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু -কে চেটে দিচ্ছিলেন। এমনকি অন্যান্য শিশুরা তার জিহ্বার লাল বর্ণটুকুও দেখতে পাচ্ছিল। আর তখন সেখানে উওয়াইনা ইবনে বদর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও উপস্থিত ছিলেন। এ অবস্থা অবলোকন করে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললেন, আমি দেখতে পাচ্ছি যে, আপনি এরূপ করেছেন। আল্লাহর শপথ! আমার একটি সুন্দর ফুটফুটে সন্তান রয়েছে।

কিন্তু আমি কোনো দিনও এরকমটা করিনি। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি দয়া করে না তার প্রতি দয়া করা হয় না।

আবু হাসান আয যাহহাক আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর লালা চুষতে দেখেছি– যে রকমভাবে লোকেরা খেজুর চুষে সে রকমভাবে।

www.pathagar.com

১০৬.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে সাদৃশ্যতা

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, মানুষের মধ্যে হাসান হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বুক থেকে মাথা পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ। আর হুসাইন হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরবর্তী অংশের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

১০৭.

জান্নাতবাসীদের একজন

ইবনে হিব্বান, ইবনে সাদ, আবু ইয়ালা, ইবনে আসাকীর প্রমুখ হাদীস বিশারদগণ তাদের নিজ নিজ গ্রন্থে জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি জান্নাতী কোনো যুবককে দেখে আনন্দ পেতে চায় সে যেন হুসাইন ইবনে আলীকে দেখে নেয়। কেননা আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এরকম কথাই শুনেছি।

১০৮.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পিঠের ওপর খেলাধুলা

আবু কাসেম আল বাগাবী মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান থেকে, তিনি আবু লাইলা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে একত্রে অবস্থান করছিলাম। এমতাবস্থায় হুসাইন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোলে ছিল এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিঠে ও পেটের ওপর উঠে খেলা করছিল। কিছুক্ষণ পর সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শরীরে প্রস্রাব করে দেয়। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামান্য পানি চাইলেন। অতঃপর তাকে তা দেয়া হলে তিনি তার দ্বারা নিজে কাপড়ে ছিটিয়ে দিয়ে পবিত্র করে নেন।

www.pathagar.com

১০৯.
হুসাইন আমার থেকে আমি হুসাইন থেকে

সাঈদ ইবনে মানসুর ইমাম তিরমিযী হতে হাসান সূত্রে ইয়ালা ইবনে মুররা আলা আমেরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হুসাইন আমার থেকে এবং আমি হুসাইন থেকে। যে ব্যক্তি হুসাইনকে ভালোবাসবে, আল্লাহও তাকে ভালোবাসবেন। আর হুসাইন আমার বংশধর থেকেই একজন।

ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হাসান ও হুসাইন আমার বংশধরদের থেকে দু'জন।

ইমাম ত্বরানী তার মুজামুল কাবীর গ্রন্থে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি একে অর্থাৎ হুসাইনকে ভালোবাসবে, আমি তাকে ভালোবাসব।

ইমাম হাকেম আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, হে আল্লাহ! আমি একে ভালোবাসি, কাজেই তুমিও তাকে ভালোবাস (অর্থাৎ হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু -কে)।

১১০.
হুসানই রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর কান্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কষ্টানুভব

আবু কাসেম আল বাগাবী ইয়াযীদ ইবনে আবু যিয়াদ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর বাড়ি থেকে বের হলেন এবং ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর দরজার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কি জান না যে, তার কান্নাতে আমার কষ্টানুভব হয়?

www.pathagar.com

১১১.

ভাই হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু -এর প্রতি হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু -এর উপদেশ

কোন একদিন হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বপ্নে তার চোখের সামনে সূরা ইখলাস কোনো কিছুতে লিখা দেখতে পেলেন। ফলে তিনি আনন্দিত হলেন। অতঃপর সাঈদ ইবনে মুসাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু উপস্থিত হলে তাকে এ সম্পর্কে অবগত করা হলো। তখন তিনি বললেন, তুমি যদি এই স্বপ্ন সত্যিই দেখে থাক, তবে বল, তুমি আর কত সময় বেঁচে থাকবে?

এরপর দেখা গেল যে, তিনি ঠিক পরেদিনই মৃতুবরণ করেন। তখন তিনি তার ভাইকে উপদেশ দিয়ে যান যে, তিনি যেন খিলাফত কামনা না করেন এবং দুনিয়ার দিকে মনোযোগ না দেন। এভাবে তিনি আরো অনেক উপদেশ দান করেন।

১১২.

হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু -এর হত্যার ব্যাপারে ভবিষ্যত বাণী

ইমাম ত্বরানী তার মুজামুল কাবীর নামক গ্রন্থে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণনা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জিবরাঈল আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, আমার ছেলে হুসাইনকে তাফ নামক ভূমিতে হত্যা করা হবে। আর সেখানকার একাংশ মাটি আমার কাছে পৌঁছেছে। অতঃপর আমাকে এ সংবাদও দেন যে, সে মাটিতেই তাকে দাফন করা হবে বা কবর দেয়া হবে।

১১৩.

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর উম্মতই তাকে হত্যা করবে

ইমাম আহমদ (রহ.) আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা মৃত্যুর ফেরেশতা ও বৃষ্টির ফেরেশতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরে প্রবেশ করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করল। তখন তিনি তাদেরকে অনুমতি দান করেন এবং উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা -কে বললেন, তুমি আমাদেরকে পাহাড়া দাও যে, এখানে যেন অন্য কেউ প্রবেশ করতে না পারে। অতঃপর হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু দৌড়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরে প্রবেশ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাঁধের ওপর উঠে গেলেন। তখন একজন ফেরেশতা বললেন, আপনি কি একে ভালবাসেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। ফেরেশতা বললেন, আপনার উম্মত তাকে হত্যা করবে।

www.pathagar.com

আপনি যদি ঐ স্থানের মাটি দেখতে চান, তবে তা আমি দেখিয়ে দিতে পারব। রাবী বলেন, অতঃপর ঐ ফেরেশতা তার এক হাত দ্বারা অপর হাতের ওপর মারল। ফলে রাসূল ﷺ তার হাতে কিছু লাল মাটি দেখতে পেলেন। অতঃপর তা উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর হাতে দিলেন। আর তিনি তা একটি কাপড়ের মধ্যে বেঁধে রেখে দেন।

রাবী বলেন, এরপর আমরা শুনতে পাই যে, তিনি কারবালার প্রান্তরে শাহাদাত বরণ করেন।

১১৪.

ইরাকের মাটিতে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর মৃত্যুর সংবাদ

ইমাম বাইহাকী ওয়াহাব ইবনে রাবীয়ার সূত্রে উম্মে সালাম রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, একদিন রাসূল ﷺ রাত্রে বিছানায় শয্যা গ্রহণ করলেন। অতঃপর তিনি জেগে উঠলেন, তখন তিনি খুবই দুর্বলতা অনুভব করছিলেন। এরপর আবার শয়ন করলেন এবং কিছুক্ষণ পর জেগে উঠেন। আর তখনও তিনি দুর্বলতা অনুভব করছিলেন। এরপর আবারও শয়ন করলেন, কিন্তু সামান্য সময়ের পর পুনরায় তিনি জাগ্রত হয়ে গেলেন। তখন তার হাতে ছিল লাল বর্ণের মাটি। তারপর তিনি সে মাটিগুলোতে চুম্বন করলেন।

উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এগুলো কিসের মাটি? তিনি বললেন, জিবরাঈল আমাকে সংবাদ দিয়েছে যে, আমার এই ছেলেকে অর্থাৎ হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু -কে ইরাকের মাটিতে হত্যা করা হবে। তখন আমি জিবরাঈলকে বললাম, সে যে ভূমিতে নিহত হবে সে ভূমির কিছু মাটি আমাকে দেখাও। জিবরাঈল বললেন, এই হলো সেই মাটি।

ইমাম বাযযার আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী ﷺ-এর হুজরায় বসে অবস্থান করছিলেন। তখন জিবরাঈল (আ) রাসূল ﷺ-কে বললেন, আপনি কি একে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালোবাসেন? তখন তিনি বললেন, কেনই বা ভালোবাসব না, সে তো একটি ফলস্বরূপ, যা দ্বারা আমি পরিতৃপ্তি লাভ করি। তখন জিবরাঈল (আ) বললেন, অচিরেই আপনার উম্মত একে হত্যা করে ফেলবে। আপনি যদি চান তবে তার কবরের জায়গাটি আপনাকে দেখাতে পারি। অতঃপর তিনি এক মুষ্টি লাল মাটি এনে দেখালেন।

www.pathagar.com

১১৫.

ফুরাতের তীরে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নিহত

ইমাম আহমদ আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াহইয়া থেকে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা তিনি আমিরুল মুমিনীন আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর সাথে ভ্রমণ করছিলেন। অতঃপর যখন তিনি ফুরাত নদীর তীর দিয়ে অতিক্রম করছিলেন তখন বললেন, হে আবু আবদুল্লাহ! তোমার কল্যাণ হোক। তখন আমি বললাম, কি ব্যাপার হে আমিরুল মুমিনীন! তখন তিনি বললেন, একদা আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আগমন করলাম। তখন তার দুই চোখে দুটি বিষয় ফুটে উঠছিল। অতঃপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কি হয়েছে? তখন তিনি বললেন, এই মাত্র জিবরাঈল (আঃ) আমার কাছে এসেছিলেন। তিনি আমাকে এ সংবাদ দেন যে, হুসাইনকে ফুরাত নদীর তীরে হত্যা করা হবে। জিবরাঈল (আ) আমাকে বলছিলেন, আপনি কি সে মাটিকে দেখতে চান। তখন আমি বললাম, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি এক মুষ্টি মাটি এনে আমাকে দিলেন আমি তা গ্রহণ করলাম। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এরপর আমি অপর বিষয়টি জিজ্ঞেস করতে ভুলে যাই।

অপর এক বর্ণনায় ইমাম আহমদ আবু উমামা আল বাহেলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্ত্রীদেরকে বলেন, তোমরা এই ছেলেকে অর্থাৎ হুসাইনকে কাঁদিও না। আর তখন ছিল উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর পালার দিন। সেদিন জিবরাঈল (আ) পৃথিবীতে অবতরণ করলেন। ফলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা -কে বললেন, এই ঘরে কাউকে প্রবেশ করতে দিও না। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল যে, হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু আসলেন। কিন্তু উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাকে প্রবেশ করতে বারণ করলেন। এতে তিনি কান্না শুরু করে দিলেন, ফলে তাকে ছেড়ে দেয়া হয় এবং তিনি ভেতরে প্রবেশ করেন। এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কুলে গিয়ে বসেন। তখন জিবরাঈল (আ) বললেন, অচিরেই আপনার উম্মত একে হত্যা করে ফেলবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যারা তাকে হত্যা করবে তারা কি মুমিনদের মধ্য হতে কেউ থাকবে? জিবরাঈল (আ) বললেন, হ্যাঁ, আপনি কি সে স্থানের মাটির একাংশ দেখতে চান?

www.pathagar.com

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল ﷺ বলেন, হে জিবরাঈল! আমার প্রতিপালক কি এ সিদ্ধান্তটিকে ফিরিয়ে নিতে পারেন না? তখন তিনি বললেন, না। কেননা, এ বিষয়টি ফায়সালা হয়ে গেছে, ফলে তা সংঘটিত হবেই।

ইমাম আহমদ আয়েশা অথবা উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে আরো একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, এইমাত্র আমার ঘরে এমন একজন ফেরেশতা প্রবেশ করেছিল, যিনি ইতোপূর্বে আর কখনো আমার কাছে আসেননি। তিনি আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, আপনার ছেলে হুসাইনকে হত্যা করা হবে। আপনি যদি চান তবে সে যেখানে নিহত হবে তার মাটি এনে দেখাতে পারি। রাবী বলেন, এরপর তিনি কিছু লাল বর্ণের মাটি এনে আমাকে দেখান।

ইমাম বাগাবী আনাস ইবনে হারেস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ থেকে শুনেছি যে, তিনি বলেন, নিশ্চয় আমার এই ছেলে অর্থাৎ হুসাইন একটি ভূমিতে হত্যা করা হবে, যার নাম হবে কারবালা। সুতরাং যে ব্যক্তি সে সময় উপস্থিত থাকবে, সে যেন তাকে সাহায্য করে। রাবী বলেন, পরবর্তীতে কারবালার সেই ঘটনায় আনাস ইবনে হারেস উপস্থিত ছিলেন এবং হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর সাথে থেকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। অত:পর তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

১১৬.

কারবালার প্রান্ত দিয়ে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু -এর অতিক্রম

ইবনে সাদ আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, একদা তিনি কারবালা দিয়ে সিফফীন নামক স্থানে আগমন করছিলেন। অতঃপর তিনি এ ভূমির নাম জিজ্ঞেস করলেন। তখন তাকে জানানো হলো যে, এ ভূমির নাম কারবালা। অতঃপর তিনি সেখানে অবতরণ করলেন এবং একটি গাছের নিচে নামায পড়লেন। আর বললেন, এখানে কতিপয় লোক শহীদ হবে, যারা শহীদদের মধ্যে অত্যাধিক মর্যাদাপূর্ণ। তারা বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এমতাবস্থায় তিনি সে স্থানটির দিকে ইশারা করছিলেন। এরপর একদিন জানা গেল যে, সে স্থানে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হন।

www.pathagar.com

১১৭.

উম্মে সালামা এবং ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু -এর স্বপ্ন

আলী ইবনে যায়েদ বলেন, একদা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে বললেন, আল্লাহর শপথ! হুসাইনকে হত্যা করা হয়েছে। তখন তার সাথিরা বলল, কখনোই না। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি স্বপ্নে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে একটি রক্তমাখা মুরগি দেখেছি। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, তোমরা কি লক্ষ্য করছ না, আমার উম্মতের মধ্যে এসব কী সংঘটিত হচ্ছে? তারা আমার ছেলে হুসাইনকে হত্যা করেছে, আর এটা হচ্ছে তার রক্ত। জেনে রেখ, আমার সাথিদের রক্ত আল্লাহ কাছে পৌঁছে।

রাবী বলেন, অতঃপর ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু যে দিনটিতে যে সময় স্বপ্ন দেখেছিলেন, সে সময়টি লিখে রাখা হয়। এর কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর সংবাদ আসে যে, ঐ দিন এবং ঐ সময় হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু -কে হত্যা করা হয়।

ইমাম তিরমিযী (র) সুলামী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা আমি উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর কাছে গেলাম। তখন তিনি অঝোর ধারায় কাঁদছিলেন। ফলে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কাঁদছেন কেন? তখন তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে স্বাপ্নে দেখেছি যে, তার মাথা ও দাড়ির মধ্যে মাটি লেগে আছে। এ অবস্থা দেখে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করি, হে আল্লাহ রাসূল! আপনার এ অবস্থা কেন? আপনার কি হয়েছে? তখন তিনি বললেন, এমাত্র হুসাইনকে হত্যা করা হয়েছে।

১১৮.

হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু -এর হত্যার কারণে জিনদের কান্না

একটি একক বর্ণনায় বর্ণিত রয়েছে যে, হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর মৃত্যু পর কারবালাবাসীরা প্রায়ই জিনদের কান্নার আওয়াজ শুনতে পেত। তখন জিনেরা বলত, হে হুসাইনকে অন্যায়ভাবে হত্যাকারীরা! তোমরা শাস্তির সংবাদ গ্রহণ করো। কেননা, জমিন ও আসমানের সবকিছু তোমাদের জন্য বদদোয়া করছে এবং নবীরাও তোমাদের জন্য বদদোয়া করছে।

www.pathagar.com

১১৯.

কারামতসমূহ

আবু নাঈম তারিক ইবনে লুহাই (রহ.)-এর সূত্রে আবু কুবাইল রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন হত্যাকারীরা হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু -কে হত্যা করেন, তখন তারা প্রথমে তাঁর মাথাটাকে বিচ্ছিন্ন করে এবং তার মাথার অগ্রভাগে বসে মদ পান করতে থাকে। এমতাবস্থায় সে একটি জীর্ণশীর্ণ লোহার কলমের উদয় হলো এবং সে কলমটি রক্তের কালি দিয়ে লিখল যে, তোমরা কি হুসাইনকে হত্যা করে কিয়ামতের দিন তার দাদার শাফায়াত পাওয়ার আশা পোষণ করছ?

এ অবস্থা দেখে হত্যাকারীরা সেখান থেকে পলায়ন করল এবং তার মাথাটাকে ছেড়ে দিল। এরপর আবার ফিরে আসল।

ইবনে আসাকীর মিনহাল ইবনে আমর থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! যখন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর মাথাটিকে বহন করে নিয়ে আসা হয়, তখন সে দৃশ্যটি আমি অবলোকন করেছি। আর তখন আমি দামেশকে অবস্থান করছিলাম। আর যে ব্যক্তি মাথাটি বহন করে নিয়ে এসেছিল সে তখন সূরা কাহাফ পাঠ করছিল। লোকটি পড়তে পড়তে যখন এ আয়াত পর্যন্ত গেল যে-

اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ كَانُوْا مِنْ اٰيَاتِنَا عَجَبًا-

অর্থাৎ তুমি কি মনে কর যে, গুহা ও পাহাড়ের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি বিস্ময়কর নিদর্শন ছিল?

তখন আল্লাহ তায়ালা সে মাথাটির জবান খুলে দিলেন। ফলে সে কথা বলে উঠল যে, আমাকে হত্যা করা ও বহন করে নিয়ে আসাটা কাহাফবাসীদের থেকেও বেশি আশ্চার্যান্বিত।

www.pathagar.com

১২০.

যুদ্ধ শুরুর পূর্বে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর ভাষণ

যুবাইর ইবনে কিবার মুহাম্মদ ইবনে হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু নিশ্চিত হলেন যে, তারা তাদের সাথে লিপ্ত হবে। তখন তিনি তার অনুসারীদের উদ্দেশ্য ভাষণ দানের জন্য উঠে দাঁড়ালেন। এরপর প্রথমে তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলেন। অতঃপর বললেন, আমাদের ওপর যে পরিস্থিতি উপনীত হয়েছে তা সবাই দেখতে পাচ্ছ। নিশ্চয় দুনিয়া আমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেছে, দুনিয়ার কল্যাণ আমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। বর্তমানে আমরা এক কঠিন সময় অতিক্রম করছি। তাছাড়া তোমরা কি এটা দেখতে পাচ্ছ না যে, হক কোনো কাজে আসছে না এবং বাতিল থেকে কেউ নিষেধ করছে না? আর মুমিনরা আল্লাহর সাক্ষাত লাভের জন্য উৎসাহিত অনুপ্রেরণা পাচ্ছে না? কাজেই আমি প্রকৃত সফলতা মৃত্যু ব্যতীত অন্য কিছুতেই দেখতে পাচ্ছি না। কেননা যালিমদের সাথে জীবিত থাকাটা অত্যন্ত নিন্দনীয় ও অপমানজনক।

রাবী বলেন, উক্ত বক্তব্যের মাঝে তিনি অনেক কান্না করেন। অতঃপর তিনি এবং তার সাথিগণ সারা রাত সালাত ও ইস্তেগফার কামনা করেন।

১২১.

যায়নব ও তার ভাইয়ের হত্যা

আবু বকর আল আনবারী বলেন, যখন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু -কে হত্যা করা হয়, তখন তার বোন যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা পর্দা থেকে মুখ, মাথা বের করলেন এবং অতি উচ্চস্বরে কবিতাকারে বলছিলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে কি বলে গেছেন আর তোমরা কি করছ? তোমরা তো শেষ উম্মত। অথচ তোমরা যাকে হত্যা করছ, সে তো তোমাদের মধ্যে অতি উত্তম এবং সর্বত্র প্রশংসিত ব্যক্তি। সুতরাং তোমরা যদি কোনো উত্তম ব্যক্তিকে দেখতে চাও, তবে তোমরা তাকে অতি সুন্দর ও উত্তম ব্যক্তি হিসেবেই দেখতে পেতে যাকে দেখে দর্শকরা আনন্দ লাভ করে এবং বিশ্ববাসীর ওপর তাকে

www.pathagar.com

সর্বোচ্চ মর্যাদা আসীন করতে চাইবে। আর তোমরা যদি কোন নম্র ও ভদ্র ব্যক্তিকে দেখতে চাও, তবে তোমরা তাকে অন্যান্য লোকদের চেয়ে অধিক নম্র ও লজ্জাশীল হিসেবেই দেখতে পাবে, যাকে দেখে লোকের মন প্রশান্তি লাভ করে এবং দৃষ্টি অবনিত হয়। জেনে রেখ, যে ব্যক্তি উদার ও মহৎ সেই হচ্ছে প্রকৃত সফলকাম। আর যে ব্যক্তি কৃপণ সেই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি পথভ্রষ্ট ও নিকৃষ্ট। সুতরাং যে ব্যক্তি তার এ ভাইয়ের কল্যাণ চায়, সে যেন তাকে আগামীকাল তাকে তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে দেয়।

১২২.

ইরাকে যাত্রা ও সাহাবীদের নিষেধাজ্ঞা

ইবনে হিব্বান ও আবু দাউদ আত তায়ালুসী শুবা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরাক অভিমুযখে যাত্রা করেন তখন ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু পথিমধ্যে ভ্রমণের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় রাত্রিতে মদিনায় তার সাথে সাক্ষাত লাভ করেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, আপনি কোথায় যেতে ইচ্ছে করছেন? হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ইরাক অভিমুখে। তখন তার সাথে ছিল ইরাকবাসী কর্তৃক প্রেরিত একটি পত্র। এরপর ইবনে ওমর বললেন, আপনি সেখানে যাবেন না। হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এই হচ্ছে তাদের চিঠি ও বাইয়াত পত্র। তখন ইবনে ওমর বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তার নবীকে দুনিয়া ও আখিরাতে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং তাকে আখিরাতের জন্য মনোনীত করেছেন। আর আপনি হচ্ছেন সেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরই বংশধর। আল্লাহর শপথ! তারা কেউ আপনার আনুগত্য স্বীকার করতে চাইবে না; বরং তারা আপনার সাথে বেঈমানী করবে। আর যারা আপনার কল্যাণ কামনা করেছিল, তারা আপনার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। কেননা, তাদের চরিত্রই এরকম। আর ইতোপূর্বে তারা আপনার পিতাকেও হত্যা করেছে। সুতরাং আপনি ফিরে যান। কিন্তু হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন, এই হচ্ছে তাদের আবেদনপত্র ও বাইয়াতপত্র। অতঃপর ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আলোচনায় ব্যর্থ হলেন এবং হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর সাথে আলিঙ্গন করলেন। তারপর ফিরে গেলেন।

www.pathagar.com

বিশর ইবনে গালেব বর্ণনা করেন। যখন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরাক অভিমুখে যাত্রা শুরু করতে ইচ্ছা পোষণ করেন তখন আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু -কে বললেন, আপনি কি এমন একটি সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছেন, যারা আপনার পিতাকে হত্যা করেছে এবং আপনার ভাইয়ের বিরুদ্ধে অপবাদ দিয়েছে? তখন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, কেননা যেসব স্থানে হত্যা করাটা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বৈধ বলে ঘোষণা করেছেন, সে সব স্থান থেকে এই স্থানেই মৃত্যুবরণ করাটাকে আমি অধিক পছন্দ করি।

১২৩.

হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর হত্যাকারীর পরিণাম

ওমর আল মালা বলেন, যুদ্ধ চালাকালীন অবস্থায় এক সময় হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু চিৎকার বলে উঠলেন, আমাকে একটু পানি দাও। তখন এক ব্যক্তি তার ওপর তীর নিক্ষেপ করল। ফলে তা তার চোয়ালে শক্তভাবে আঘাত করল। তখন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহ যেন তোমাকেও আমার সামনে এ অবস্থা করে দেন। এর কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, ঐ ব্যক্তিটি তীর বিদ্ধ অবস্থায় ফুরাত নদীর দিকে যাচ্ছে। তারপর সে ফুরাত নদী থেকে পানি পান করে এবং মৃত্যুর মুখে ঢলে পরে।

আব্বাস ইবনে হিশাম ইবনে মুহাম্মদ আল কুফী তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, অতঃপর হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর দিকে একটি তীর নিক্ষেপ করা হয়। ফলে তা তার গলায় বিদ্ধ হয়। তখন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু পান করার জন্য একটু পানি প্রার্থনা করেন। কিন্তু কেউ তাতে সাড়া দিল না। এরপর তিনি নিজেই পানির দিকে তথা ফুরাত নদীর দিকে যেতে লাগলেন। তখন তার মাঝে ও পানির মাঝে একটি বর্ষা নিক্ষেপ করা হলো। অতঃপর হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহ! তুমি তাকেও প্রবলভাবে পিপাসার্ত রেখ।

সাঈদ ইবনে মানসুর আবু মুহাম্মদ আল হেলাল হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হত্যাকাণ্ডে দুই ব্যক্তি জড়িত ছিল। হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু কে হত্যা ফলে তারা করুণ অবস্থা পতিত হলো। তাদের একজনকে পিপাসা দ্বারা কষ্ট দেয়া হয়েছিল। যখন সে কোনো কিছু পান করতে চাইত,

www.pathagar.com

তখন সে শুধু রক্ত দেখতে পেত। আর অপরজনকে দীর্ঘ জীবন দ্বারা কষ্ট দেয়া হয়েছিল। সর্বদায় তার গলায় বিশাল একটি ভাঁজ পড়ে থাকত, দেখতে ঠিক একটি রশির মতো।

ইমাম আহমদ আবু রেজা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তোমরা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আহলে বাইতের কাউকে গাল-মন্দ করে না। কেননা, তিনি আমাদের থেকে বিদায় হয়ে গেছেন। এরপর হাজীম গোত্র থেকে এক ব্যক্তি কুফায় আগমন করে বলল, তোমরা কি একজন ফাসেকের ছেলে ফাসেককে দেখতে চাও? তবে একে অর্থাৎ হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু -কে দেখ– আল্লাহ তাকে নিহত করেছেন। রাবী বলেন, এ কথা বলা অবস্থাতেই আল্লাহ তায়ালা দুটি কাক প্রেরণ করলেন। ফলে তারা এসে তার চোখে আক্রমণ করে তাকে বিরতের অন্ধ করে দেয়।

১২৪.

রক্তের বৃষ্টি

জাফর ইবনে সুলাইমান বলেন, আমার খালা উম্মে সালামা আমার নিকট হাদিস বর্ণনা করে বলেন, যখন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু -কে হত্যা করা হয়, তখন আমাদের ঘরবাড়ি ও তাবুগুলোর ওপর রক্তিম বর্ণের বৃষ্টি বর্ষিত হতে লাগল। এরপর আমাদের এ সংবাদ পৌঁছে যে, খুরাসান, শাম ও কুফাতেও এ ধরনের বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে।

আবু নাঈম তার দালাইল নামক গ্রন্থে নাযরাতা আল আযাদী হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন হুসাইন ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু -কে হত্যা করা হয়, তখন আকাশ থেকে আমাদের ওপর রক্তের বৃষ্টি বর্ষিত হতে লাগল। অতঃপর যখন আমরা সকালে উপনীত হলাম, তখন আমরা আমাদের বাড়িঘরের ছাদে, কূপ ও নালাগুলোতে রক্তের চিহ্ন দেখ পাই।

www.pathagar.com

১২৫.

হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু -এর সন্তান-সন্ততি

মুহিব্বুত তাবারী তার আয যাখাইর নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেন, হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর ৬ জন ছেলে সন্তান ও ৩ জন কন্যা সন্তান ছিল। তার মধ্যে জাফর, সাকিনা ও ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর সাথেই শহীদ হয়ে গিয়েছিল। ইরশাদ গ্রন্থের লেখক বলেন, হুসাইন ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর ৬ জন সন্তান ছিল। তারা হলেন,

১. আলী ইবনে হুসাইন আল আসগার, যার উপনাম হচ্ছে আবু মুহাম্মাদ এবং উপাধী হচ্ছে যায়নুল আবেদীন। আর তার মা হচ্ছেন শাহ যামান বিনতে কিসরা আনু শারওয়ান, যিনি ছিলেন পারস্যের বাদশাহ।

২. আলী ইবনে হুসাইন আল আকবার। তিনিও তার পিতার সাথে মৃত্যু বরণ করেন। তার মাতা ছিলেন, লাইলী বিনতে মুররা ইবনে উরওয়া ইবনে মাসউদ আস সাকাফী।

৩. জাফর ইবনে হুসাইন– তার মাতা ছিলেন কুযাআ, যিনি হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করেন।

৪. আবদুল্লাহ ইবনে হুসাইন। সে ছোটকালেই তার পিতার সাথে মৃত্যুবরণ করেন। কারবালার যুদ্ধে একটি তীর এসে তার শরীরে বিদ্ধ হলে তিনি নিহত হন।

৫. সাকিনা বিনতে হুসাইন। তার মাতা ছিলেন রিবাব বিনতে ইমরুল কায়েস ইবনে আদন আল কালবিয়া।

৬. ফাতেমা বিনতে হুসাইন। তার মাতা ছিলেন উম্মে ইসহাক বিনতে তালহা বিনতে উবাইদুল্লাহ আত তামীমী।

আবার কেউ কেউ হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর সন্তানদের সংখ্যা আরো দুজন বৃদ্ধি করেছেন। আর তারা হলেন,

১. ওমর ইবনে হুসাইন ও

২. মুয়াক্কাব ইবনে হুসাইন।

www.pathagar.com

১২৬.

উহুদ যুদ্ধে ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা -এর অংশগ্রহণ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাওয়াতী জীবনে ইসলামের প্রথম যুগের সাহাবীদের মতো যেমন আবু বকর, ওমর, উসমান, তালহা, যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং অন্যান্য সাহাবীদের মতো ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা এবং তাঁর স্বামী আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও বেশ কিছু ভূমিকা রেখে যান। তিনি যে কোনো ধরনের বিপদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহায্যে এগিয়ে আসতেন। তারই ধারাবাহিকতায় উহুদ যুদ্ধেও তিনি উপস্থিত হন। মদিনা থেকে যেসব মহিলা মুসলিম সেনা বাহিনীর অনুকরণ করছিলেন, ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা -তাদের সাথেই একত্রে অবস্থান করেন। সে যুদ্ধে শুরু দিকে মুসলিমদের বিজয়ে পূর্বাভাস পাওয়া গেলেও, অবশেষে তারা বিবস্ত্র হয়ে যায় এবং প্রায় সকলেই আঘাতপ্রাপ্ত হয়। আর ৭০ জন মুসলিম শহীদ হয়। কেননা, তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশ অমান্য করেছিল এবং গনিমতের লোভ তাদেরকে আঁকড়ে ধরেছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৫০জনের একটি তীরন্দাজ দলকে উহুদ পাহাড়ের পেছন দিকের গিরিপথে অবস্থান করতে পাঠিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে, তোমরা আমাদের পেছন দিকটি নিরাপদ রেখ। যদি তোমরা দেখতে পাও যে, আমাদের সবাইকে মেরে ফেলা হচ্ছে এবং আমরা কোনো সাহায্যপ্রাপ্ত হচ্ছি না অথবা আমরা সবাই গনীমতের মাল সংগ্রহ করছি, তবুও তোমরা আমাদের আদেশ না আসা পর্যন্ত তোমাদের জায়গা থেকে পিছু হঠবে না। কিন্তু তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশ ভুলে গিয়েছিল। যখন তারা মনে করল যে, যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে এবং সকলে গনীমতের মাল সংগ্রহ করতে ব্যস্ত, তখন তারা আর নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারল না। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশ অমান্য করে নিজেদের স্থান ত্যাগ করে চলে আসল এবং অন্যান্য মুসলমানদের সাথে গনীমতের মাল সংগ্রহ করতে লাগল। এদিকে কাফের বাহিনী এ সুযোগে পেছনের রাস্তা দিয়ে খালিদ বিন ওয়ালীদের নেতৃত্বে একটি দল হঠাৎ আক্রমণ করে বসল। আর এতে মুসলিম বাহিনী বিপর্যস্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। অনেক সাহাবীই আহত হলো, এমনকি স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আহত হলেন।

www.pathagar.com

অতঃপর যুদ্ধ শেষে সকলেই মদিনায় ফিরে যান। সকলেই আপন আপন আহতের সেবা করতে থাকেন। ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা ও পিতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সেবা করতে থাকেন। যুদ্ধ থেকে ফিরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমেই ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর বাড়িতে প্রবেশ করেন।

ইবনে ইসহাক বলেন, যুদ্ধ শেষে যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পরিবারের কাছে ফিরলেন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার তরবারিটি ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -কে দেন এবং বলেন, হে আমার মেয়ে! তুমি এ তরবারি থেকে রক্তগুলো ধুয়ে নিয়ে আসো। অতঃপর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তার তরবারিটি ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -কে দিয়ে বললেন, এটিও ধুয়ে নিয়ে এসো। এরপর ফিরে এসে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আহত স্থানে পট্টি বেঁধে দেন।

ইমাম বুখারী (রহ) বলেন, আবু হাযিম সাহল ইবনে সাদ' রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাঁকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে উত্তরে তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! সে সময় যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জখমকে ধৌত করেছেন এবং যিনি পানি ঢেলেছেন, তা আমি অবশ্যই জানি। আর কি দিয়ে তাঁর চিকিৎসা করা হয়েছিল তাও জানি।

সাহ্‌ল ইবনে সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কন্যা ফাতেমা তা ধুয়ে দিচ্ছিলেন আর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু পানি এনে ঢালছিলেন। ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা যখন দেখলেন, পানি ঢালায় কোনো ক্রমেও রক্ত বন্ধ হচ্ছে না, বরং আরো বাড়ছে। তখন তিনি একটুকরা চাটাই নেন এবং তা পুড়িয়ে ছাই লাগিয়ে দেন। এরপর রক্ত বন্ধ হয়ে যায়। ঐ দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ডান দিকের একটি দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছিল, চেহারা মুবারক জখম এবং শিরস্ত্রান ভেঙ্গে মাথায় ঢুকে গিয়েছিলে।

১২৭.

স্বামীর জন্য সাঁজগোজ এবং দ্বীনী জ্ঞান

একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ইয়ামান থেকে কিছু মাল আসে। আর তা তারা হজ্জের মওসুমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে দিয়ে যায়, যে ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তাদের ইতোপূর্বেই চুক্তি হয়েছিল। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

www.pathagar.com

এ মাল থেকে নিজ মেয়ে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -কে এক সেট পোশাক দিলেন। অতঃপর সে পোশাক পরিধান করে একটু সাঁজগোজ করে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর সামনে এলেন। কিন্তু আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তার সাঁজগোজের দিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ করলেন না, উল্টো প্রশ্ন করে বসলেন, তুমি এটা কীভাবে করতে পারলে? অথচ তুমি হজ্জের জন্য ইহরাম বেধেছ। অতঃপর ফাতেমা একটু গুরুত্বের সাথে তার প্রতিউত্তরে বললেন, আমার পিতা আমাকে এরকমটা করতে আদেশ দিয়েছে।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এরপর আমি এ বিষয়ে জানার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে গেলাম। তখন তিনি বলেন, ফাতেমা ঠিকই বলেছে, আমি তাকে এ বিষয়ে আদেশ করেছি।

রাবী বলেন, এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সরাসরিভাবে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -কে এ আদেশ দেননি বরং তিনি বলেছিলেন, যার সাথে হাদি অর্থাৎ কুরবানীর পশু নেই, সে যেন হালাল হয়ে যায়। অর্থাৎ ইহরাম খুলে ফেলে এবং ওমরা পালন করে নেয়। এমতাবস্থায় যেহেতু ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর কাছে কোনো হাদি ছিল না, তাই তিনি হালাল হয়ে যান এবং সাঁজসজ্জা করেন, যা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বোধগম্য করতে পারেননি। আর এ প্রকার হজ্জের নাম হচ্ছে হজ্জে তামাত্তু।

১২৮.

মাটির পিতা

কুতাইবা ইবনে সাঈদ (রহ) সাহল ইবনে সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, মারওয়ান বংশের এক লোক মদিনার শাসনকর্তা নিয়োগপ্রাপ্ত হলো, সে সাহলকে ডেকে এনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু -কে গালি-গালাজ করতে বলল। সাহল রাদিয়াল্লাহু আনহু এতে অস্বীকৃতি জানালেন। শাসক লোকটি বলল, তুমি যদি গালি নাই দাও তবে অন্তত এটুকু বলো যে, আবু তুরাবের ওপর আল্লাহর লানাত বর্ষিত হোক। সাহল রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর নিকট কোনো নামই এর চেয়ে বেশি পছন্দনীয় ছিল না। এ নামে ডাকলে তিনি আনন্দিত হতেন। সে লোক বলল, তাহলে আবু তুরাব নাম হওয়ার কাহিনী বর্ণনা করো। তিনি বললেন

www.pathagar.com

যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর গৃহে আসলেন; কিন্তু আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কে গৃহে পেলেন না। ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -কে প্রশ্ন করলেন, তোমার চাচাত ভাই কোথায়? ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, তাঁর আর আমার মধ্যে একটা কিছু ঘটেছিল যার ফলে তিনি রাগ করে বের হয়ে গেছেন, আর তিনি আমার নিকট ঘুমাননি। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক লোককে বললেন, দেখ তো, আলী কোথায়? লোকটি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি মসজিদে ঘুমিয়ে আছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিকট গেলেন। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু শুয়েছিলেন। তাঁর এক পাশের চাদর সরে গিয়েছিল, ফলে গায়ে মাটি স্পর্শ করেছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটি ঝাড়তে শুরু করলেন এবং বললেন, হে আবু তুরাব! উঠো, হে আবু তুরাব! উঠো।

১২৯.

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু -এর আরো একটি বিবাহের প্রস্তাব

মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু জাহলের মেয়েকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব পাঠান। এ কথা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর নিকট পৌঁছলে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে যান এবং বলেন, আপনার জাতির লোকেরা আপনার বিষয়ে এ ধারণা পোষণ করে যে, আপনি আপনার মেয়ের স্বার্থ রক্ষার জন্য রাগ করেন না। তাই তো আলী আবু জাহেলের মেয়েকে বিবাহ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। হামদ ও সানা পাঠ করার পর তাঁকে এ কথা বলতে শুনলাম, আম্মা বাদ! অতঃপর আমি আবুল আস ইবনে রাবীর সঙ্গে আমার এক মেয়ে (অর্থাৎ যায়নাবের) বিয়ে দিয়েছিলাম। সে আমার সঙ্গে যে কথা বলেছে তাতে সে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। এটা নিশ্চিত যে, ফাতেমা আমার দেহেরই একটি টুকরো। তার কোনো কষ্ট হোক এটা আমি অপছন্দ করি। আল্লাহর শপথ! আল্লাহর রাসূলের মেয়ে ও আল্লাহর শত্রুর মেয়ে একজন ব্যক্তির স্ত্রী রূপে একত্রে বাস করতে পারে না। এ কথা শুনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ঐ বিয়ের প্রস্তাব বাতিল করে দেন।

www.pathagar.com

১৩০.

ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা -ঘরের দরজায় নকশা করা পর্দা

ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একদিন) ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা -এর বাড়িতে আসলেন। কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করলেন না। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আসলে ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা তাঁকে ব্যাপারটি জানালেন। তিনি (আলী) আবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বিষয়টি উল্লেখ করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তার ঘরের দ্বারে নকশা করা পর্দা টানানো দেখেছি। অতঃপর বললেন, দুনিয়া ও তার চাকচিক্য আমার কি প্রয়োজন? আলী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমার কাছে এসে এসব অবহিত করলেন। ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা বললেন, ঐগুলোর ব্যাপারে তাঁর যা ইচ্ছা আমাকে নির্দেশ দান করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেলেন, তুমি তা অমুক পরিবারের লোকদের কাছে পাঠিয়ে দাও, তিনি এমন পরিবারের কথা বললেন, যাদের খুবই প্রয়োজন রয়েছে।

১৩১.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা -কে উপদেশ

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ-

অর্থাৎ তোমার নিকটতম আত্মীয়-স্বজনকে ভয় দেখাও।

(সূরা শুআরা : আয়াত-২১৪)

যখন আয়াতটি নাযিল হয় তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল কুরাইশকে আহ্বান করে বললেন, হে কুরাইশ গোত্রের লোকেরা! অথবা এ ধরনের অন্য কোনো শর্তে (রাবীর সন্দেহ) নিজেদের বিক্রি করো; আমি তোমাদেরকে আল্লাহর (পাকড়াও) থেকে রক্ষা করতে পারব না (যদি তাঁর নাফরমানী করো)। হে বনী আবদে মানাফ! আমি তোমাদেরকে আল্লাহর (শাস্তি) থেকে রক্ষা করতে পারব না (যদি তোমরা তাঁর আনুগত্য না করো)। হে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র আব্বাস! আমি তোমাকে আল্লাহর (আযাব) থেকে রক্ষা করতে পারব না (যদি তাঁর) বিরোধিতা করো)। হে নবীর ফুফু সাফীয়া!

www.pathagar.com

আমি তোমাকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে পারি না (যদি তুমি তাঁর আনুগত্য না করো)। হে মুহাম্মদের কন্যা ফাতেমা! তুমি যা খুশি আমার সম্পদ থেকে চাও, কিন্তু আমি তোমাকে আল্লাহর (পাকড়াও) থেকে বাঁচাতে পারি না (যদি তুমি তাঁর আনুগত্য না কর)।

১৩২.

ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর দ্বারা উদাহরণ প্রদান

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। মাখযুমী সম্প্রদায়ের এক নারী চুরি করেছিল। তার এ ঘটনাটি কুরাইশদের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণকে ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন করে তুলল। (কারণ একটি অভিজাত পরিবারের মেয়ের হাত চুরির অপরাধে কেমন করে কাটা যেতে পারে!) তারা বলতে লাগল যে, তার এ বিষয়ে রাসূল ﷺ এর সঙ্গে কে (সুপারিশের) কথা বলবে? কয়েকজন বলল, যদি তাঁর কাছে কেউ এ কথা বলার সাহস করে তাহলে একমাত্র উসামা ইবনে যায়েদই করতে পারে। কেননা, তিনি রাসূল ﷺ-এর কাছে খুবই প্রিয় ব্যক্তি। অতঃপর উসামা রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে কথা বললেন। তখন রাসূল ﷺ বললেন, তুমি কি আল্লাহর (জারি করা) দণ্ডবিধানগুলোর মধ্যে একটি শাস্তির বিধান মাওকুফ করার বিষয়ে সুপারিশ করছ? অতঃপর তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং একটি ভাষণ দান করলেন। আর বললেন, তোমাদের পূর্বের জাতিগুলো এ জন্যেই ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের মাঝে যখন কোনো উচ্চবংশের লোক চুরি করত, তারা তাকে শাস্তি না দিয়েই মুক্তি দিয়ে দিত। আর যদি তাদের মধ্যে অসহায় গরিব কেউ চুরি করত, তবে তাকে শাস্তি দিত। আল্লাহর শপথ! যদি মুহাম্মদ ﷺ-এর কন্যা ফাতেমাও চুরি করে, তবে অবশ্যই তার হাতও কেটে ফেলব।

www.pathagar.com

১৩৩.

ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা ও রাসূল ﷺ -এর ওপর আবু জাহেলে নির্যাতন

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবান জুফী (রহ) ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। একদা নবী ﷺ হারাম শরীফের নিকট সলাত আদায় করছিলেন। আবু জাহেল ও তার সাথিরা অদূরে বসা ছিল। পূর্বদিন সেখানে একটি উট নহর করা হয়েছিল। আবু জাহেল বলল, কে অমুক গোত্রের উটের (নাড়ি-ভূড়িসহ) জরায়ুকে নিয়ে আসবে এবং মুহাম্মদ ﷺ যখন সিজদায় অবনত হবে, তখন তার দু'কাঁধের মাঝখানে তা রেখে দেবে? তখন সম্প্রদায়ের সবচাইতে হতভাগা দূরাচার লোকটি উঠে দাঁড়াল এবং তা নিয়ে আসল এবং যখন নবী ﷺ সিজ্‌দায় গেলেন তখন তাঁর দু'কাঁধের মাঝখানে তা রেখে দিল। তখন তারা সকলে মিলে হাসাহাসি করতে লাগলো এবং একে অপরের গায়ের ওপর ঢলে পড়তে লাগল। আর আমি তখন দাঁড়িয়ে তা দেখলাম। যদি আমার প্রতিরোধের সাধ্য থাকতো তবে আমি তা অবশ্যই রাসূল ﷺ-এর পিঠ থেকে ফেলে দিতাম। নবী ﷺ সিজ্‌দায় রইলেন এবং তিনি মাথা উঠাতে পারছিলেন না।

অবশেষে একব্যক্তি গিয়ে ফাতেমাকে সংবাদ দিল। ফাতেমা সাথে সাথে আসলেন। আর তিনি তখন বালিকা। তিনি তা তাঁর ওপর থেকে ফেলে দিলেন। তারপর তাদের দিকে মুখ করে তাদেরকে মন্দাচারের বিষয়ে বলছিলেন। অত:পর যখন নবী ﷺ সলাত সমাপন করলেন তখন উচ্চৈঃস্বরে তাদেরকে বদদুআ দিলেন আর তিনি যখন দুআ করতেন (সাধারণত) তিনবার করতেন এবং যখন কিছু প্রার্থনা করতেন তখন তিনি তিনবার করতেন। তারপর তিনি তিন তিনবার বললেন, ইয়া আল্লাহ! তোমার ওপরেই কুরাইশদের বিচারের ভার ন্যস্ত করলাম। যখন তারা তাঁর আওয়াজ শুনতে পেল তখন তাদের হাসি মুখ মলিন হয়ে গেল এবং তারা তাঁর বদ দুআয় ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। তারপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আবু জাহ্‌ল ইবনে হিশাম, উত্‌বাহ্‌ ইবনে রাবীআ, শাইবা ইবনে রাবীআ, ওয়ালীদ ইবনে উকবা, উমাইয়া ইবনে খালাফ ও উকবা ইবনে আবু মুআয়তের শাস্তির ভার তোমার ওপর ন্যস্ত করলাম। রাবী বলেন, তিনি সপ্তম আরেকজনের কথা উল্লেখ করেছিলেন। আমি তা স্মরণ রাখতে

www.pathagar.com

পারিনি। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে যে পবিত্র সত্তা সত্যসহ রাসূলরূপে প্রেরণ করেছেন, তাঁর কসম! তিনি যাদের নাম সেদিন উচ্চারণ করেছিলেন বদরের দিন তাদের পতিত লাশ আমি দেখেছি। তারপর তাদের হেঁচড়িয়ে বদরের একটি নোংরা কূপে নিক্ষেপ করা হয়েছিল।

১৩৪.

ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা -কে শিক্ষা প্রদান

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা ডেকে বলেন, হে ফাতেমা! আমার কি হলো যে, আমি সকালে উঠার সময় এবং শোয়ার সময় তোমাদেরকে এ দুআ পড়তে শুনতে পাচ্ছি না যে,

يَاحَيُّ يَاقَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ اَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلِّهِ وَلَاتُكِلْنِيْ اِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ

অর্থাৎ হে চিরস্থায়ী ও চিরঞ্জীব! আমি তোমার রহমত কামনা করছি। তুমি আমার সকল সমস্যা সমাধা করে দাও এবং আমাকে নিজের ওপর এক মুহূর্তের জন্য ছেড়ে দিও না।

১৩৫.

ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা -কে নামাযের জন্য ডাকাডাকি

আবু হুমরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রতিদিন সকালে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা -এর ঘরের দরজায় আগমন করতেন। আর তাদেরকে বলতেন, সালাত–সালাত, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা আহলে বাইতের সদস্যগণকে নাপাকী থেকে দূরে রাখতে চান এবং তাদেরকে পুত পবিত্র করতে চান।

www.pathagar.com

১৩৬.

কাজের লোক প্রার্থনা

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট কিছু সংখ্যক যুদ্ধবন্দিকে নিয়ে আসল এ মর্মে ফাতেমার কাছে সংবাদ পৌঁছলে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে উপস্থিত হয়ে (আটা তৈরির জন্য) যাঁতা পিষাজনিত শ্রম ও কষ্টের কথা জানিয়ে খাদিম হিসেবে একজন যুদ্ধবন্দিনী প্রার্থনা করতে গেলে তাঁর (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দেখা পেলেন না এবং সে সম্পর্কে আয়েশাকে বলে ফিরে আসলেন। পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাকে বিষয়টি বললেন, তিনি তখনই আমাদের ঘরে এলেন। আমরা তখন শুইয়ে পড়েছি। আমরা বিছানা হতে উঠতে চাইলে তিনি বললেন, তোমরা যেমনভাবে আছ তেমনি থাক। (তারপর তিনি আমাদের মাঝখানে বসলেন) আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি তাঁর ঠাণ্ডা পদযুগলের শীতলতা আমার বুকে অনুভব করলাম। তিনি তখন বললেন, তোমরা আমার কাছে যে জিনিস প্রার্থনা করেছ তার চাইতে কল্যাণকর বস্তুর সন্ধান কি আমি তোমাদেরকে দেব না? যখন তোমরা শয়ন করবে তখন নিম্নলিখিত শব্দগুলো পড়বে।

তেত্রিশবার سُبْحٰنَ اللّٰهِ (সুবহানাল্লাহ্) পড়বে।

তেত্রিশবার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আলহামদুলিল্লাহ)

চৌত্রিশবার اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার)',

তোমরা যা প্রার্থনা করেছ তার চাইতে এ কাজটি বেশি কল্যাণকর।

১৩৭.

ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর বাড়িতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর হাদিয়া প্রেরণ

একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে একটি রেশমের পোশাক হাদিয়া আসল। অতঃপর তা তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে দিয়ে দিলেন এবং বললেন, তুমি এর দ্বারা উরনা বানিয়ে নিও। অতঃপর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সে কাপড়টি চারটি টুকরো করলেন। প্রথমটি ফাতেমা ইবনে মুহাম্মাদ অর্থাৎ আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর স্ত্রীর জন্য। দ্বিতীয়টি ফাতেমা বিনতে আসাদ অর্থাৎ আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর মায়ের জন্য। তৃতীয়টি ফাতেমা বিনতে হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর জন্য এবং চতুর্থটি ফাতেমা ইবনে উতবা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর জন্য ভাগ করে দিলেন।

www.pathagar.com

১৩৮.

পারিবারিক সমস্যা সমাধানে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -কে নির্বাচন

ইমাম বুখারী (রহঃ) বর্ণনা করেন, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর পালার দিন লোকেরা অনেক হাদিয়া প্রেরণ করতেন। ফলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর অন্যান্য স্ত্রীরা ঈর্ষা করতেন। অতঃপর তারা উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর কাছে একত্রিত হলেন এবং বললেন, আমাদের পক্ষ থেকে আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বলুন যে, তিনি যেন লোকদেরকে আমাদের পালার দিনও হাদিয়া প্রেরণ করতে আদেশ দেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণীগণ রাসূল কন্যা ফাতেমাকে তাঁর নিকট প্রেরণ করলেন। সে এসে অনুমতি প্রার্থনা করল। তখন তিনি আমার চাদর গায়ে আমার সাথে ঘুমিয়ে ছিলেন। তিনি তাঁকে অনুমতি প্রদান করলেন। ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার স্ত্রীগণ আমাকে পাঠিয়েছেন, আবু কুহাফার কন্যার সম্বন্ধে তাঁরা আপনার ন্যায়-বিচার চান। আমি চুপ করে রইলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন : হে আদরের কন্যা! আমি যা ভালোবাসি, তা-কি তুমি ভালোবাসো না? সে বললেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তবে একে ভালোবাসো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এ কথা শুনে ফাতেমা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীদের নিকট ফিরে গেলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তিনি যা বলেছেন, আর তিনি তাঁকে যা উত্তর দিয়েছেন তা তাঁদেরকে সবিস্তারে বললেন। সহধর্মিণীগণ বললেন, তুমি আমাদের কোনো লাভ করতে পারলে না। তুমি পুনরায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গিয়ে তাঁকে বলো, আপনার স্ত্রীগণ আবু কুহাফার কন্যার সম্বন্ধে আপনার নিকট সুবিচার প্রত্যাশা করছেন। ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, আল্লাহর শপথ! আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর ব্যাপারে আমি কোনো দিন কথা বলতে যাব না। তারপর রাসূল সহধর্মিণীগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর স্ত্রী যায়নাবকে তাঁর নিকট প্রেরণ করলেন। তিনিই ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আমার সমমর্যাদার অধিকারিণী। যাইনাবের চেয়ে দীনদার, আল্লাহভীরু, সত্যভাষিণী, মায়াময়ী, দানশীলা এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের পথে ও দান-খয়রাতের জন্যে নিজেকে দৃঢ়ভাবে উপস্থাপন করার ন্যায় কোনো নারী আমি দেখিনি। তবে তাঁর মাঝে শুধু একটা ক্ষিপ্ততা ছিল, তবে তিনি খুব দ্রুত ঠাণ্ডাও হয়ে যেতেন।

www.pathagar.com

তিনি রাসূল ﷺ -এর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। আর রাসূল ﷺ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর সাথে চাদরে ঢাকা থাকাবস্থায়ই অনুমতি দিলেন, যে অবস্থায় ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর নিকট এসেছিল। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার স্ত্রীগণ আমাকে পাঠিয়েছেন। আবু কুহাফার কন্যার সম্বন্ধে তাঁরা আপনার সুবিচার প্রার্থনা করেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, তারপর তিনি আমার সম্পর্কে মন্তব্য করতে লাগলেন এবং বড় বড় কতক কথা শুনায়ে দিলেন। আমি রাসূল ﷺ -এর চোখের দিকে দেখছিলাম, তিনি আমায় কিছু বলার অনুমতি দেবেন কি-না? আমি বুঝতে পারলাম যে, যায়নাবের কথার জবাব দিলে তিনি কিছু মনে করবেন না। তখন আমিও তাঁর ওপর কথা বলতে লাগলাম এবং অল্প সময়ের মাঝে তাঁকে নিশ্চুপ করিয়ে দিলাম। রাসূল ﷺ হেসে বললেন, এটা তো আবু বকরের কন্যা।

১৩৯.

পিতার নৈকট্যে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা

আবু মুররা নিজের মনিব উম্মে হানী বিনতে আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু -কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের দিন আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সাথে দেখা করার জন্য গেলাম, তাঁকে আমি গোসলরত অবস্থায় পেলাম। আর ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁকে পর্দা করে আছেন। তিনি বলেন, আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি পর্দার মধ্য থেকে বললেন, ইনি কে? উত্তরে আমি বললাম, আমি উম্মু হানী বিনতে আবী তালিব। তখন তিনি বললেন, উম্মে হানীর জন্য খোশ আমদেদ! অতঃপর তিনি যখন গোসল শেষ করলেন তখন এক কাপড়ে সমস্ত শরীর ঢেকে আট রাকআত নামায পড়লেন। নামায শেষে আমি তাঁকে সম্বোধন করে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার ভাই (আলী রা.) বলেন, তিনি ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করতে পারবেন, যাকে আমি নিরাপত্তা দান করেছি। আর তিনি হলেন হুবায়রার পুত্র অমুক। অতঃপর রাসূল ﷺ বললেন, হে উম্মে হানী বিনতে আবু তালেব! তুমি যাকে নিরাপত্তা দিয়েছ আমরাও তাকে নিরাপত্তা দিলাম। উম্মু হানী আরো বলেন, এটা ছিল চাশ্‌ত'-এর সময়।

www.pathagar.com

১৪০.

অধিকাংশ মানুষই তর্ক প্রিয়

আলী ইবনে আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাতে তার কাছে (আলী) এবং তাঁর মেয়ে ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা -এর কাছে এসে বললেন, তোমরা কি নামায আদায় করছ না? আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের আত্মাগুলো তো আল্লাহ্ তাআলার কাছে রয়েছে। তিনি যখন আমাদের জাগ্রত করার ইচ্ছা করবেন বা সজাগ করবেন। আমরা যখন এ কথা বললাম, তখন তিনি চলে গেলেন। আমার কথার কোনো উত্তর দিলেন না। পরে আমি শুনতে পেলাম যে, তিনি প্রত্যাবর্তন করে যেতে যেতে নিজ উরুতে করাঘাত করছিলেন এবং কুরআনের এ আয়াত পাঠ করছিলেন–

وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا

"মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্ক প্রিয়।" (সূরা কাহ্‌ফ : আয়াত-৫৪)

১৪১.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর অসুস্থতার সময় ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা

ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা -এর ওপর মৃত্যুর দ্বারা বিচ্ছেদ বেদনা শুরু হয় ৮ম হিজরীতে বোন যায়নাব রাদিআল্লাহু আনহা -এর মৃত্যুর মাধ্যমে। এরপর ৯ম হিজরীতে অপর বোন উম্মে কুলসুম রাদিআল্লাহু আনহা-এর মৃত্যু হয়। এরপর একে একে অন্যান্য বোনদের মৃত্যুতে তার ওপর বিপদ সংকেত কঠিনভাবে চেপে বসে। অবশেষে যখন তার সবচেয়ে প্রিয় ও কাছের মানুষ স্বীয় পিতা নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যু বরণ করেন, তখন তার নিজের সময়ও খুব তাড়াতাড়ি ঘনিয়ে আসতে থাকে।

যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে অংশগ্রহণ করেন এবং এতে মানুষদেরকে ইসলামী হুকুম-আহকামের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন, কুরআন ও সুন্নাহকে আমানত হিসেবে রেখে দেন, উম্মতকে উপদেশ দান করেন, দ্বীনকে পরিপূর্ণ দ্বীন হিসেবে ঘোষণা করেন, তখন থেকেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর

www.pathagar.com

বিদায়ের সঙ্কেত শুরু হয়ে যায়। আর তা কিছু কিছু সাহাবী খুব গভীরভাবে উপলব্দিও করতে পারছিলেন।

তারপর যখন দশম হিজরীতে রমযান মাস আগমন করল, তখন তাতে বিশ দিন ইতেকাফ পালন করেন। যা ছিল অন্যান্য বছরের ইতেকাফের ব্যতিক্রম। কেননা, তিনি ইতোপূর্বে দশ দিনের বেশি ইতেকাফ করেননি। তাছাড়া প্রত্যেক রমযানে ইতেকাফের সময় জিবরাঈল (আ) একবার করে রাসূল ﷺ কে কুরআন তিলাওয়াত করে শুনাতেন। কিন্তু এ রমযানে তিনি দুই বার কুরআন তিলাওয়াত করে শুনান। রাসূল ﷺ মুয়ায রাদিয়াল্লাহু আনহু -কে বলেছিলেন, হে মুয়ায! নিশ্চয় আমি ধারণা করছি যে, হয়ত আমি তোমার সাথে আগামী বছর আর সাক্ষাত করতে পারব না। তাছাড়া তিনি বিদায় হজ্জে ভাষণে বলেছিলেন, হে লোক সকল! তোমরা আমার কথাগুলোকে ভালো করে শ্রবণ করো। কেননা; আমি জানি না যে, আগামী বছর আমি আবারো তোমাদের সাথে দেখা করতে পারব কি না? অতঃপর লোকদের কাছ থেকে এ সাক্ষী গ্রহণ করেন যে, তিনি তাঁর দাওয়াত সঠিকভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছেন কিনা।

অতঃপর যখন রাসূল ﷺ এর মৃত্যুকালীন অসুস্থতা শুরু হয়ে যায়, তখন ছিল ১১ হিজরী সনের সফর মাসের ২৯ তারিখ সোমবার।

রাসূল ﷺ-এর এ অসুস্থতার দিনগুলোতে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা খুবই কষ্ট অনুভব করেন। ফলে তিনি বারবার পিতার খবর নিতে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর কাছে আসতেন।

১৪২.

মৃত্যুকালীন সময় ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -কে আনন্দ প্রদান

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর স্ত্রীগণ তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলাম। আমাদের মধ্য থেকে একজনও অনুপস্থিত ছিল না। ইতোমধ্যে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা হাঁটতে হাঁটতে আসলেন। আল্লাহ্‌র শপথ! তাঁর হাঁটার ভঙ্গি ছিল প্রায় রাসূল ﷺ-এর চলার ভঙ্গির মতো। নবী ﷺ তাঁকে দেখে স্বাগতম জানালেন এবং বললেন, আমার

www.pathagar.com

কন্যাকে স্বাগতম। অতঃপর তিনি তাকে নিজের ডানপাশে অথবা বামপাশে বসালেন এবং চুপে চুপে তার সাথে আলাপ করলেন। তখন ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা কাঁদতে লাগলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিষণ্নতা ও দুঃখ দেখে আরেকবার তাঁর সাথে চুপে চুপে কথা বললেন। এবার ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা হাসতে লাগলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীদের মধ্য থেকে আমি বললাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -গোপন কথা বলার জন্য আমাদের মধ্য থেকে আপনাকে নির্দিষ্ট করলেন। তা সত্ত্বেও আপনি কাঁদছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে চলে গেলে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে কানে কানে কি কথা বললেন? তিনি বললেন, আমি আল্লাহর নবীর গোপন কথা প্রকাশ করতে পারি না।

অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করলে আমি তাকে বললাম, আপনাকে আমি শপথ করে বলছি, আপনার ওপর আমার যে অধিকার আছে তার বিনিময়ে সে কথাটি বলুন। তিনি বললেন, হ্যাঁ! এখন আমি তা বলতে পারি। প্রথমবার যখন তিনি কানে কানে বললেন, তখন বলেছিলেন যে, প্রতি বছর জিবরাঈল তাঁকে একবার মাত্র কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করে শুনাতেন। কিন্তু এ বছর দু'বার তিলাওয়াত করে শুনিয়েছেন। তাই আমার মনে হয়, আমার মৃত্যুর সময় খুবই নিকটবর্তী। তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং ধৈর্যধারণ কর। কারণ আমি তোমার জন্য অতি উত্তম অগ্রে গমনকারী। তিনি বললেন, আমাকে যে কাঁদতে দেখেছেন তা এ কারণেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমার অস্থিরতা দেখলেন তখন দ্বিতীয়বার আমার কানে কানে বললেন, ফাতেমা! তুমি কি আনন্দিত নও যে, তুমি ঈমানদার নারীদের নেত্রী অথবা এ উম্মতের নারীদের নেত্রী হবে? (তখন আমি হেসেছি।)

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রোগ যখন অধিক বৃদ্ধি পেল এবং তিনি বেঁহুশ হয়ে পড়লেন, তখন ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, আহা আমার আব্বা কত কষ্ট পাচ্ছেন! তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আজকের পরে তোমার পিতার আর কোনো কষ্ট হবে না।

www.pathagar.com

১৪৩.

হে যুহরা! তুমি কান্না করো না

যখন রাসূল ﷺ-এর মৃত্যু এসে হাজির হলো, তখন ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা কান্না করছিলেন। আর তা নবী ﷺ শুনতে পাচ্ছিলেন। অতঃপর তিনি ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা-কে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য বললেন, হে আমার মেয়ে! তুমি কান্না করো না; বরং যখন আমি মৃত্যুবরণ করব তখন বলবে,

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ-

অর্থাৎ নিশ্চয় আমারা সকলেই আল্লাহ জন্য, সুতরাং আমরা তাঁরই দিকে ফিরে যাব।

অতঃপর যখন রাসূল ﷺ-এর অসুস্থতা আরো তীব্রতর হতে থাকে এবং তিনি আরো ক্রমশ দুর্বল হয়ে যেতে থাকেন, তখন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তাঁর পিতা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু -এর কাছে, হাফসা রাযিয়াল্লাহু আনহা তাঁর পিতা ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু -এর কাছে, ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু -এর কাছে লোক পাঠালেন। আর তারা উপস্থিত হতে না হতেই তিনি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর কোলে মৃত্যুবরণ করেন। তখন ছিল সোমবার দিন।

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যখন রাসূল ﷺ ইন্তেকাল করতেছিলেন, তখন ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা এ বলে কাঁদতে লাগলেন যে, হে আমার আব্বা! আল্লাহ আপনার দুআ কবুল করে নিয়েছেন। হে আমার পিতা! জান্নাতুল ফিরদাউসে আপনার স্থান। হায় আমার আব্বা! জিবরাঈলকে আমি শুনাই আপনার মৃত্যু সংবাদ। অতঃপর নবী ﷺ-কে দাফন করা হলে তিনি আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন, রাসূল ﷺ-কে মাটি চাপা দিয়ে রেখে আসা তোমরা কেমন করে সহ্য করতে পারলে?

www.pathagar.com

১৪৪.

পিতার মৃত্যুতে কন্যা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর শোক প্রকাশ

যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দাফন দেয়া সমাপ্ত হয়, তখন ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু -কে বললেন, আল্লাহর রাসূলের কবরে তোমরা কীভাবে মাটি দিতে সক্ষম হলে?

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু -কে বলছিলেন, হে আনাস! তোমরা আল্লাহর রাসূলকে মাটি দিয়ে ফিরে আসতে পারলে? অতঃপর ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা পিতার জন্য কেঁদে উঠেন এবং তার সাথে অন্যান্য মুসলিমরাও কেঁদে উঠেন। কেননা, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন তাঁর নবী ও রাসূল। অতঃপর সকলকে এ আয়াত স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় যে, আল্লাহ তায়ালা বলেন, إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّإِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ-

অর্থাৎ নিশ্চয় আপনি মরণশীল এবং তারাও মরণশীল। (সূরা যামার : আয়াত- ৩০)

১৪৫.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ওয়ারিস ও ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ইহলোক ত্যাগের পর তাঁর মেয়ে ফাতেমা আবু বকরের নিকট এসে (ফাই বা বিনা যুদ্ধেলব্ধ সম্পদ), যা আল্লাহ তাঁর রাসূলের অধিকারে ও মালিকানায় অর্পণ করেছিলেন এবং তিনি ইন্তিকালের সময় যা পরিত্যাগ করে গিয়েছিলেন, তা থেকে উত্তরাধিকারিণী হিসেবে অংশ ভাগ করে দেয়ার দাবি করেন (প্রার্থনা জানান)।

তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি (পরিত্যক্ত সম্পদের) কোনো উত্তরাধিকারী রেখে যাচ্ছি না, যা কিছু (সম্পদ) রেখে যাচ্ছি তা সদকা হিসেবে বিবেচিত হবে। এ কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মেয়ে ফাতেমা অসন্তুষ্ট হলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইহলোক ত্যাগের পর তিনি (ফাতেমা) ছয় মাস জীবিত ছিলেন।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবার, ফাদাক এবং সাদকা হিসেবে মদীনাতে যা কিছু ছেড়ে গিয়েছিলেন, ফাতেমা আবু বকরের নিকট সেগুলো থেকে তাঁর ভাগ বরাবরই দাবি করতেন। কিন্তু আবু বকর তা

www.pathagar.com

দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। আবু বকর বলতেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করতেন এমন কোনো ছোট আমলও আমি বাদ দিতে পারি না। কেননা, আমি তাঁর কোনো কাজ বা নির্দেশ যদি বাদ দেই, তাহলে পথভ্রষ্ট হব বলে আমার মনে হয়।

মদীনাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সদকা বা ওয়াকফ্কৃত সম্পদ ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, আলী ও আব্বাস-এর যিম্মায় প্রদান করেছিলেন। কিন্তু খাইবার ও ফাদাকের সম্পদ তিনি (ওমর) নিজের (তথা কেন্দ্রীয় সরকারের) তহবিলে রেখেছিলেন। তিনি বলতেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ দু'টি ওয়াকফ্কৃত সম্পদ বিভিন্ন দুর্যোগ মুকাবিলার প্রয়োজনে ব্যয় হতো। এ কারণেই এগুলোর সংরক্ষণের দায়িত্ব সমকালীন খলিফার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। ইমাম বুখারী (রহ) বলেন, ওগুলো এখনো পর্যন্ত ওয়াকফ্কৃত সম্পদ হিসেবে একই রকম আছে।

ইসহাক ইবনে ইবরাহীম মুহাম্মাদ ইবন রাফি ও আবদ ইবনে হুমায়দ (রহ)-এর সূত্রে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত যে, ফাতেমা এবং আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু উভয়েই আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর নিকট আগমন করলেন, তখন তারা উভয়ে ফেদাকের ভূমি ও খাইবারের প্রাপ্য অংশ দাবি করলেন। তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু উভয়কে বললেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি (পরিত্যক্ত সম্পদের) কোনো উত্তরাধিকারী রেখে যাচ্ছি না, যা কিছু (সম্পদ) রেখে যাচ্ছি তা সদকা হিসেবে বিবেচিত হবে।

১৪৬.

হে ফাতেমা! তুমি কি রাগ করেছ?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যুর পর ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর বাড়িতে এলেন এবং বললেন, যখন আপনি মৃত্যুবরণ করবেন তখন আপনার উত্তরাধিকারী কে হবে?

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, কেন- আমার সন্তান-সন্ততি ও আমার পরিবার।

ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, তবে কেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিত্যক্ত সম্পদ আমাদেরকে দিচ্ছেন না?

রাবী বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যুর পর যে কেউই ওয়ারিশ দাবি করে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর কাছে আসছিল, তাকেই তিনি ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন। ফলে

www.pathagar.com

তিনি ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা কেও ফিরিয়ে দেন এবং বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন, নিশ্চয় নবীগণ কোনো ওয়ারিশ রেখে যায় না। জেনে রেখ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পরিত্যক্ত সম্পদের মধ্যে যদি কারো ওয়ারিশ থাকতই, তবে সেটা আমারই বেশি ছিল। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আমিও সবচেয়ে বেশি সাহায্য-সহযোগিতা করেছি এবং আমিই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য সবচেয়ে বেশি মাল বণ্টন করেছি।

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, তখন ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, আপনি তো শুনছেন কিন্তু আমি তা শুনিনি।

১৪৭.
মৃত্যুর পূর্বে শেষ গোসল

ইমাম ত্বরবানী বর্ণনা করেন, যখন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর স্ত্রী ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে গোসল করার জন্য গোসলখানায় নিয়ে যান। ফলে তিনি গোসল করেন, তারপর যে কাপড় দ্বারা তাকে কাফন দেয়া হবে সে কাপড় আনতে বলেন। অতঃপর তাকে একটি অমসৃণ কাপড় এনে দেয়া হলো। তারপর তিনি তা পরিধান করলেন এবং সুগন্ধি লাগালেন। অতঃপর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু -কে আদেশ দিলেন যে, তিনি তার মৃত্যুর পর তার লজ্জাস্থান প্রকাশ না করেন এবং তিনি যে কাপড়ে আছেন সে অবস্থাতেই যেন তার দাফন কার্য সম্পাদন করেন।

১৪৮.
স্বামীর প্রতি ওসিয়ত

ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা মৃত্যু পূর্বে তার স্বামীর কাছে তিনটি ওসিয়ত রেখে যান। আর তা হলো :

১. তার মৃত্যুর পর তিনি যেন উমাইয়া বিনতে আস ইবনে রাবীকে বিবাহ করেন। যিনি ছিলেন তার বোন যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর মেয়ে।
২. তার মৃত্যুর পর তিনি তার বহন করার জন্য একটি বিশেষ খাট তৈরি করেন। যার দ্বারা তাকে দাফন করার জন্য নেয়া হবে। অতঃপর তিনি তার বর্ণনা দেন।
৩. তাকে যেন রাত্রে দাফন করা হয়।

www.pathagar.com

১৪৯.

আসমা বিনতে উমাইসের প্রতি ওসিয়ত

ফতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা ১১ হিজরীর রমযান মাসে তার প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দিয়ে ইহজগত ত্যাগ করেন এবং নিজ পিতার সাহচর্যে মিলিত হয়ে ধন্য হন।

যখন তাঁর মৃত্যু খুব সন্নিকটে চলে আসে তখন তিনি প্রথমে নিজে নিজে গোসল সম্পাদন করেন। অতঃপর তার সাথি আসমা বিনতে উসাইস রাযিয়াল্লাহু আনহা -কে একটি উত্তম কাপড় আনতে বললেন। ফলে তাকে তা দেয়া হলো এবং তিনিও তা পরিধান করলেন। তারপর বললেন, আমি তো গোসল করে নিয়েছি। সুতরাং এরপর যাতে আমাকে অন্য কোনো কাপড় পড়ানো না হয়। অতঃপর তিনি একটু মুচকী হাসলেন। আসমা ইবনে উমাইস রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, তার পিতা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর পর ইতোপূর্বে আর কখনো হাসতে দেখা যায়নি। তবে মৃত্যুর শেষ প্রান্তে এসে এই একটু মৃদু হাসলেন।

১৫০.

ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা -এর মৃত্যু

ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা মৃত্যুর পূর্বে আসমা বিনতে উমাইস রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর কাছে ওসিয়ত করে যান যে, তার মৃত্যুর পর কে তাকে গোসল দেবে, কে তার জানাযা সালাতের ইমামতি আদায় করবে, কে তাকে কবরে প্রবেশ করাবে এবং কে তাকে কবরে রাখবে ইত্যাদি।

ইমাম বুখারী (রহ.) যুহরীর সূত্রে বর্ণনা করেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যু ছয় মাস পর ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা মৃত্যু বরণ করেন।

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, মঙ্গলবার রাতে রমযানের তিন দিন বাকি থাকতে ১১ হিজরীতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আর আলী ইবনে আবু তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহু ঐ রাত্রেই তার দাফন সম্পাদন করেন।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

পিস পাবলিকেশনের বইসমূহ

ক্র/নং	বইয়ের নাম		মূল্য
১.	মা	-মুহাম্মদ আল-আমীন	২০০
২.	আল কুরআনের অভিধান (লুগাতুল কুরআন)	-আব্দুল করীম পারেখ	২২৫
৩.	আর-রাহেকুল মাখতূম	-আল্লামা সফিউর রহমান মুবারকপুরী (রহ.)	৭৫০
৪.	আল কুরআনে নারীদের ২৫ সূরা	-মোয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	৬৫০
৫.	মুক্তাফাকুন আলাইহি	-শায়খ মুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী	১০০০
৬.	বিষয়ভিত্তিক কুরআন ও হাদীস সংকলন-১	-মো: রফিকুল ইসলাম	৪৫০
৭.	বিশ্ব নবী রহমাতুল লিল আলামীন	-ইকবাল কিলানী	৫০০
৮.	নামাজের ৫০০ মাসয়ালা	-ইকবাল কিলানী	২০০
৯.	বুলূগুল মারাম	-হাফিয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহ:)	৫০০
১০.	৩৬৫ দিনের ডায়েরী- কুরআন হাদীস ও দুয়া	-মো ঃ রফিকুল ইসলাম	৩০০
১১.	Enjoy your life	-ড. আব্দুর রহমান বিন আরিফী	৪৫০
১২.	অর্থবুঝে নামাজ পড়ুন	-মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন	১৩৫
১৩.	মাতা নাসরুল্লাহ (আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে)	-মুহাম্মদ নুরউদ্দিন কাওছার	৩০০
১৪.	রাসূল ﷺ-এর প্র্যাকটিকাল নামায	-মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আততুওয়াইজিরী	২৫০
১৫.	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণ যেমন ছিলেন	-মোয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২০০
১৬.	লা-তাহযান হতাশ হবেন না	-আয়িদ আল ক্বরনী	৪৫০
১৭.	নারী ও পুরুষ ভুল করে কোথায়	-আল্ বাহি আল্ খাওলি	২২৫
১৮.	রাসূল ﷺ সম্পর্কে ১০০০ প্রশ্ন	-সাইয়্যেদ মাসুদুল হাসান	২২৫
১৯.	সুখী পরিবার ও পারিবারিক জীবন	-মোয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২৫০
২০.	রাসূল ﷺ-এর লেনদেন ও বিচার ফয়সালা	–মো: নূরুল ইসলাম মণি	২২০
২১.	জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা	–ইকবাল কিলানী	৩০০
২২.	মৃত্যুর পর অনন্ত যে জীবন (মৃত্যুর আগে ও পরে)	–ইকবাল কিলানী	৩০০
২৩.	দাম্পত্য জীবনে সমস্যাবলীর ৫০টি সমাধান	-আব্দুল হামীদ ফাইজী	২০০
২৪.	রাসূল (স)-এর প্রশ্ন সাহাবীদের জবাব, সাহাবীদের প্রশ্ন রাসূল (স)-এর জবাব		৩৫০
২৫.	কুরআন পড়ি কুরআন বুঝি, আল কুরআনের সমাজ গড়ি	-ইকবাল কিলানী	২০০
২৬.	লোকমান (আ.)-এর উপদেশ হে আমার সন্তান !	-মো: রফিকুল ইসলাম	১৩০
২৭.	ফেরেশতারা যাদের জন্য দোয়া করেন	–ড. ফযলে ইলাহী (মক্কী)	১২০
২৮.	আল্লাহর ভয়ে কাঁদা	–শায়খ হুসাইন আল-আওয়াইশাহ	১২০
২৯.	আপনিও হতে পারেন বিশ্বের সবচেয়ে সুখী নারী	-আয়িদ আল ক্বরনী	২০০
৩০.	পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে মুহাম্মদ (স)	-মাওঃ আঃ ছালাম মিয়া	৩০০
৩১.	কিতাবুত তাওহীদ	-মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব	১৫০
৩২.	সহীহ আমলে নাজাত	-আবদুল হামীদ ফাইযী	২৫০
৩৩.	ধৈর্য ধরুন জান্নাত পাবেন	-ইবনে কাইয়্যিম আল জাওযিয়্যাহ	১৩৫
৩৪.	ঈমানের ৭৭টি শাখাসমূহ	-ইমাম বায়হাকী	১৪০
৩৫.	পীর ফকির ও মাজার	-ড. মুহাম্মদ শওকত আলী	২২৫
৩৬.	Leadership (নেতৃত্ব প্রদান)	-সুলাইমান বিন আওয়াদ ক্বিয়ান	২২৫
৩৭.	নির্বাচিত ৫০টি হাদীস	-ড. মুহাম্মদ মর্তুজা বিন আয়েশ মুহাম্মাদ	১২০